Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা
অক্টোবর ২০০২

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

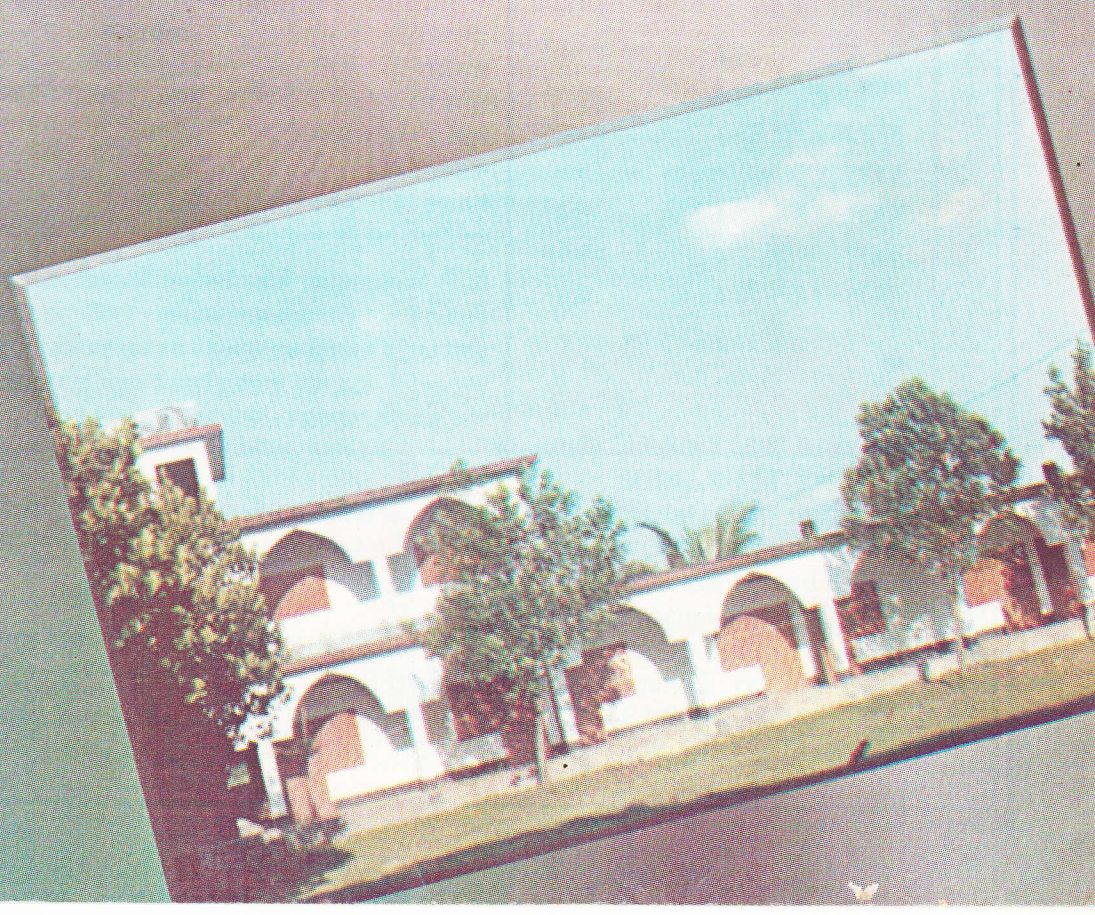

Contents

প্রকাশক ঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোনঃ (অনুঃ) ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১
মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ ৭৭৪৬১২।

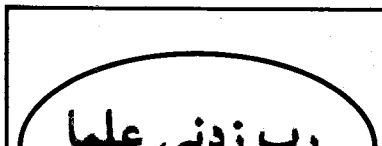

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية
جلد:٦ عدد: ١، رجب و شبعان ١٤٢٣هـ/أكتوبر ٢٠٠٢م
رئيس مجلس الإدارة: د. محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ তাওহীদ ট্রাস্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নির্মিত আল-মারকাযুল ইসলামী কমপ্লেক্স, নশিপুর, বগুড়া।

Mothly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on pure Tawheed and Sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned Columnists and writes of home and abroad, aiming at establishing a pure islamic society in Banladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadees 3. Research Articles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health & Medicine 7. News : Home & Abroad & Muslim world. 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ	ঃ	*৪০০০/-*
দ্বিতীয় প্রচ্ছদ	ঃ	*৩৫০০/-*
তৃতীয় প্রচ্ছদ	ঃ	*৩০০০/-*
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	ঃ	*২০০০/-*
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	ঃ	*১২০০/-*
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	ঃ	*৭০০/-*
সাধারণ অর্ধ সিকি পৃষ্ঠা	ঃ	*৩৫০/-*

● স্থায়ী, বার্ষিক ও নিয়মিত (ন্যূনপক্ষে ৩ সংখ্যা) বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হার ঃ

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	১৭০/= (ষান্মাষিক ৯০/=)	= = =
এশিয়া মহাদেশ ঃ	৬৮৫/=	৫৮০/=
ভারত, নেপাল ও ভুটান ঃ	৪৮৫/=	৩৯০/=
পাকিস্তান ঃ	৬১৫/=	৫২০/=
ইউরোপ, ও আফ্রিকা মহাদেশ	৮১৫/=	৭২০/=
আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ ঃ	৯৪৫/=	৮৫০/=

ভি, পি, পি যোগে পত্রিকা নিতে চাইলে ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে। বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
ড্রাফট বা চেক পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বর ঃ মাসিক আত-তাহরীক এস, এন, ডি - ১১৫, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ। ফোনঃ ৭৭৫১৬১, ৭৭৫১৭১।

Monthly **AT-TAHREEK**
Cheif Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Muhammad Sakawat Hossain.
Published by : Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 155/00 & Tk. 80/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH (Air port Road) P.O. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৬ষ্ঠ বর্ষঃ	১ম সংখ্যা
রজব-শা'বান	১৪২৩ হিঃ
আশ্বিন-কার্তিক	১৪০৯ বাং
অক্টোবর	২০০২ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ও 'আত-তাহরীক' অফিস ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭-৯৪৪৯১১
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১,

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- প্রবন্ধঃ
  - শামায়েলে মুহাম্মাদী (ছাঃ) ৩ — *মুহাম্মাদ হারূন আযীযী নদভী (৪র্থ কিস্তি)*
  - বুলূগুল মারামঃ হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) সংকলিত এক অনন্য হাদীছ গ্রন্থ ৫ — *নূরুল ইসলাম*
  - বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজে নারীঃ একটি সমীক্ষা ৯ — *হাফেয মাসঊদ আহমাদ*
  - শবেবরাত *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ১৩
  - প্রসঙ্গঃ প্রচলিত নিয়ত ১৬ — *মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম সিরাজী*
  - স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের কর্ম-সাধনায় ইসলামী চিন্তার প্রভাব *-অধ্যাপক ডাঃ বদরুল আনাম* ১৯
  - পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতা এবং পক্ষপাতদুষ্ট জাতিসংঘ ও পাশ্চাত্য বিশ্ব *-ফিরোজ মাহবুব কামাল* ২১
  - বাংলাদেশ ইসলাম ও আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তিক দৈন্য ২৩ *-ফিরোজ মাহবুব কামাল*
- সাময়িক প্রসঙ্গঃ ২৬
  - বিদেশী সাহায্য সম্পর্কীয় প্রাসঙ্গিক কিছু কথা এবং প্রস্তাবনা *-মুহাম্মাদ শহীদ-উল-মুলক*
- নবীনদের পাতাঃ ২৯
  - ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্ত — *মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদুদ*
- গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ ৩৪
  - (ক) আল্লাহ্র সাহায্য পেতে হ'লে (খ) সিংহ ও ইঁদুর (গ) শিকারী ও ঘুঘু পাখী (ঘ) তাবীয *- মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
- চিকিৎসা জগৎঃ ৩৫
  - স্ট্রোক প্রতিরোধে করণীয়
  - ব্রণ সম্পর্কে যা না জানলেই নয়
- কবিতা ৩৬
- সোনামণিদের পাতা ৩৭
- স্বদেশ-বিদেশ ৩৯
- মুসলিম জাহান ৪৪
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৫
- জনমত কলাম ৪৬
- সংগঠন সংবাদ ৪৭
- প্রশ্নোত্তর ৪৯

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

ইসরা ও মি'রাজ

'ইসরা' অর্থ রাত্রিকালীন ভ্রমণ। 'মি'রাজ' অর্থ উর্ধারোহনের যন্ত্র বা বাহন। মক্কার মাসজিদুল হারাম থেকে ঈলিয়া বা জেরুযালেমের বায়তুল মুক্বাদ্দাস পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাত্রিকালীন সফরকে 'ইসরা' বলে এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাস থেকে সপ্ত আসমান ভ্রমণ ও আল্লাহ্র দীদার লাভ পর্যন্ত ঘটনাকে 'মি'রাজ' বলে। যেহেতু মি'রাজের ঘটনাটিই মুখ্য, সেকারণ পুরা সফরটিই 'মি'রাজ' নামে পরিচিত হয়েছে। সূরা বনু ইসরাঈলের ১ম আয়াতে 'ইসরা' এবং সূরা নাজমের ১৩ থেকে ১৯ আয়াত পর্যন্ত মি'রাজের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত ২৬-এর অধিক ছাহাবী কর্তৃক বুখারী, মুসলিম সহ প্রায় সকল হাদীছ গ্রন্থে 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ে মি'রাজের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। অতএব মি'রাজ অকাট্যভাবে প্রমাণিত সত্য ঘটনা। ইসরা ও মি'রাজ মাত্র একবার হয়েছিল এবং এটি হিজরতের এক বছর পূর্বে জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে ও সজ্ঞানে হয়েছিল, ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নের মাধ্যমে নয়। যদিও নবীদের স্বপ্ন সত্য হয়ে থাকে। স্বপ্নে হ'লে এটি কোন বড় বিষয় হ'ত না। সশরীরে ও জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল বলেই মক্কার লোকেরা এটাকে অবিশ্বাস করেছিল এবং সর্বত্র বদনাম রটনার সুযোগ পেয়েছিল। আর একারণেই বহু মুসলমান তাঁকে মিথ্যা নবী মনে করে মুরতাদ হয়ে পুনরায় কুফরীতে ফিরে গিয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ 'আব্দ' বা বান্দা বলতে দেহ ও আত্মা মিলিতভাবে বুঝায়, শুধুমাত্র আত্মাকে নয়। তৃতীয়তঃ তাঁকে বোরাক্বে আরোহন করতে হয়েছিল। আরোহন করার জন্য দেহ প্রয়োজন। আত্মা কখনো আরোহন করে না।

মি'রাজের ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে তো বটেই, বরং পুরা নবুওয়াতের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। কোন নবীই এই সৌভাগ্য লাভ করেননি। যা শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) লাভ করেছিলেন। আর সেকারণেই তিনি হ'লেন শ্রেষ্ঠ নবী। কোন উম্মতই এতবড় কঠিন ঈমানী সংকটে পতিত হয়নি, যতবড় কঠিন সংকটে পতিত হয়েছিলেন প্রাথমিক যুগের মুমিন গণ। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, মি'রাজের ঘটনাবলীকে অবিশ্বাস করে একদল মুসলমান মুরতাদ হয়ে যায় এবং তারা পরবর্তীতে আবু জাহলের সাথে বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। অন্যদিকে লোকেরা যখন গিয়ে আবুবকর (রাঃ)-কে এই ঘটনা শুনায়, তখন তিনি নির্দ্বিধায় বলে ওঠেন, এর চাইতে অলৌকিক কোন আসমানী খবর যদি মুহাম্মাদ বলেন, আমি তা অবশ্যই বিশ্বাস করব'। এ দিন থেকেই আবুবকর পরিচিত হলেন আবুবকর ছিদ্দীক রূপে। 'ছিদ্দীক্ব' অর্থ সত্যায়নকারী। শুধু তাই নয় তিনি বরিত হ'লেন উম্মতের সেরা ব্যক্তিরূপে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, মি'রাজের ঘটনা অবিশ্বাস করার কারণে দুর্বল ঈমানদারগণ মুরতাদ হয়ে গেল। পক্ষান্তরে সবল ঈমানদারগণের ঈমান আরও বর্ধিত হয়ে সর্বোচ্চে পৌছে গেল।

ছহীহ, হাসান সকল প্রকার রেওয়ায়াতের ঐক্যমতে মি'রাজের ঘটনাবলী সংক্ষেপে এই যে, একদা রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিবরাঈল-এর নির্দেশনামতে ধবধবে সাদা রংয়ের 'বোরাক্ব' নামীয় একটি পশুর পিঠে সওয়ার হয়ে মাসজিদুল হারাম থেকে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে পৌছে যান। সেখানে একটি পাথরে পশুটিকে বেঁধে রেখে তিনি মসজিদে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে বেরিয়ে এলে তাঁর নিকেট 'মি'রাজ' বা উর্ধারোহনের বাহন আনা হয়, যা ছিল সিঁড়ির ন্যায়। অতঃপর ঐ বৈদ্যুতিক লিফটে চড়ে তিনি উর্ধারোহন করেন। পথিমধ্যে প্রতি আসমানে অবস্থানরত বিশিষ্ট নবীদের সঙ্গে জিবরীল তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেন। যেমন প্রথম আসমানে হযরত আদম (আঃ), দ্বিতীয় আসমানে ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আঃ) দুই খালাতো ভাই, তৃতীয় আসমানে ইউসুফ (আঃ), চতুর্থ আসমানে ইদরীস (আঃ), পঞ্চম আসমানে হারূণ (আঃ), ষষ্ঠ আসমানে মূসা (আঃ) ও সপ্তম আসমানে ইবরাহীম (আঃ)। তার উপরে দিগন্ত বিস্তৃত বিশালাকৃতির সিদরাতুল মুনতাহা বা 'প্রান্তস্থিত কুলগাছ' অবস্থিত, যা অতীব সুন্দর ও সুসজ্জিত। ফেরেশতাদের গমনাগমনের এটাই শেষ সীমা। এর উপরে আল্লাহ্র 'আরশ' অবস্থিত। আল্লাহ্র বিধানাবলী আরশ থেকে প্রথমে এখানে নাযিল করা হয়। তারপর সেখান থেকে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের মাধ্যমে দুনিয়াতে প্রেরিত হয়। অনুরূপভাবে বান্দাদের আমল নামা সমূহ প্রথমে এখানে নিয়ে আসা হয়। অতঃপর এখান থেকে আল্লাহ্র দরবারে পেশ করা হয়। ফেরেশতা বা নবী-রাসূল কেউ এই স্থান অতিক্রম করতে পারেন না, শেষনবী (ছাঃ) ব্যতীত। অতঃপর তিনি বায়তুল মা'মূর এবং জান্নাত ও জাহান্নাম পরিদর্শন করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সিদরাতুল মুনতাহা বৃক্ষের নিকটে পৌছে গেলে জিবরীল তাঁকে ছেড়ে যান ও তাঁর উপরে একটি মেঘ ছেয়ে যায়। তিনি সিজদায় পড়ে যান। এ সময় আল্লাহ তাঁর অতীব নিকটে এসে যান ও তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং উভয়ের মাঝে দূরত্ব দুই ধনুক বা দু'গজেরও কম হয়ে যায়। তখন আল্লাহপাক তাঁকে 'অহি' করেন ও পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেন যা পঞ্চাশ ওয়াক্তের ফযীলতের সমান। অতঃপর মেঘমালা সরে গেলে জিবরীল ফিরে এসে তাঁকে নিয়ে দুনিয়ায় অবতরণ করেন এবং তিনি সমস্ত নবীদের সাথে নিয়ে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে দু'রাক'আত ছালাতের ইমামতি করেন। অতঃপর বোরাক্বে সওয়ার হয়ে পুনরায় মক্কায় ফিরে আসেন। পরদিন সকালে তিনি অবিশ্বাসী আবু জাহলের প্রশ্নের জবাবে তাকে ইসরার ঘটনা শুনালে চার পাশে লোকজন জমা হয়ে যায়। তখন তিনি বায়তুল মুক্বাদ্দাস সম্পর্কে তাদের মধ্যকার অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমস্ত প্রশ্নের সঠিকভাবে জবাব দেন। এতে তারা বিস্মিত হয়ে যায়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইতিপূর্বে কখনো বায়তুল মুক্বাদ্দাস সফরে যাননি।

হাফেয আবু নাঈমের একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে জানার জন্য আবু সফিয়ানকে তার দরবারে ডেকে নেন, তখন আবু সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মিথ্যা নবী প্রমাণ করার জন্য সম্রাটের নিকটে ইসরার উপরোক্ত ঘটনা শুনান। সম্রাট তখন বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দাররক্ষীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি সকল দরজা ভালভাবে বন্ধ না করা পর্যন্ত কোনদিন ঘুমাতে যাইনা। কিন্তু ঐদিন সব দরজা বন্ধ করার পর মূল দরজাটি সকলে মিলে চেষ্টা করেও নাড়াতে পারিনি। মিস্ত্রিদের ডাকলে তারা পরীক্ষা করে বলে যে, দরজাটিকে উপর থেকে ভারী দেওয়ালে চেপে ধরে রেখেছে। সকাল ব্যতীত আমরা কিছুই করতে পারব না। সকালে গিয়ে দেখি দরজা স্বাভাবিক। সামনে একটি পাথর দেখলাম ছিদ্র করা। মনে হ'ল সেখানে কিছু বাঁধা ছিল। তখন আমি আমার সাথীদের বলি, নিশ্চয়ই রাতে কোন নবী এখানে এসেছিলেন, যাঁর সম্মানে দরজা খোলা রাখা হয়েছিল'। ইবনু কাছীর বলেন, ঈলিয়া বা যেরুযালেম হ'ল ইবরাহীম বংশীয় নবীদের খনি। সেকারণ সমস্ত নবীকে এখানে ডেকে এনে ছালাতে ইমামতির মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) হ'লেন সকল নবীর সরদার। কুরতুবী বলেন, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে 'আব্দ' বা দাস বলে সম্বোধন করেছেন। তার মর্ম এই যে, এর চাইতে সম্মানিত কোন নাম বান্দার জন্য নেই। থাকলে নিশ্চয়ই সেই নামে রাসূলকে সম্মানিত করা হ'ত। অতএব মি'রাজের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হ'ল আল্লাহ্র সবচেয়ে বড় দাস হওয়ার চেষ্টা করা। সর্বাধিক দাসত্বের মধ্যেই সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদা নিহিত আর এজন্যেই আল্লাহ জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয়তঃ জগদ্বাসীর জন্য আল্লাহ্র দেওয়া সবচেয়ে বড় তোহফা হ'ল 'ছালাত'। যা তিনি রাসূলকে নিজ দরবারে ডেকে নিয়ে তাঁকে প্রদান করেছিলেন। কারণ ছালাতের মাধ্যমে মানুষের নৈতিক উন্নয়ন ঘটে। আর নৈতিক উন্নতিই হ'ল সকল উন্নতির মূল চাবিকাঠি। সেকারণ ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দাকে তার ছালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। ছালাতের হিসাব সুষ্ঠু হ'লে সকল হিসাব সুষ্ঠু হবে। নইলে সবকিছু বরবাদ হবে। অতএব জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্র দাসত্ব করা ও ছালাতের হেফাযত করাই মি'রাজের মূল শিক্ষা। এ দিন ছালাত-ছিয়াম ইত্যাদির মাধ্যমে বাড়তি ইবাদত করার কোন বিধান শরী'আতে নেই। যাতে অন্যান্য ধর্মের লোকেদের ন্যায় মুসলমানেরাও ধর্মের নামে অহেতুক আনুষ্ঠানিকতায় বন্দী না হয়ে পড়ে, সেকারণ রাসূলের জন্মদিন, শবেক্বদর ইত্যাদির ন্যায় শবে মে'রাজের সঠিক দিন-তারিখকেও অজ্ঞাত রাখা হয়েছে। অতএব ২৭শে রজবকে শবে মে'রাজ বলা বা ঐদিনকে পবিত্র মনে করে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা সবকিছু বিদ'আতে পর্যবসিত হবে। রাসূল ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে এসবের কোন প্রমাণ নেই। আল্লাহ আমাদেরকে মি'রাজের মূল শিক্ষা অনুধাবনের তাওফীক দিন এবং যাবতীয় বিদ'আত থেকে দূরে থাকার শক্তি দিন- আমীন (স.স.)।

শামায়েলে মুহাম্মাদী (ছাঃ)

*মুহাম্মাদ হারূণ আযীযী নদভী**

(৪র্থ কিস্তি)

ক্বামীছ পরিধানের নিয়মঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন ক্বামীছ পরতেন তখন ডান দিক থেকে শুরু করতেন।[১৪৩]

পাগড়ীর বর্ণনাঃ

জাবের (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) মক্কা বিজয়ের দিনে মাথায় কাল পাগড়ী পরাবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন।[১৪৪]

আমর ইবনে হুরাইছ (রাঃ) বলেন, একদিন নবী করীম (ছাঃ) জনসমক্ষে খুৎবা দেওয়া কালে তাঁর মাথায় কাল একটি পাগড়ী ছিল।[১৪৫]

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন পাগড়ী বাঁধতেন, তখন তাঁর পাগড়ীর প্রান্ত দুই কাঁধের মাঝে ঝুলিয়ে দিতেন।[১৪৬]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) লোকদের সামনে বক্তৃতা কালে তাঁর মাথায় তেল মলিন একটি পাগড়ী ছিল'।[১৪৭]

নতুন কাপড় পরিধানঃ

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কোন নতুন কাপড় পরিধান করতেন, তখন তিনি প্রথমে কাপড়টির নাম উল্লেখ করতেন- পাগড়ী, ক্বামীছ ও চাদর ইত্যাদি বলে। তারপর এই দো'আ পড়তেনঃ- 'আল্লা-হুম্মা লাকাল হাম্দু কামা কাসাওতানিহি, আসআলুকা খায়রাহু ওয়া খায়রা মা ছুনি'আ লাহু, ওয়া আউযুবিকা মিন শাররিহী ওয়া শাররিমা ছুনিয়া লাহু'।[১৪৮]

পায়জামাঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পায়জামা ব্যবহার করেছেন বলে কোন ছহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে তিনি পায়জামা খরীদ করেছিলেন বলে ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।[১৪৯]

মোজা ব্যবহারঃ

বুরায়দা (রাঃ) বলেন, নাজাশী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য সাদাসিধে দু'টি কাল রংয়ের মোজা হাদিয়া দিলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা পরিধান করলেন। তারপর ওযূ করলেন এবং তার উপর মাসাহ করলেন।[১৫০]

মুগীরা (রাঃ) বলেন, দেহীয়া ক্বালবী নবী করীম (ছাঃ)-কে এক জোড়া মোজা হাদিয়া দিলে তিনি তা পরিধান করেন।[১৫১]

স্যাণ্ডেল বা জুতাঃ

ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, আমি আনাস (রাঃ)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্যাণ্ডেল কিরূপ ছিল? তিনি বললেন, তাঁর উভয় স্যাণ্ডেলে দু'টি করে চামড়ার ফিতা ছিল।[১৫২]

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রত্যেকটি স্যাণ্ডেলে দু'টি করে ফিতা ছিল। ঐ ফিতা দু'টি মূলতঃ একটি ফিতা ছিল এবং তার দু'প্রান্ত স্যাণ্ডেলের সম্মুখভাগে দুই স্থানে নিবদ্ধ ছিল।[১৫৩]

উবায়দ ইবনে জুরাইস (রাঃ) বলেন, আমি ইবনে ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাকে প্রায়শঃ লোমশূন্য চামড়ার স্যাণ্ডেল পরিধান করতে দেখে আসছি, এর কারণ কি? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এরূপ স্যাণ্ডেল ব্যবহার করতে দেখেছি। বিধায় আমি নিজেও এরূপ পরে থাকি।[১৫৪]

আমর ইবনে হুরাইছ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তালি দেয়া দু'টি স্যাণ্ডেল পরিহিত অবস্থায় দেখেছি।[১৫৫]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর চুল আঁচড়ানো, জুতা পরা, ওযূ-গোসল করা এবং তায়াম্মুমের ব্যাপারেও ডান দিক থেকে আরম্ভ করা পসন্দ করতেন।[১৫৬]

---

* খত্বীব, আলী মসজিদ, বাহরাইন।

১৪৩. তিরমিযী, ছহীহুল জামে হা/৪৭৭৯।
১৪৪. মুসলিম, আবুদাঊদ হা/৪০৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৩২৮৫; দারিমী ২/৮৪; আখলাকুন নবী পৃঃ ১১৬।
১৪৫. মুসলিম হা/১৩৫৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৫৮৪।
১৪৬. তিরমিযী হা/১৭৩৬; শামায়েল হা/৯৪, সিলসিলা ছহীহা হা/৭১৬।
১৪৭. আহমাদ ১/২৩৩ পৃঃ; তিরমিযী, শামায়েল হা/৯৫।
১৪৮. আবুদাঊদ হা/৪০২০; তিরমিযী হা/১৭৬৭; ইবনে হিব্বান হা/১৪৪২; আখলাকুন নবী, পৃঃ ১০৩।
১৪৯. আবু দাঊদ ৯/১৮৫; তিরমিযী ৪/৫৩২; নাসাঈ ৮/২৮৪; শায়খওয়াদেয়ী, আল জামিউছ ছহীহ ৪/২৯১ পৃঃ।
১৫০. আবুদাঊদ হা/১৫৫; তিরমিযী হা/২৮২১; ইবন মাজাহ হা/৩৬২।
১৫১. তিরমিযী হা/১৭৬৬; শামায়েল হা/৫৯।
১৫২. আবুদাঊদ হা/৪১৩৩; তিরমিযী হা/১৭৭৩; শামায়েল হা/৬০।
১৫৩. ইবনু মাজাহ হা/৩৬১৪; ইবনু সা'দ ১/৪৭৮ পৃঃ; তিরমিযী, শামায়েল হা/৬১।
১৫৪. আবুদাঊদ হা/১৭৭২; ইবনু সা'দ ১/৪৭৩; আখলাকুন নবী পৃঃ ১৩৬; শামায়েল হা/৬৩।
১৫৫. আহমাদ ৪/৩০৭; ইবনু সা'দ ১/৪৭৯; আখলাকুন নবী পৃঃ ১৩৫; শামায়েল হা/৬৫।
১৫৬. মুসলিম হা/২৬৮; আবুদাঊদ হা/৪১৪০; তিরমিযী হা/৬০৮।

আংটি ব্যবহারঃ

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আংটি ছিল চাঁদির তৈরী।[১৫৭]

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন আরবের বাইরে পত্র লিখার ইচ্ছা করেন তখন তাঁকে বলা হয়, যে পত্রের উপর মোহর অঙ্কিত থাকে না সে পত্র অনারবরা গ্রহণ করেন না। কাজেই তিনি একটি আংটি বানিয়ে নেন।[১৫৮]

আনাস (রাঃ) অন্যত্র বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আংটিতে অংকিত ছিল, 'মুহাম্মাদ' এক লাইনে, 'রাসূল' এক লাইনে এবং 'আল্লাহ' এক লাইনে।[১৫৯]

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চাঁদির একটি আংটি তৈরী করান। তা তাঁর হাতে ছিল। অতঃপর আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর হাতে ছিল। তারপর ওছমান (রাঃ)-এর হাতে ছিল। অবশেষে তাঁর হাতে থাকাকালীন সেটি 'আরসি' কূপে পতিত হয়। তাতে অঙ্কিত ছিল 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'।[১৬০]

আলী, আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর, ইবনে আব্বাস ও আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ডান হাতে আংটি ব্যবহার করতেন।[১৬১]

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙুলে আংটি পরতেন।[১৬২]

এই হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাম হাতেও আংটি পরতেন। আর এর উপরের সব হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, তিনি ডান হাতে আংটি পরতেন। উভয় বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় সাধন করার জন্য বলা যায় যে, যদিও তিনি প্রায়শঃ ডান হাতেই আংটি ব্যবহার করতেন কিন্তু কখনো কখনো বাম হাতেও পরেছেন। তাই কার্যক্ষেত্রে বাম হাতেও আংটি ব্যবহার করা যায়।[১৬৩]

সুরমা ব্যবহারঃ

জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা ঘুমানোর সময় অবশ্যই ইছমিদ সুরমা ব্যবহার করবে, কেননা তা চক্ষু পরিষ্কার ও উজ্জ্বল করে এবং চুল গজায়'।[১৬৪]

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের সুরমার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হ'ল 'ইছমিদ' সুরমা'।[১৬৫]

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেজোড় হিসাবে সুরমা ব্যবহার করতেন।[১৬৬]

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ডান চোখে তিনবার এবং বাম চোখে দু'বার সুরমা ব্যবহার করতেন।[১৬৭]

আতর ও সুগন্ধি ব্যবহারঃ

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো খুশবু ফিরিয়ে দিতেন না।[১৬৮]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সুগন্ধিকে খুব ভালবাসতেন'।[১৬৯]

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে একটি আতরদানি ছিল। যা থেকে তিনি সুগন্ধি ব্যবহার করতেন।[১৭০]

চলার ধরণঃ

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমনভাবে চলতেন, যাতে বুঝা যেত যে, তিনি অক্ষমও নন আবার অলসও নন।[১৭১]

জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন পদচারণা করতেন, তখন পিছনে ফিরে তাকাতেন না।[১৭২]

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন চলতেন, তখন সামনের দিকে ঝুঁকে চলতেন।[১৭৩]

জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন চলতেন, তখন তাঁর ছাহাবীগণ সামনের দিকে থাকতেন। তাঁর পিছনের দিক ফেরেশতাদের জন্য ছেড়ে দেয়া হ'ত।[১৭৪]

[চলবে]

---

১৫৭. মুসলিম হা/২০৯৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৪১; আবুদাঊদ হা/৪২১৬; তিরমিযী হা/১৭৩৭।
১৫৮. বুখারী হা/৬৫; মুসলিম হা/২০৭২; আবুদাঊদ হা/৪২১৪।
১৫৯. মুসলিম হা/২০৯২; আবুদাঊদ হা/৪২১৪; ইবনু সা'দ ১/৪৭৪ পৃঃ; আখলাকুন নবী, পৃঃ ১৩২।
১৬০. বুখারী হা/৫৪; আবুদাঊদ হা/৪২১৮।
১৬১. আবুদাঊদ হা/৪২২৬; তিরমিযী হা/১৭৪৪; আবুদাঊদ হা/৪২২৯; শামায়েল হা/৭৭, ৭৮, ৮০ ও ৮৩।
১৬২. মুসলিম হা/২০৯৫; নাসাঈ ৮/১৯৪; আহমাদ ৩/২৬৭।
১৬৩. ফাতহুলবারী ১০/৪০২; মুখতাছার শামায়েল পৃঃ ৬২।
১৬৪. আবুদাঊদ হা/৩৮৭৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৪৯৭; তিরমিযী হা/১৭৫৭।
১৬৫. নাসাঈ হা/৩৪৯৭; তিরমিযী হা/৪৪।
১৬৬. মুসনাদে বাযযার, সিলসিলা ছহীহা হা/২৭৪৬।
১৬৭. ইবনে সা'দ ১/৪৮৪; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৮/৫৯৯; আখলাকুন্নবী, পৃঃ ১৮৩; সিলসিলা ছহীহা হা/৬৩৩।
১৬৮. বুখারী হা/২৫৮২; তিরমিযী হা/২৭৮৯; আহমাদ ৩/১৩৩ পৃঃ।
১৬৯. আবুদাঊদ হা/৪০৭৪; মুসনাদে আহমাদ ৬/১৩২।
১৭০. আবুদাঊদ হা/৪১৬২; ইবনু সা'দ ১/৩৯৯; আখলাকুন নবী, পৃঃ ৯৮; তিরমিযী শামায়েল হা/১৮৫।
১৭১. ছহীহুল জামে আছ-ছাগীর হা/৫০১৬।
১৭২. সিলসিলা ছহীহা হা/২০৮৬।
১৭৩. মুসলিম হা/১৫৬৯; দারেমী ১/৩১ পৃঃ; আহমাদ ৩/২২৮ পৃঃ।
১৭৪. হাকেম, বায়হাক্বী, ছহীহুল জামে আছ-ছাগীর হা/৪৭৮৭।

'বুলূগুল মারাম'ঃ হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) সংকলিত এক অনন্য হাদীছ গ্রন্থ

*নূরুল ইসলাম**

প্রাককথনঃ

মানবতার মুক্তির দিশারী শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর তিরোধানের পর হিজরী সালের অষ্টম শতাব্দীতে যেসব প্রখর প্রতিভাধর মনীষী তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমৃত্যু জ্ঞান সাধনার পাশাপাশি মুসলিম উম্মাহ্র জন্য জ্ঞানের বিশেষতঃ হাদীছ শাস্ত্রের এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডার উপহার দিয়ে গেছেন, ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) ছিলেন তাঁদের অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তিনি একাধারে মুহাদ্দিছ, ফক্বীহ, রিজালবিদ, ঐতিহাসিক, বিচারক, কবি, আদর্শ শিক্ষক এবং মুসলিম ধর্মীয় পাণ্ডিত্যের সর্বাপেক্ষা আদর্শ প্রতিনিধি ছিলেন। সর্বোপরি একজন মুহাদ্দিছ হিসাবে ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর পরম কৃতিত্ব এই যে, তিনি তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী হাদীছ গ্রন্থের সংকলন, হাদীছ গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা, হাদীছের মূলনীতি অভিজ্ঞান রচনা এবং রাবীদের জীবনীকোষ রচনা করে হাদীছ শাস্ত্রের বিস্তৃত গগণে এক উজ্জ্বল ধ্রুবতারা হয়ে আছেন। ডঃ আফতাব আহমাদ রহমানী যথার্থই বলেছেন-

"As a muhaddith, par excellence, Ibn Hajar has left the greatest number of his works in the field of hadith covering matanr al-hadith, Sharah al-hadith, Usul al-hadith and Rijal al-hadith".[১]

ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর এসব কৃতিত্বের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 'বুলূগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম' নামে হাদীছের একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ সংকলন করা। আলোচ্য প্রবন্ধে এ গ্রন্থ সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ পর্যালোচনা পেশ করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

'বুলূগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম' (দলীল জ্ঞাত হওয়ার অভিলাষ পূরণ বা উদ্দেশ্য সাধন) হাদীছের একটি ক্ষুদ্র সংকলন। গ্রন্থটির পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে সংকলক গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন-

فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا، ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدى، ولا يستغنى عنه الراغب المنتهى –

অর্থাৎ ইহা হাদীছের মৌল দলীলভিত্তিক শরী'আতের বিধি-বিধান সম্বলিত একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন। এমন এক উন্নত ধারায় একে আমি সুবিন্যস্তভাবে লিখেছি যে, এর আয়ত্বকারী তার সমসাময়িকদের মধ্যে সমুন্নত হ'তে পারবে, প্রাথমিক শিক্ষার্থীগণ এর সাহায্য লাভে সক্ষম হবে এবং উচ্চতর জ্ঞান লাভের অভিলাষী ব্যক্তিবৃন্দও এথেকে সাহায্য গ্রহণে অমুখাপেক্ষী থাকতে পারবে না।[২]

এ গ্রন্থে ১৬টি অধ্যায় এবং ৯৬টি পরিচ্ছেদ রয়েছে। আর হাদীছ সংখ্যা নিয়ে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। আমীর ছান'আনীর গণনা মতে, এ গ্রন্থে সংকলিত হাদীছের সংখ্যা ১৪৭৭টি।[৩] 'আর-রাহীকুল মাখতূম' প্রণেতা শায়খ ছফিউর রহমান মুবারকপুরীর গণনা মতে ১৫৬৯টি।[৪] ডঃ আফতাব আহমাদ রহমানী তাঁর পি.এইচ-ডি থিসিসে বলেছেন, এ গ্রন্থে ১৪০০ হাদীছ সংকলন করা হয়েছে।[৫] ডঃ মুহাম্মাদ উজাজ আল-খাত্বীবের মতে ১৫৯৬টি।[৬] ডঃ মুহাম্মাদ বিন মাতার আয-যাহরানীও অনুরূপ বলেছেন।[৭] মুহাম্মাদ আবদুল আযীয আল-খাওলীর মতে ১০০৪টি।[৮]

এ গ্রন্থে ঐ সমস্ত হাদীছ সংকলন করা হয়েছে, যা একজন মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনে পালনীয় শরী'আতের আনুশাসনিক আইন ও নিয়মের সাথে সম্পৃক্ত। এজন্য এ গ্রন্থে তাফসীর, আক্বাইদ, জান্নাত-জাহান্নাম, হাশর-নশর, ছাহাবীগণের মানাকিব বা মর্যাদা সংক্রান্ত হাদীছগুলি সংকলন করা হয়নি। এ সম্পর্কে ডঃ আফতাব আহমাদ রহমানী যথার্থই বলেছেন-

---

** প্রথম বর্ষ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. Dr. Aftab Ahmad Rahmani, The life and Works of Ibn Hajar Al-Asqalani (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 2000), p. 118.

২. ইবনু হাজার আসক্বালানী, বুলূগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম (দেওবন্দঃ আশরাফী বুক ডিপো, তাবি), পৃঃ ২ (ভূমিকা)।

৩. মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-আমীর আল-ইয়ামানী আছ-ছান'আনী, সুবুলস সালাম শরহে বুলূগুল মারাম, তাহকীক ও তা'লীকঃ ফাওয়ায আহমাদ যামারলী ও ইবরাহীম মুহাম্মাদ আল-জামাল (বৈরুত-লেবাননঃ দারুল কিতাব আল-আরাবী, পঞ্চম প্রকাশঃ ১৪১০ হিঃ/১৯৯০ ইং), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৩৮।

৪. শায়খ ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, ইতহাফুল কেরাম শরহে বুলূগুল মারাম (কুয়েতঃ জমঈইয়াতু এহইয়াইত তুরাছ আল-ইসলামী, দ্বিতীয় প্রকাশঃ ১৪১৬ হিঃ/১৯৯৬ ইং), পৃঃ ৪৫৮।

৫. The Life and works of Ibn Hajar Al-Asqalani, p. 119.

৬. ডঃ উজাজ আল-খাতীব, লামাহাত ফিল মাকতাবাহ ওয়াল বাহ্ছ ওয়াল মাছাদির (বৈরুতঃ মুওয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, অষ্টম প্রকাশঃ ১৪০৩ হিঃ/১৯৮৩ খৃঃ), পৃঃ ১৯৬।

৭. ডঃ মুহাম্মাদ বিন মাতার আয-যাহরানী, তাদবীনুস সুন্নাহ আন-নাবাবিইয়া নাশআতিহি ওয়া তাতাওউরিহি (ত্বায়েফঃ মাক তাবাতুছ ছিদ্দীক, ১৪১২ হিঃ), পৃঃ ২১৫।

৮. মুহাম্মাদ আবদুল আযীয আল-খাওলী, মিফতাহুস সুন্নাহ, অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মাদ শফিকুল্লাহ, হাদীছ শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত (রাজশাহীঃ আল-মাকতাবাতুশ শাফিয়া ২০০১), পৃঃ ১১৯।

"The Traditions are related to canonical laws and regulations a Muslim has to observe in his every day life. This explains why no hadith relating to Tafsir, Aqaid, the Day of Resurrection, virtues of the companions of the Prophet etc. has been recorded in it".[৯]

মোদ্দাকথা, ইহাতে প্রধানত শরী'আতের হুকুম-আহকাম সংক্রান্ত হাদীছগুলিই নির্বাচিত হয়েছে। ফিক্বহের গ্রন্থগুলিতে যেমন অপবিত্রতা হ'তে পবিত্রতা অর্জন, ওযূ, গোসল, তায়াম্মুম, ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত, বিবাহ, তালাক্ব, পানাহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি দৈনন্দিন পালনীয় এবং অত্যাবশ্যক জ্ঞাতব্য বিষয়ে হুকুম-আহকাম সন্নিবেশিত থাকে, তেমনই এই গ্রন্থেও সেসব বিষয় সাজানো হয়েছে। তবে মৌলিক পার্থক্য এই যে, ফিক্বহের গ্রন্থে শুধু হুকুম-আহকামের বিবরণ থাকে, দলীল-প্রমাণ থাকে না। কিন্তু এই গ্রন্থে রয়েছে হাদীছের দলীল। এই হাদীছ হতেই স্বতঃসিদ্ধভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দলীলভিত্তিক হুকুম-আহকাম বের করা সহজ-সাধ্য হয়ে উঠে। মনে হয় যে হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) আহকামে শরী'আতের ব্যাপারে তদানীন্তন মুসলিম সমাজকে ফিক্বহের প্রতি অতিনির্ভরশীলতার কবল হ'তে মুক্ত করে হাদীছ নির্ভর রূপে গড়ে তোলার জন্যই এই গ্রন্থখানা সংকলন করেছিলেন।[১০] এ প্রসঙ্গে ডঃ আফতাব আহমাদ রহমানীর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন-

"The Bulugh al-maram, an extremely useful handbook of sunna was compiled by the author with a view to providing answer based on authentic and unambiguous traditions to problems of fiqh".[১১]

বুলূগুল মারামে ব্যবহৃত পরিভাষাঃ

'বুলূগুল মারামে' হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী হাদীছের বরাত বা সূত্র উল্লেখে এক অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। যা হাদীছের অন্যান্য গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয় না। এজন্য সংকলক গ্রন্থের ভূমিকায় এই পদ্ধতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন-

وقد بينت عقب كل حديث من اخرجه من الائمة لارادة نصح الامة- فالمراد بالسبعة احمد والبخارى ومسلم وابو داود والنسائى والترمذى وابن ماجة وبالستة من عدا احمد وبالخمسة من عدا البخارى ومسلما وقد اقول الاربعة واحمد وبالاربعة من عدا الثلاثة الاول وبالثلاثة من عداهم والاخير وبالمتفق البخارى ومسلم وقد لا اذكرمعهما غيرهما وما عدا ذلك فهومبين-

অর্থাৎ আমি উম্মতের কল্যাণার্থে প্রত্যেকটি হাদীছ বর্ণনার পরই উহার সংকলক ইমামগণের নাম উল্লেখ করেছি। যেখানে আমি বলেছি এর সংকলনকারী-

৭ জনঃ এর অর্থ হবে- আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবূদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ।

৬ জনঃ এর অর্থ হবে- আহমাদ ব্যতীত বাকী ৬ জন অর্থাৎ বুখারী, মুসলিম, আবূদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ।

৫ জনঃ এর অর্থ হবে- বুখারী ও মুসলিম ব্যতীত বাকী ৫ জন অর্থাৎ আহমাদ, আবূদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ।

৪ জনঃ এর অর্থ হবে- আবূদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ।

৩ জনঃ এর অর্থ হবে- আবূদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ।

আর 'মুত্তাফাক্ব আলাইহ- এর অর্থ হবে বুখারী, মুসলিম। আমি এই দু'জনের সঙ্গে অন্য কারো নাম উল্লেখ করব না। এছাড়া যা রয়েছে তা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।[১২]

বৈশিষ্ট্যাবলীঃ

১. এ গ্রন্থে সংকলিত হাদীছগুলি সনদ থেকে মুক্ত।

২. সংকলিত হাদীছগুলি সনদবিহীনভাবে সংকলন করা হ'লেও বর্ণনাকারী ছাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. এই গ্রন্থে সংকলিত প্রত্যেকটি হাদীছের বরাত অর্থাৎ হাদীছের কোন্ কোন্ মূল গ্রন্থ হ'তে সংকলিত হয়েছে হাদীছ বর্ণনার শেষে তার প্রত্যেকটির নাম উল্লেখিত হয়েছে।[১৩]

যেমন-

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ- اَخْرَجَهُ الْاَرْبَعَةُ وَابْنُ شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ وَصَحَّحَهُ إِبْنُ خُزَيْمَةَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِىُّ وَاَحْمَدُ-

অনুবাদঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি

৯. *The Life and works of Ibn Hajar Al-Asqalani, p. 119.*
১০. বঙ্গানুবাদ বুলূগুল মারাম, অনুবাদঃ মাওলানা আহমাদুল্লাহ রহমানী ও মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান (ঢাকাঃ আল-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউজ, প্রথম সংস্করণঃ ১৯৮৯ ইং), পৃঃ ট।
১১. *The Life and works of Ibn Hajar Al-Asqalani, p. 119.*
১২. বুলূগুল মারাম, পৃঃ ২ (ভূমিকা)।
১৩. *The Life and works of Ibn Hajar Al-Asqalani, p. 119.*

বলেন যে, সমুদ্রের পানির হুকুম সম্বন্ধে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং উহার মৃত জন্তু হালাল। আবূদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ ও ইবনু শায়বাহ। শব্দগুলি ইবনু শায়বার। ইবনু খুযায়মা এবং তিরমিযী এ হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। ইমাম মালেক, শাফেঈ এবং আহমাদও এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[১৪]

উল্লেখিত হাদীছটি লক্ষ্য করুন! এতে সনদ নেই। তবে রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণনাকারী ছাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর নাম উল্লেখ আছে। তাছাড়া হাদীছটি হাদীছের কোন্ কোন্ মূল গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে, সে সমস্ত গ্রন্থের সংকলকবৃন্দের নামও উল্লেখ আছে।

৪. সংকলিত হাদীছটিকে কোন্ কোন্ মুহাদ্দিছ ছহীহ, হাসান, যঈফ ইত্যাদি বলেছেন, তাদের নাম উল্লেখিত হয়েছে।[১৫] যেমন উপরে উল্লেখিত হাদীছটিকে ইবনে খুযায়মা ও তিরমিযী ছহীহ বলেছেন।

৫. যে সব হাদীছ একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে উহার প্রত্যেকটি অথবা অধিকাংশ সূত্রের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, অমুক সূত্রে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ আর অমুক সূত্রে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ বা অন্য দোষে ত্রুটিযুক্ত।[১৬]

৬. সংকলিত হাদীছের সনদ বা দোষ-ত্রুটি সংক্ষিপ্ত, সহজবোধ্য অথচ সারগর্ভ শব্দে উল্লেখ করেছেন। যেমন- হাদীছটির সনদ বিশুদ্ধ (اسناده صحيح), হাদীছটির সনদ দুর্বল (اسناده ضعيف), হাদীছটির সনদে দুর্বলতা রয়েছে (فيه ضعف), হাদীছটি ত্রুটিযুক্ত (هو معلول), হাদীছটির সনদে একজন অজ্ঞাত রাবী রয়েছে (فيه راو مجهول), হাদীছটির সনদ হাসান (اسناده حسن) হাদীছটির সনদ বাজে (اسناده واه), হাদীছটির বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য (رواته ثقات/موثقون) হাদীছটির সনদ শক্তিশালী (اسناده قوى), হাদীছটির সনদ বিচ্ছিন্ন (سنده منقطع), হাদীছটির রাবী বিতর্কিত (فيه مقال) ইত্যাদি।

৭. এ গ্রন্থে আহকাম বা শারঈ বিধি-বিধান সংক্রান্ত হাদীছগুলি সংকলন করা হয়েছে।[১৭] তবে গ্রন্থের শেষে 'কিতাবুল জামে' সংযোজন করে সংকলক পাঠকদেরকে উত্তম চরিত্রে বিভূষিত হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন।

৮. অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংকলক এ গ্রন্থে সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীছ সংকলন করেছেন।

৯. এ গ্রন্থের হাদীছগুলিকে ফিক্বহের ধারায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যাতে মুখস্থকারী বা বর্ণনাকারীর জন্য এ গ্রন্থ থেকে হাদীছ গ্রহণ করা এবং আলোচনা করা সহজসাধ্য হয়।

১০. চার মাযহাব ও অন্যান্য মাযহাবের দলীল পরিবেশন করতঃ হাদীছ ছহীহ ও হাসান নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট মাযহাবের প্রতি অন্ধভক্তির আতিশয্য প্রদর্শন করেননি।[১৮] এক্ষেত্রে তাঁকে আমরা নিরপেক্ষ সংকলক হিসাবেই দেখতে পাই।

১১. এ গ্রন্থে অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘ হাদীছের শুধু অধ্যায় বা পরিচ্ছেদের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশ উল্লেখ করেছেন, বাকী যে অংশটি সংশ্লিষ্ট অধ্যায় বা পরিচ্ছেদের সাথে সম্পর্কহীন তা বাদ দিয়েছেন। যেমন-

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ- فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ- وَفِيْهِ: وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، حَتّٰى لاَتَعْلَمَ شِمَالُهُ مَاتُنْفِقُ يَمِيْنُهُ-

অনুবাদঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, তিনি (নবী ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা সাত প্রকার ব্যক্তিকে তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দিবেন এমন দিবসে যে দিবসে তাঁর (অর্থাৎ তাঁর আরশের) ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়াই থাকবে না'। আবু হুরায়রা (রাঃ) পূর্ণ হাদীছটি বর্ণনা করেন। উহার মধ্যে এ কথাটিও রয়েছে, 'আল্লাহ্র আরশের ছায়ায় আশ্রয় প্রাপ্তদের মধ্যে থাকবে ঐ ব্যক্তি যে এমন গোপনীয়তার সঙ্গে দান-খয়রাত করে যে, তার ডান হাত যা দান করে তার বাম হাত তা টেরও পায় না'।[১৯]

উপরের হাদীছটি লক্ষ্য করলে বুঝা যাচ্ছে যে, আরশের নীচে কিয়ামতের দিন যে সাতজন ব্যক্তিকে আশ্রয় প্রদান করা হবে সে সাত জনের বর্ণনা পূর্ণ উল্লেখ না করে গ্রন্থকার শুধু নফল দানের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশটুকু উল্লেখ করেছেন।

১২. দীর্ঘ হাদীছের প্রয়োজনীয় অংশ উল্লেখের ক্ষেত্রে সংকলক কখনও কখনও সংশ্লিষ্ট অংশ উল্লেখ করে

---

১৪. বুলূগুল মারাম, পৃঃ ২ 'পবিত্রতা অর্জন' অধ্যায়, 'পানির বিবরণ' অনুচ্ছেদ।
১৫. নবাব ছিদ্দীক হাসান খান, আর-রাওয আল-বাসসাম মিন তারজামাতে বুলূগুল মারাম ও তারজামাতু মুওয়াল্লিফুল ইমাম (দেওবন্দঃ আশরাফী বুক ডিপো, তাবি), পৃঃ ১।
১৬. The Life and works of Ibn Hajar Al-Asqalani, p. 119.
১৭. ডঃ আকরাম যিয়া আল-উমরী, বুহূছ ফী তারীখিস সুন্নাহ আল-মুশাররফাহ (মদীনা মুনাউওয়ারাহঃ মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, চতুর্থ প্রকাশঃ ১৪০৫ হিঃ/১৯৮৪ খৃঃ), পৃঃ ২৫৫।

১৮. আর-রাওয আল-বাসসাম, পৃঃ ১-২।
১৯. মুত্তাফাক আলাইহ, বুলূগুল মারাম, পৃঃ ৪৪।

الحديث বলে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, এটি দীর্ঘ হাদীছের অংশ বিশেষ। যেমন-

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِى الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ- الحديث

অনুবাদঃ হযরত মালিক ইবনে হুওয়াইরিছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন ছালাতের সময় উপস্থিত হয়ে যায়, তখন তোমাদের (অবগতির) জন্য তোমাদের মধ্যে একজন যেন আযান দেয়'। -আল-হাদীছ (ইহা দীর্ঘ হাদীছের অংশ বিশেষ)।[২০]

১৩. আবার কখনও তিনি পরিচ্ছেদের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীছের অংশ বিশেষ উল্লেখ করে এমন শব্দ প্রয়োগ করেছেন যা দ্বারা অনায়াসেই বুঝা যায় যে, ইহা দীর্ঘ হাদীছের অংশ বিশেষ। যেমন-

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ الله تعالى عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّؤُوْا مِنْ مَزَادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ- متفق عليه فى حديث طويل-

অনুবাদঃ হযরত ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (ছাঃ) এবং তাঁর ছাহাবাগণ জনৈক মুশরেকা স্ত্রীলোকের একটি মশকের পানি দ্বারা ওযূ করেছিলেন। ইহা বুখারী ও মুসলিমের একটি সুদীর্ঘ হাদীছের অংশ বিশেষ।[২১]

১৪. কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংকলিত হাদীছের কোন জটিল শব্দের অর্থ নির্দেশ করেছেন। যেমন-

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِى الله تعالى عنه قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلِّىَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا- متفق عليه واللفظ لمسلم-

অনুবাদঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোন ব্যক্তিকে 'মুখতাছির' অবস্থায় ছালাত আদায় করতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)। শব্দগুলি মুসলিমের।[২২] আলোচ্য হাদীছে مختصرا শব্দটি জটিল বিধায় সংকলক উক্ত হাদীছ সংকলনের পর উহার অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ومعناه: أن يجعل يده على خاصرته অর্থাৎ উহার অর্থ হচ্ছে কোন ব্যক্তির নিজের হাত তার কোমরে রাখা।[২৩]

১৫. এ গ্রন্থে হাতে গোণা কিছু হাদীছ ব্যতীত দ্বিরুক্তি (Repetition) নেই বললেই চলে।[২৪]

ভাষ্যগ্রন্থঃ

'বূলূগুল মারাম'-এর গুরুত্ব ও মর্যাদা বিবেচনা করতঃ অনেক মনীষী এর ভাষ্য বা ব্যাখ্যা রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকজন বাখ্যাকার ও তাদের ভাষ্য গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হ'লঃ-

১. কাযী শারফুদ্দীন হুসাইন বিন মুহাম্মাদ মাগরেবী ছান'আনী রচিত আল-বাদরুত তামাম (البدر التمام)। এটি অত্যন্ত বিস্তৃত ভাষ্যগ্রন্থ।[২৫]

২. মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ছালাহ আল-আমীর আল-কাহলানী আছ-ছান'আনী রচিত সুবুলুস সালাম (سبل السلام)। এটি কাযী শারফুদ্দীন রচিত البدر التمام ভাষ্যের সংক্ষিপ্ত রূপ।[২৬] তবে এটি সংক্ষিপ্ত হ'লেও অতি মূল্যবান ভাষ্যগ্রন্থ। গ্রন্থকার এতে সত্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন তা অপর মাযহাবের বিরোধিতার ক্ষেত্রে হোক বা কোনটির পক্ষাবলম্বনে হোক। মিসরে এটি ৪ খণ্ডে উত্তম মুদ্রণে মুদ্রিত হয়েছে।[২৭]

৩. নবাব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী কর্তৃক ফারসী ভাষায় রচিত মিসকুল খিতাম (مسك الختام)। এটি অনেকবার মুদ্রিত হয়েছে।

৪. নবাব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালীর ছেলে মাওলানা নূরুল হাসান রচিত ফাতহুল আল্লাম (فتح العلام)।

৫. আল্লামা মুহাম্মাদ আবেদ সিন্ধী রচিত শরহে বুলুগুল মারাম। কিন্তু তিনি এটি সমাপ্ত করে যেতে পারেননি।[২৮]

৬. আর-রাহীকুল মাখতূম প্রণেতা শায়খ ছফিউর রহমান মুবারকপুরী রচিত ইতহাফুল কেরাম (اتحاف الكرام)। এটি সংক্ষিপ্ত হ'লেও অত্যন্ত মূল্যবান ভাষ্যগ্রন্থ। এ গ্রন্থের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, ভাষ্যকার বাহ্যিক দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী হাদীছের অত্যন্ত সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য

---

২০. *বুখারী, মুসলিম, আবূদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, আহমাদ; বূলূগুল মারাম, পৃঃ ১৫।*
২১. *বূলূগুল মারাম, পৃঃ ৩-৪।* ২২. *ঐ, পৃঃ ১৭।*
২৩. *ঐ।*
২৪. *আর-রাওয আল-বাসসাম, পৃঃ ২।*
২৫. *মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ গাংগুহী, আহওয়ালুল মুছান্নিফীন (দেওবন্দঃ হানীফ বুক ডিপো, তাবি), পৃঃ ২৪৮।*
২৬. *লামাহাত ফিল মাকতাবাহ ওয়াল বাহ্‌ছ ওয়াল মাছাদির, পৃঃ ১৯৭।*
২৭. *হাদীস শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত, পৃঃ ১২০।*
২৮. *আহওয়ালুল মুছান্নিফীন, পৃঃ ২৪৮-৪৯।*

সমাধান পেশ করেছেন। ৪৮০ পৃষ্ঠা ব্যাপী এ ভাষ্যটি দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে। প্রকাশ করে জামঈইয়াতু এহইয়াইত তুরাছ আল-ইসলামী, কুয়েত।

উপসংহারঃ

পরিশেষে বলা যায়, একজন মুসলমানের প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মীয় বিধি-বিধান সংক্রান্ত হাদীছের এক অনবদ্য সংকলন 'বুলূগুল মারাম'। গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ ও উপাদেয়। এ গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করে দামেশক বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী'আহ অনুষদের হাদীছ ও উলূমুল হাদীছ বিভাগের প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ উজাজ আল-খাত্বীব বলেন, والكتاب جيد جامع، رتبه على الابواب অর্থাৎ কিতাবটি সুন্দর ও সারগর্ভ। সংকলক গ্রন্থটিকে বাব ভিত্তিক বিন্যস্ত করেছেন।[২৯] আহকাম বা ধর্মীয় বিধি-বিধান সংক্রান্ত বিষয়কে উপজীব্য করে আরো অনেক মুহাদ্দিছ গ্রন্থ সংকলন করেছেন। তন্মধ্যে ইবনু দাকীকুল ঈদ (রহঃ)-এর 'আল-ইলমাম ফী আহাদীছিল আহকাম' (الإلمام فى أحاديث الأحكام), ইবনু শাদ্দাদ আল-হালবী (রহঃ)-এর 'দালায়িলুল আহকাম মিন আহাদীছিন নাবিইয়ে (ছাঃ) (دلائل الأحكام من أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم) হাফেয ইবনু তাইমিয়া (রহঃ)-এর 'মুনতাকাল আখবার ফিল আহকাম' (منتقى الأخبار فى الأحكام), ইমাম বায়হাকী (রহঃ)-এর 'আস-সুনানুল কুবরা (السنن الكبرى), হাফেয আবদুল গণী মাকদেসী (রহঃ)-এর 'উমদাতুল আহকাম' (عمدة الأحكام), হাফেয ইশবীলী (রহঃ)-এর 'আল-আহকামুছ ছুগরা (الأحكام الصغرى) 'আল-আহকামুল উসতা' (الأحكام الوسطى) 'আল-আহকামুল কুবরা' (الأحكام الكبرى), ইযয বিন আবদুস সালাম-এর 'আল-ইলমাম ফী বায়ানে আদিল্লাতিল আহকাম' (الإلمام فى بيان ادلة الاحكام), ইবনে কুদামা-এর 'আল-মুহাররার ফী আহাদীছিল আহকাম' (المحرر فى احاديث الأحكام) উল্লেখযোগ্য।[৩০] কিন্তু এক্ষেত্রে হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) সংকলিত 'বুলূগুল মারাম'-ই বেশী সফলকাম হয়েছে।[৩১]

২৯. *লামাহাত ফিল মাকতাবাহ ওয়াল বাহ্ছ ওয়াল মাছাদির, পৃঃ ১৯৬।*
৩০. *হাদীস শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত, পৃঃ ১১৮-১২৩।*
৩১. *The Life and works of Ibn Hajar Al-Asqalani, p. 120.*

বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজে নারীঃ একটি সমীক্ষা

*হাফেয মাসঊদ আহমাদ**

(৩য় কিস্তি)

ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রে নারী

মানব ইতিহাসের এমনি এক তমসাচ্ছন্ন সময়ে মানবতা যখন অন্ধকারের বন্দীখাঁচায় হাতড়ে ফিরছিল, ঠিক তখনই বিশ্বশান্তি ও মুক্তির সার্বজনীন ধর্ম ইসলাম নারীর মর্যাদা ও অধিকারের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে। বর্ণ, ভাষা, ভৌগলিক সীমারেখা, সাদা-কালোর দ্বন্দ্ব, আরব, অনারব ইত্যাদির বাহ্যিক, আত্মিক প্রতিবন্ধকতা বিদূরীত করে সাম্য-মৈত্রী ও সুমহান শান্তির ঘোষণা করেছে ইসলাম। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে নারীর অধিকার, সাম্য, মর্যাদা সম্বন্ধে যে সুমহান বার্তা ঘোষিত হয়েছে, তা শিরোনামের আলোকে উপস্থাপন করতে প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

নারী-পুরুষের সাম্যঃ

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম ও জড়বাদী সভ্যতা নারী জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করে পাপ ও অপবিত্রতার যে কলঙ্ক লেপন করেছে, ইসলাম এক প্রচণ্ড আঘাতে তা মোচন করে দিয়েছে। ইসলাম ঘোষণা করে, নারী-পুরুষ একই উৎস হ'তে উদ্ভূত। নারী-পুরুষের সাম্য ঘোষণা করে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَكُمْ –

'হে মানব জাতি! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ এবং এক নারী হ'তে সৃষ্টি করেছি। পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হ'তে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহ তা'আলার নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক মুত্তাক্বী' *(হুজুরাত ১৩)*।

জন্মগতভাবে নারীর চেয়ে পুরুষকে আলাদা মর্যাদা দেওয়া হয়নি; বরং কর্মের মাধ্যমেই নারী-পুরুষ আল্লাহ কর্তৃক শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'মুমিন নর ও নারী একে অপরের বন্ধু। তারা ভাল কাজের নির্দেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। তারা ছালাত ক্বায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আনুগত্য করে

* গ্রামঃ দমদমা, পোঃ পানানগর, পুঠিয়া, রাজশাহী।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। এদের উপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রবল প্রতাপশালী, প্রজ্ঞাময়' *(তওবা ৭১)*।

নারী-পুরুষ একে অপরের সম্পূরক। যে যতটুকু ভাল কাজ করবে, সে ততটুকুই প্রতিদান পাবে। এ ব্যাপারে কোন হেরফের করা হবে না। এরশাদ হচ্ছে, 'আমি তোমাদের কোন ভাল কর্মই বিফল করি না। তা পুরুষের কিংবা মহিলার যারই হোক না কেন। তোমরা পরস্পর সমান'। *(আলে ইমরান ১৯৫)*।

নারী-পুরুষের সাম্য ও মর্যাদার অভিন্নতা সম্পর্কে প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলেন, আরবের উপর অনারবের, সাদার উপর কালো, পুরুষের উপর নারীর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কেবল মুত্তাক্বী লোকদের জন্য আল্লাহ্র নিকট অধিক মর্যাদা রয়েছে'।[৫৯]

নারী-পুরুষের সাম্য এবং কর্মের প্রতিফল ঘোষণা করে আল্লাহ পাক বলেন, 'যে নেক কাজ করে সে মুমিন, হৌক সে পুরুষ কিংবা নারী, আমি তাকে অবশ্যই দান করব এক পবিত্র শান্তিময় জীবন এবং তারা যা করত তার বিনিময়ে তাদেরকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব' *(নাহল ৯৭)*।

এটাও অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, ইসলামের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই সাম্য বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আরববাসী দীর্ঘকাল ধরে সমতার এই নীতি অস্বীকার করে আসছিল বলে তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করত 'আপনি কিরূপে বলতে পারেন যে, আমাদের নারী ও দাস-দাসীগণ আমাদের মর্যাদাসম্পন্ন?'।[৬০]

পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতায় নারী কোনকিছু উপার্জন করলে সে তার অধিকারী হ'তে পারত না, স্বামী কিংবা আত্মীয়ের অধিকারে চলে যেত। এ ব্যাপারে প্রতিবাদ ঘোষণা করে আল্লাহ বলেন,

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ،

'পুরুষ যা অর্জন করে, তা তার প্রাপ্যাংশ এবং নারী যা উপার্জন করে, তা তার প্রাপ্যাংশ' *(নিসা ৩২)*।

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীছের আলোকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, সমতা, অধিকার ও মর্যাদার দিক দিয়ে পুরুষকে একচ্ছত্রভাবে মর্যাদা দেয়া হয়নি; বরং নারী-পুরুষ উভয়কে সমান মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে।

উম্মে সালমা (রাঃ) একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট প্রশ্ন করেন, পবিত্র কুরআনে কেন শুধু পুরুষকে সম্বোধন করা হয়েছে? অথচ মহিলাকে সম্বোধন করা হয়নি? এর প্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ সমতা, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক গুণাবলীর পুরুষ-মহিলাকে সম্বোধন করে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগতা নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদিনী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীলা নারী, বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, ছিয়াম পালনকারী পুরুষ ও ছিয়াম পালনকারিণী নারী, স্বীয় লজ্জাস্থান হেফাযতকারী পুরুষ ও স্বীয় লজ্জাস্থান হেফাযতকারিণী নারী এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণকানী পুরুষ ও আল্লাহ্কে অধিক স্মরণকারী নারী-এদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরুষ্কার' *(আহযাব ৩৫)*।

এই আয়াতের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা লায়লা আহমাদ বলেন,

"Balancing virtues and ethical qualities, as well as concomitant rewards, in one sex with the precisely identical virtues and qualities in the other, the passage makes a clear statement about the absolute identy of the human moral condition and the common and identical spiritual and moral obligations placed on all individuals regardless of sex."[৬১]

অন্যায়ভাবে কাউকে অত্যাচার করা, হত্যা করে জীবন নাশ করার ক্ষেত্রেও নারীর সম-অধিকার রয়েছে। কেউ নারীকে হত্যা করলে বিনিময়ে সেও পুরুষকে হত্যা করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের জন্য নিহতদের ব্যাপারে ক্বিছাছের বিধান দেয়া হ'ল, স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং নারীর বদলে নারী' *(বাক্বারাহ ১৭৮)*।

মা হিসাবে নারীঃ

ইসলাম মা হিসাবে নারীকে যে সুমহান মর্যাদা দিয়েছে, পৃথিবীর কোন ধর্ম বা সমাজের সাথে তার তুলনাই চলে না। মা-কে মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রে সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব হিসাবে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে। কারণ তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে বড় কষ্টের সাথে এবং তাকে প্রসব করেছে অতি কষ্টের সাথে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে এবং প্রসবান্তে দুধ ছাড়াতে ত্রিশ মাস লেগেছে' *(আহক্বাফ ১৫)*।

আল্লাহ অন্যত্র এরশাদ করেন,

---

৫৯. মুসনাদে আহমাদ (কায়রো ১৯৩০), ৬/৪১১ পৃঃ।

৬০. Alfred Guillaume, The Life of Muhammad (Oxford University Press, 1955) P. 199.

৬১. Ahmed, Leik, Women and Gender in Islam, P. 64-65; গৃহীতঃ প্রবন্ধঃ ইসলামে নারী, সাপ্তাহিক আরাফাত, নভেম্বর, '৯৯ই, পৃঃ ৩৭।

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ج حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهُ فِيْ عَامَيْنِ،

'আমি মানুষকে তার মাতা-পিতা সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছি তাদের সাথে সদাচরণ করতে। তার মাতা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে আর দুধ ছাড়াতে লেগেছে পূর্ণ দু'বছর' *(লুক্বমান ১৪)*।

সন্তানের নিকট পিতার চেয়ে মাতার মর্যাদাই বেশি। যা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে ব্যাপকভাবে বর্ণিত হয়েছে। মু'আবিয়া ইবনে জাহিম (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'আমার পিতা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি জিহাদে যেতে চাই। আপনার পরামর্শ নেয়ার জন্য হাযির হয়েছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মা আছেন? তিনি বলল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উত্তর দিলেন, তাহ'লে তুমি তাঁর খেদমতে রত থাক, তোমার জান্নাত তাঁর পায়ের নিকটে'।[৬২]

সদ্ব্যবহার পাবার ক্ষেত্রে পিতার চেয়েও মাতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এই মর্মে আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'একদিন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার সাহচর্যে কোন ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, তারপর কে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার মা। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার মা। লোকটি আবারও বলল, তারপর কে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার পিতা'।[৬৩]

যদি পিতা-মাতা সন্তানকে আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থাপন করতে বলে, তাহ'লে তাদের কথা অনুসরণ করা যাবে না। কিন্তু সদ্ব্যবহার অবশ্যই করতে হবে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, وَقَضٰى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا– 'তোমার পালনকর্তা ফায়ছালা করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না, এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে'। *(বনী ইসরাঈল ২৩)*।

আবূবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ)-এর কন্যা আসমা (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে মুশরিক অবস্থায় আমার মা আমার কাছে আসেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এ ব্যাপারে ফৎওয়া চেয়ে বললাম, আমার মা আমার কাছে এসেছেন। তিনি এখনও ইসলাম সম্পর্কে অমনযোগী। আমি কি তাঁর সাথে ভাল ব্যবহার করব? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ, তোমার মা'র সঙ্গে তুমি ভাল ব্যবহার কর'।[৬৪] এই হাদীছ দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট হয় যে, সদ্ব্যবহার পাবার জন্য মাতার মুসলমান হওয়া শর্ত নয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সবচেয়ে বড় পাপ তিনটিঃ (১) আল্লাহ্র সাথে শিরক করা (২) পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া ও (৩) মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া বা মিথ্যা মামলা করা'।[৬৫] আবুদারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে নয়টি বিষয়ে অছিয়ত করেছেন। তন্মধ্যে চতুর্থটি হচ্ছে, 'তোমার মাতা-পিতার আনুগত্য কর। যদি তাঁরা তোমাকে তোমার দুনিয়ার (যাবতীয় কাজ) থেকে বের হয়ে যেতে বলে, তবে তাঁদের নির্দেশ পালনার্থে তাই করবে'। হাদীছটি ইমাম বুখারী (রহঃ) তদীয় কিতাব 'আল-আদাবুল মুফরাদ'-এ শাহর বিন হাওশাবের মধ্যস্থতায় দারদার মাতার বরাতে তার পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। শায়খ আহমাদ গুমারী বলেন, হাদীছটি হাসান।[৬৬]

স্ত্রী হিসাবে নারীঃ

ইসলাম স্ত্রীকে সুখ-শান্তি, সীমাহীন আনন্দ, ভালোবাসা, পুষ্পের সৌন্দর্য, মনোহর-স্নিগ্ধ-অমিয়া-বৃষ্টি ইত্যাদি সুন্দর গুণাবলীতে আখ্যায়িত করেছে। এই মর্মে প্রিয়নবী (ছাঃ) প্রীতি মুগ্ধ কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন।-

الدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ–

'সমগ্র দুনিয়াই একটি সম্পদ, আর তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হ'ল নেক্কার স্ত্রী'।[৬৭]

স্ত্রীদের প্রতি সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়ে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, 'তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে সৎভাবে জীবন যাপন কর' *(নিসা ১৯)*। আল্লাহপাক অন্যত্র এরশাদ করেন, 'তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হ'তে তোমাদের সঙ্গিণী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি-ভালোবাসা ও দয়া সৃজন করেছেন' *(রূম ২১)*।

জাহেলী যুগে স্বামী তার স্ত্রীকে আটকিয়ে রেখে কৌশলে নিজের দেওয়া সম্পদ হরণ করে নিয়ে যেত। এর প্রতিবাদ জানিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! জোব-জবরদস্তিমূলক তোমরা স্ত্রীদেরকে আটকে রাখবে না

---

৬২. *নিযাম মুহাম্মাদ সালিহ ইয়াকূবী, অনুবাদঃ হাফেজ মাওলানা হুসাইন বিন সোহরাব, মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহারের ফযীলত (ঢাকাঃ আল-মাদানী হুসাইনী প্রকাশনী, দ্বিতীয় প্রকাশঃ ১৪১৮ হি/১৯৯৮ ইং) পৃঃ ২৯।*

৬৩. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৯২।*

৬৪. *বুখারী, মুসলিম, আবূদাঊদ, বায়হাক্বী, মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহারের ফযীলত, পৃঃ ১৫।*

৬৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫০ 'মুনাফিকের আলামত ও কবীরা গুনাহ সমূহ' অনুচ্ছেদ।*

৬৬. *মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহারের ফযীলত, পৃঃ ১৬-১৭।*

৬৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮৩।*

জনমত কলাম

ইরাকের উপর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের সামরিক উদ্যোগ গ্রহণের মনোভাবের প্রেক্ষিতে

বিশ্বের শান্তিকামী জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা যদি নিরপেক্ষভাবে বিশ্বে অশান্তির মূল হোতা কোন্ রাষ্ট্র এই মূল্যায়ন করেন, তাহ'লে আমি মনে করি, সকলেই একবাক্যে বলবেন, যুক্তরাষ্ট্রই বিশ্ব অশান্তির মূল হোতা। যুক্তরাষ্ট্রের কার্য-কলাপে এ যাবৎ কোন রাষ্ট্র প্রতিবাদ করেনি বলেই সে অবাধে তার অশুভ কার্যক্রম চালিয়ে গেছে। কিন্তু ইদানিং সে ইরাকের উপর তার অশুভ কার্যক্রম চালানোর মনোভাব ব্যক্ত করায় বিভিন্ন দেশ প্রতিবাদ করছে। তাই সে তড়িৎ সামরিক পদক্ষেপ নিতে পারছে না। কিন্তু সে যেন আক্রোশে স্থির থাকতে পারছে না। সে অভিযান চালানোর অজুহাত খুঁজছে। অজুহাত না মিললে তার যেন বড় রকমের ক্ষতি হবে এবং ফলে তার শান্তি বিঘ্নিত হবে। এরূপই তার কথাবার্তায় প্রকাশ পাচ্ছে।

১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ এ তাদের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগন ধ্বংসের পিছনে সত্যিকার কার হাত ছিল, আজও তা প্রমাণিত হয়নি। অথচ বুশ প্রশাসন এককভাবে ওসামা বিন লাদেনকে দায়ী করে তার আশ্রয়দাতা তৎকালীন আফগানিস্তানের ক্ষমতাসীন তালেবান সরকারের উপর ওসামাকে তাদের হাতে সমর্পণের জোর দাবী জানাল। জবাবে তালেবানরা বললেন, প্রমাণ সাপেক্ষে তারা ওসামাকে সরাসরি তাদের হাতে সোপর্দ না করে কোন এক মুসলিম দেশের হাতে তুলে দিবেন। বিচারে ওসামার যা হবার হবে। তালেবানদের বক্তব্য যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত ছিল। কিন্তু এতে যেন প্রেসিডেন্ট বুশের আত্মসম্মানে ঘা লাগল। তাই সে ওসামা ও মোল্লা ওমরকে টার্গেট করে আফগানিস্তানে দীর্ঘদিন ধরে অজস্র বোমা বর্ষণের মাধ্যমে দেশটিকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে দিল। কিন্তু তার টার্গেট অর্জিত হয়নি। শুনা যাচ্ছে, ওসামা ও মোল্লা ওমর উভয়েই জীবিত আছেন। কিন্তু এদিকে তার বিপুল আর্থিক ক্ষতি ও সামরিক শক্তি কিছুটা বিনষ্ট হয়েছে। একথা সে স্বীকার না করলেও বিশ্বের জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা তা অনুভব করেছেন।

আফগানিস্তান ধ্বংসের পর মার্কিন প্রশাসন ইরাকী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসাইনকে উৎখাতের জোর তৎপরতা চালাচ্ছে। এবার কিন্তু বিশ্ব বিবেক নীরব নেই। বিভিন্ন দেশ ইরাকের উপরে সামরিক হামলার প্রতিবাদ জানাচ্ছে। যে দু'টি কারণে বুশ সাদ্দামকে উৎখাত করতে চাচ্ছে, সে দোষে তারাই অনেক আগে থেকে দোষী। দোষগুলি হচ্ছেঃ (১) সাদ্দাম মারণাস্ত্র তৈরী করছে (২) তিনি দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতা দখল করে আছেন। অথচ বিশ্বের কোন দেশের হাতেই যুক্তরাষ্ট্রের মত এত শক্তিশালী ও সংখ্যায় বেশি অস্ত্র নেই। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান এড়িয়ে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট পরপর নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। এই ভাল মানুষটি সবচেয়ে মারাত্মক অশুভ কাজ করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে তার নির্দেশে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে এ্যাটমবোমা নিক্ষেপের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল।

তাদের হাতে অজস্র শক্তিশালী মারণাস্ত্র থাকবে, আর বিশ্বের অন্য কোন দেশের হাতে থাকা চলবে না কিংবা তৈরী করতে পারবে না, এটা কেমন ধরণের গণতান্ত্রিক মনোভাব, বুঝা মুশকিল। সম্ভবতঃ ইসরাঈলের হাতেও এ্যাটম বোমা রয়েছে। অথচ সেদিকে তাদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই।

তাদের দেশে সামরিক তৎপরতা চালানোর বিরাট অন্তরায় হিসাবে পূর্বে এবং পশ্চিমে সুবিশাল আটলান্টিক মহাসাগর ও সর্ববৃহৎ প্রশান্ত মহাসাগরের অবস্থান। তা সত্ত্বেও তাদের নিরাপত্তার মূলে চরম কুঠারাঘাত করে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়েছে। এটা খুব সম্ভব সংঘটিত করানো হয়েছে, তাদের বিবেককে সচেতন করার জন্যে। কিন্তু ফল হয়েছে উল্টো। তারা অহেতুক ওসামাকে অভিযুক্ত করে আফগানিস্তানকে ধ্বংস করেছে।

মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সাং- সন্ন্যাস বাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

এম, এস মানি চেঞ্জার
বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত
বিদেশী মুদ্রা, ডলার, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ
ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়াল ইত্যাদি ক্রয়
বিক্রয় করা হয়। ডল নগদ টাকায়
ক্রয় করা হয় ও পা
করা হয়।
এম, এ
সাহেব বাজার,
(সিনথিয়া
ফোনঃ ৭

শবেবরাত

আত-তাহরীক ডেস্ক

আরবী শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে সাধারণভাবে 'শবেবরাত' বা 'লায়লাতুল বারাআত' (ليلة البراءة) বলা হয়। 'শবেবরাত' শব্দটি ফারসী। এর অর্থ হিস্সা বা নির্দেশ পাওয়ার রাত্রি। দ্বিতীয় শব্দটি আরবী। যার অর্থ বিচ্ছেদ বা মুক্তির রাত্রি। এদেশে শবেবরাত 'সৌভাগ্য রজনী' হিসাবেই পালিত হয়। এজন্য সরকারী ছুটি ঘোষিত হয়। লোকেরা ধারণা করেন যে, এ রাতে বান্দাহ্র গুনাহ মাফ হয়। আয়ু ও রূযী বৃদ্ধি করা হয়। সারা বছরের হায়াত-মউতেরও ভাগ্যের রেজিষ্টার লিখিত হয়। এই রাতে রূহগুলো সব আত্মীয়-স্বজনের সাথ মুলাক্বাতের জন্য পৃথিবীতে নেমে আসে। বিশেষ করে বিধবারা মনে করেন যে, তাদের স্বামীদের রূহ ঐ রাতে ঘরে ফেরে। এজন্য ঘরের মধ্যে আলো জ্বেলে বিধবাগণ সারা রাত মৃত স্বামীর রূহের আগমনের আশায় বুক বেঁধে বসে থাকেন। বাসগৃহ ধুপ-ধুনা, আগরবাতি, মোমবাতি ইত্যাদি দিয়ে আলোকিত করা হয়। অগনিত বাল্ব জ্বালিয়ে আলোকসজ্জা করা হয়। এজন্য সরকারী পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়। আত্মীয়রা সব দলে দলে গোরস্থানে ছুটে যায়। হালুয়া-রুটির হিড়িক পড়ে যায়। ছেলেরা পটকা ফাটিয়ে আতশবাজি করে হৈ-হুল্লোড়ে রাত কাটিয়ে দেয়। যারা কখনো ছালাতের অভ্যস্ত নয়, তারাও ঐ রাতে মসজিদে গিয়ে 'ছালাতে আল্ফিয়াহ' (الصلاة الألفية) বা ১০০ রাক'আত ছালাত আদায়ে রত হয়, যেখানে প্রতি রাক'আতে ১০ বার করে সূরায়ে ইখলাছ পড়া হয়। সংক্ষেপে এই হ'ল এদেশে শবেবরাতের নামে প্রচলিত ইসলামী পর্বের বাস্তব চিত্র।

ধর্মীয় ভিত্তিঃ মোটামুটি দু'টি ধর্মীয় আক্বীদাই এর ভিত্তি হিসাবে কাজ করে থাকে। ১- ঐ রাতে বান্দাহ্র গুনাহ মাফ হয়। আগামী এক বছরের জন্য ভালমন্দ তাক্বদীর নির্ধারিত হয় এবং এই রাতে কুরআন নাযিল হয়। ২- ঐ রাতে রূহগুলি ছাড়া পেয়ে মর্ত্যে নেমে আসে। মোমবাতি, আগরবাতি, পটকা ও আতশবাজি হয়তো বা আত্মাগুলিকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্য করা হয়। হালুয়া-রুটি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, ঐদিন আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) -এর দান্দান মুবারক ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল। ব্যথার জন্য তিনি নরম খাদ্য হিসাবে হালুয়া-রুটি খেয়েছিলেন বিধায় আমাদেরও সেই ব্যথায় সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য হালুয়া-রুটি খেতে হয়। অথচ ওহোদের যুদ্ধ হয়েছিল ৩য় হিজরীর শাওয়াল মাসের ১১ তারিখ শনিবার সকাল বেলায়।[১]

১. *বায়হাক্বী, দালায়েলুন নবুঅত (বৈরুতঃ ১৯৮৫) ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২০১-২।*

আর আমরা ব্যথা অনুভব করছি তার প্রায় দু'মাস পূর্বে শা'বানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত্রে....! এক্ষণে আমরা উপরোক্ত বিষয়গুলির ধর্মীয় ভিত্তি কতটুকু তা খুঁজে দেখব। প্রথমটির সপক্ষে যে সব আয়াত ও হাদীছ পেশ করা হয়, তা নিম্নরূপঃ ১- সূরায়ে দুখান -এর ৩ ও ৪ নং আয়াত-

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ - فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ -

অর্থঃ (৩) আমরা তো ইহা অবতীর্ণ করিয়াছি এক মুবারক রজনীতে; আমরা তো সতর্ককারী (৪) এই রজনীতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়'।[২] হাফেয ইবনে কাছীর (৭০১-৭৭৪ হিঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, 'এখানে মুবারক রজনী অর্থ লায়লাতুল ক্বদর'। যেমন সূরায়ে ক্বদর ১ম আয়াতে আল্লাহ বলেন- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ -

অর্থঃ 'নিশ্চয়ই আমরা ইহা নাযিল করেছি ক্বদরের রাত্রিতে'। আর সেটি হ'ল রামাযান মাসে। যেমন সূরায়ে বাক্বারাহ্র ১৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ ، অর্থঃ 'এই সেই রামাযান মাস যার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে'। এক্ষণে ঐ রাত্রিকে মধ্য শা'বান বা শবেবরাত বলে ইকরিমা প্রমুখ হ'তে যে কথা বলা হয়ে থাকে, তা সঙ্গত কারণেই অগ্রহণযোগ্য। এই রাতে এক শা'বান হ'তে আরেক শা'বান পর্যন্ত বান্দার রূযী, বিয়ে-শাদী, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি লিপিবদ্ধ হয় বলে যে হাদীছ প্রচারিত আছে, তা 'মুরসাল' ও যঈফ এবং কুরআন ও ছহীহ্ হাদীছ সমূহের বিরোধী হওয়ার কারণে অগ্রহণযোগ্য। তিনি বলেন, ক্বদর রজনীতেই লওহে মাহফূযে সংরক্ষিত ভাগ্যলিপি হ'তে পৃথক করে আগামী এক বছরের নির্দেশাবলী তথা মৃত্যু, রিযিক ও অন্যান্য ঘটনাবলী যা সংঘটিত হবে, সেগুলি লেখক ফেরেশতাগণের নিকটে প্রদান করা হয়। এরূপভাবেই বর্ণিত হয়েছে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর, মুজাহিদ, আবু মালিক, যাহ্হাক প্রমুখ সালাফে ছালেহীনের নিকট হ'তে'।[৩]

অতঃপর 'তাক্বদীর' সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য হ'ল-

وَ كُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِى الزُّبُرِ - وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ مُسْتَطَرٌ -

অর্থঃ 'উহাদিগের সমস্ত কার্যকলাপ আছে আমলনামায়, আছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত কিছুই লিপিবদ্ধ'।[৪] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন-

২. *অনুবাদঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন (ঢাকাঃ ৭ম মুদ্রণ, ১৯৮৩) পৃঃ ৮১২।*
৩. *তাফসীরে ইবনে কাছীর (বৈরুতঃ ১৯৮৮) ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ১৪৮।*
৪. *সূরায়ে ক্বামার ৫২ ও ৫৩ আয়াত।*

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كَتَبَ اللّهُ مَقاديرَ الخَلائِقِ قبلَ أن يَخْلُقَ السماوات والارضَ بخمسينَ ألفِ سنَةٍ ..

অর্থঃ 'আসমান সমূহ ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বৎসর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূক্বাতের তাক্বদীর লিখে রেখেছেন।[৫] হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমার ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবে; এবিষয়ে কলম শুকিয়ে গেছে' (পুনরায় তাক্বদীর লিখিত হবেনা)।[৬] এক্ষণে শবেবরাতে প্রতিবছর ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয় বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে, তার কোন ছহীহ ভিত্তি নেই। বরং 'লায়লাতুল বারাআত' বা ভাগ্যরজনী নামটিই সম্পূর্ণ বানোয়াট ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ইসলামী শরী'আতে এই নামের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

বাকী রইল এই রাতে গুনাহ মাফ হওয়ার বিষয়। সেজন্য দিনে ছিয়াম পালন ও রাতে এবাদত করতে হয়। অন্ততঃ ১০০ শত রাক'আত ছালাত আদায় করতে হয়। প্রতি রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা ও ১০ বার করে সূরায়ে 'কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ' পড়তে হয়। এই ছালাতটি গোসল করে আদায় করলে গোসলের প্রতি ফোঁটা পানিতে ৭০০ শত রাক'আত নফল ছালাতের ছওয়াব পাওয়া যায় ইত্যাদি।

এসম্পর্কে প্রধান যে তিনটি দলীল পেশ করা হয়ে থাকে, তা নিম্নরূপঃ

১- হযরত আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন-

إذا كانت ليلةُ النصفِ من شعبانَ فقوموا ليلَها وصوموا نهارَها الخ

অর্থঃ 'মধ্য শা'বান এলে তোমরা রাত্রিতে ইবাদত কর ও দিনে ছিয়াম পালন কর। কেননা আল্লাহ পাক ঐদিন সূর্যাস্তের পরে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন ও বলেন, আছ কি কেউ ক্ষমা প্রার্থনাকারী আমি তাকে ক্ষমা করে দেব; আছ কি কেউ রূযী প্রার্থী আমি তাকে রূযী দেব। আছ কি কোন রোগী আমি তাকে আরোগ্য দান করব'।[৭]

এই হাদীছটির সনদে 'ইবনু আবী সাব্‌রাহ' নামে একজন রাবী আছেন, যিনি হাদীছ জালকারী। সে কারণে হাদীছটি মুহাদ্দেছীনের নিকটে 'যঈফ'।

দ্বিতীয়তঃ হাদীছটি ছহীহ হাদীছের বিরোধী হওয়ায় অগ্রহণযোগ্য। কেননা একই মর্মে প্রসিদ্ধ 'হাদীছে নুযূল' ইবনু মাজাহ্‌র ৯৮ পৃষ্ঠায় মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে (হা/১৩৬৬) এবং বুখারী শরীফের (মীরাট ছাপা ১৩২৮ হিঃ) ১৫৩, ৯৩৬ ও ১১১৬ পৃষ্ঠায় এবং 'কুতুবে সিত্তাহ' সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে সর্বমোট ৩০ জন ছাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।[৮] সেখানে 'মধ্য শা'বান' না বলে 'প্রতি রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশ' বলা হয়েছে। অতএব ছহীহ হাদীছ সমূহের বর্ণনানুযায়ী আল্লাহপাক প্রতি রাত্রির তৃতীয় প্রহরে নিম্ন আকাশে অবতরণ করে বান্দাকে ফজরের সময় পর্যন্ত উপরোক্ত আহবান করে থাকেন- শুধুমাত্র নির্দিষ্টভাবে মধ্য শা'বানের একটি রাত্রিতে নয়।

২- মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা রাত্রিতে একাকী মদীনার 'বাক্বী' গোরস্থানে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি এক পর্যায়ে আয়েশাকে লক্ষ্য করে বলেন, মধ্য শা'বানের দিবাগত রাতে আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং 'কল্‌ব' গোত্রের ছাগল সমূহের লোম সংখ্যার চাইতে অধিক সংখ্যক লোককে মাফ করে থাকেন'।[৯] এই হাদীছটিতে 'হাজ্জাজ বিন আরত্বাত' নামক একজন রাবী আছেন, যাঁর সনদ 'মুনক্বাত্বা' হওয়ার কারণে ইমাম বুখারী প্রমুখ মুহাদ্দিছগণ হাদীছটিকে 'যঈফ' বলেছেন।

يَنْزِلُ ربُّنا تبارك وتعالى كلَّ ليلة الى السماء الدنيا حين يَبقى ثُلُثُ الليلِ الآخرُ فيقولُ مَنْ يدعوني فاستجيبَ له ، من يسألُني فأعطيَه ، من يستغفرني فأغفرَله رواه البخاري و في رو اية لمسلم عنه " فلا يزال كذلك حتي يُضيءَ الفجرُ " صحيح مسلم ط/بيروت ح/٧٥٨-

প্রকাশ থাকে যে, 'নিছফে শা'বান'-এর ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে কোন ছহীহ মরফূ হাদীছ নেই।

৩- ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে বলেন যে, তুমি কি 'সিরারে শা'বানের' ছিয়াম রেখেছ? লোকটি বললেন 'না'। আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ) তাকে রামাযানের পরে ছিয়াম দু'টির ক্বাযা আদায় করতে বল্লেন।'[১০]

জমহুর বিদ্বানগণের মতে 'সিরার' অর্থ মাসের শেষ। উক্ত ব্যক্তি শা'বানের শেষাবধি নির্ধারিত ছিয়াম পালনে অভ্যস্ত ছিলেন অথবা ঐটা তার মানতের ছিয়াম ছিল। রামাযানের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলার নিষেধাজ্ঞা[১১] লংঘনের ভয়ে তিনি শা'বানের শেষের ছিয়াম দু'টি বাদ দেন। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ঐ ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে বলেন।[১২] বুঝা গেল যে, এই হাদীছটির সঙ্গে প্রচলিত শবেবরাতের কোন সম্পর্ক নেই।

---

৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/৭৯।*
৬. *বুখারী, মিশকাত হা/৮৮; মিশকাত, (দিল্লীঃ ১৩৫০ হিঃ) পৃঃ ২০।*
৭. *ইবনু মাজাহ (দিল্লীঃ ১৩৩৩ হিঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ১০০; ঐ (বৈরুতঃ মাকতাবা ইল্‌মিয়াহ, তাবি) হা/১৩৮৮।*
৮. *হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম, মুখতাছার ছাওয়াইকুল মুরসালাহ (রিয়াযঃ তাবি) ২য় খণ্ড পৃঃ ২৩০-৫০। হাদীছটি নিম্নরূপঃ-*
৯. *ইবনুমাজাহ ১ম খণ্ড পৃঃ ১০০; ঐ (বৈরুতঃ তাবি) হা/১৩৮৯; তিরমিযী হা/৭৩৬।*
১০. *মুসলিম নববীসহ (লাক্ষ্ণৌঃ নওল কিশোর ছাপা ১৩১৯ হিঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৬৮।*
১১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৭৩।*
১২. *মুসলিম (নববীসহ) ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৬৮।*

শবেবরাতের ছালাতঃ

এই রাত্রির ১০০ শত রাক'আত ছালাত সম্পর্কে যে হাদীছ বলা হয়ে থাকে তা 'মওযূ' বা জাল। এই ছালাত ৪৪৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে আবিষ্কৃত হয়। যেমন মিশকাত শরীফের খ্যাতনামা আরবী ভাষ্যকার মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃঃ ১০১৪ হিঃ) اللآلى।

কেতাবের বরাতে বলেন, 'জুম'আ ও ঈদায়নের ছালাতের চেয়ে গুরুত্ব দিয়ে 'ছালাতে আল্‌ফিয়াহ' নামে এই রাতে যে ছালাত আদায় করা হয় এবং এর সপক্ষে যেসব হাদীছ ও আছার বলা হয়, তার সবই বানোয়াট ও মওযূ অথবা যঈফ। এব্যাপারে (ইমাম গাযযালীর) 'এহ্‌ইয়াউল উলূম' ও (ইবনুল আরাবীর) 'কূতুল কুলূব' দেখে যেন কেউ ধোকা না খায়।.... এই বিদ'আত ৪৪৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম জেরুযালেমের বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে প্রবর্তিত হয়। মসজিদের মূর্খ ইমামগণ অন্যান্য ছালাতের সঙ্গে যুক্ত করে এই ছালাত চালু করেন। এর মাধ্যমে তারা জনসাধারণকে একত্রিত করার এবং মাতব্বরী করা ও পেট পুর্তি করার একটা ফন্দি এঁটেছিল মাত্র। এই বিদ'আতী ছালাতের ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখে নেক্‌কার-পরহেযগার ব্যক্তিগণ আল্লাহ্‌র গযবে যমীন ধ্বসে যাওয়ার ভয়ে শহর ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিলেন'।[১৩]

এই রাতে মসজিদে গিয়ে একাকী বা জামা'আত বদ্ধভাবে ছালাত আদায় করা, যিকর-আযকারে লিপ্ত হওয়া সম্পর্কে জানা যায় যে, শামের কিছু বিদ্বান এটা প্রথমে শুরু করেন। তারা এই রাতে সুন্দর পোষাক পরে, আতর-সুরমা লাগিয়ে মসজিদে গিয়ে রাত্রি জাগরণ করতে থাকেন। পরে বিষয়টি লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। মক্কা-মদীনার আলেমগণ এর তীব্র বিরোধিতা করেন। কিন্তু শামের বিদ্বানদের দেখাদেখি কিছু লোক এগুলো করতে শুরু করে। এইভাবে এটি জনসাধারণ্যে ব্যপ্তি লাভ করে।[১৪]

রূহের আগমনঃ এই রাত্রিতে 'বাক্বী'এ গারক্বাদ' নামক কবরস্থানে রাতের বেলায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর নিঃসঙ্গ অবস্থায় যেয়ারত করতে যাওয়ার হাদীছটি *(ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৯)* যে যঈফ ও মুনক্বাত্বা' তা আমরা ইতিপূর্বে দেখে এসেছি। এখন প্রশ্ন হ'লঃ এই রাতে সত্যি সত্যিই রূহগুলো ইল্লীন বা সিজ্জীন হ'তে সাময়িকভাবে ছাড়া পেয়ে পৃথিবীতে নেমে আসে কি-না। যাদের মাগফেরাত কামনার জন্য আমরা দলে দলে কবরস্থানের দিকে ছুটে যাই। এমনকি মেয়েদের জন্য কবর যেয়ারত অসিদ্ধ হ'লেও তাদেরকেও এ রাতে কবরস্থানে দেখা যায়। এ সম্পর্কে সাধারণতঃ সূরায়ে ক্বদর -এর ৪ ও ৫ নং আয়াত দু'টি পেশ করা হয়ে থাকে। যেখানে বলা হয়েছে-

تَنَزَّلُ الْمَلآئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ، سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ –

অর্থঃ 'সে রাত্রিতে ফিরিশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। সকল বিষয়ে কেবল শান্তি; ঊষার উদয়কাল পর্যন্ত'। এখানে 'সে রাত্রি' বলতে লায়লাতুল ক্বদর বা শবেক্বদরকে বুঝানো হয়েছে- যা এই সূরার ১ম, ২য় ও ৩য় আয়াতে বলা হয়েছে।

অত্র সূরায় 'রূহ' অবতীর্ণ হয় কথাটি রয়েছে বিধায় হয়তবা অনেকে ধারণা করে নিয়েছেন যে, মৃত ব্যক্তিদের রূহগুলি সব দুনিয়ায় নেমে আসে। অথচ এই অর্থ কোন বিদ্বান করেননি। 'রূহ' শব্দটি একবচন। এ সম্পর্কে হাফেয ইবনে কাছীর (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, 'এখানে রূহ বলতে ফিরিশতাগণের সরদার জিবরাঈলকে বুঝানো হয়েছে। কেউ বলেন, বিশেষ ধরনের এক ফিরিশতা। তবে এর কোন ছহীহ ভিত্তি নেই'।[১৫]

শা'বান মাসের করণীয়ঃ রামাযানের আগের মাস হিসাবে শা'বান মাসের প্রধান করণীয় হ'ল, অধিকহারে ছিয়াম পালন করা। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন,

عن عائشة قالت .. و ما رأيتُ رسولَ اللّه صلى اللّه عليه وسلم استكملَ صيامَ شهرٍ قطُّ إلا رمضانَ و ما رأيتُه في شهرٍ أكثرَ منه صياماً في شعبانَ، و في رواية عنها: وكان يصومُ شعبانَ إلا قليلاً، متفق عليه –

অর্থঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রামাযান ব্যতীত অন্য কোন মাসে শা'বানের ন্যায় এত অধিক ছিয়াম পালন করতে দেখিনি। শেষের দিকে তিনি মাত্র কয়েকটি দিন ছিয়াম ত্যাগ করতেন'।[১৬] যারা শা'বানের প্রথম থেকে নিয়মিত ছিয়াম পালন করেন, তাদের জন্য শেষের পনের দিন ছিয়াম পালন করা উচিত নয়।[১৭] অবশ্য যদি কেউ অভ্যস্ত হন বা মানত করে থাকেন, তারা শেষের দিকেও ছিয়াম পালন করবেন।[১৮]

মোটকথা শা'বান মাসে অধিক হারে নফল ছিয়াম পালন করা সুন্নাত। ছহীহ দলীল ব্যতীত কোন দিন বা রাতকে ছিয়াম ও ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা সুন্নাতের বরখেলাফ। অবশ্য যারা 'আইয়ামে বীয' -এর তিন দিন নফল ছিয়ামে অভ্যস্ত, তারা ১৩, ১৪ ও ১৫ই [১৯] শা'বানে উক্ত নিয়তেই ছিয়াম পালন করবেন, শবেরবাতের নিয়তে নয়। নিয়তের গোলমাল হ'লে কেবল কষ্ট করাই সার হবে। কেননা বিদ'আতী কোন আমল আল্লাহ পাক কবুল করেন না এবং সকল প্রকার বিদ'আতই ভ্রষ্টতা ও প্রত্যাখ্যাত। আল্লাহ আমাদের সবাইকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিজ নিজ আমল সমূহ পরিশুদ্ধ করে নেওয়ার তাওফীক দান করুন! আমীন!!

---

১৩. *মিরক্বাত (দিল্লীঃ তাবি) 'ক্বিয়ামু শাহরে রামাযা-ন' অধ্যায় -টীকা (সংক্ষেপায়িত), ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৯৭-৯৮।*

১৪. *আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, 'আত-তাহযীরু মিনাল বিদ'আ, পৃঃ ১২-১৩।*

১৫. *ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআন (বৈরুতঃ ১৯৮৮) ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৪৯৬, ৫৬৮।*

১৬. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩৬।*

১৭. *আবুদাঊদ, তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/১৯৭৪।*

১৮. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৭৩, ২০৩৮।*

১৯. *নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৫৭।*

প্রসঙ্গঃ প্রচলিত নিয়ত

*মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম সিরাজী**

কথায় বলে 'যার নিয়ত ঠিক নেই তার কাজের কি দাম'? কথাটা বাংলা প্রবাদ হ'লেও তার মৌলিকত্ব আছে। সেটা হচ্ছে- মহানবী (ছাঃ)-এর বহুল প্রচলিত এবং প্রচারিত একখানি হাদীছ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ। অর্থাৎ 'আমলের ফলাফল নিয়ত অনুসারেই বর্তাবে'। কাজ ভাল হ'লেও নিয়তেই যদি গলদ্ থাকে, তাহ'লে সুফলের পরিবর্তে কুফলই হবে। ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত প্রত্যেকটি কাজের পূর্বে যথাযথ নিয়ত করা আবশ্যক। এখন প্রশ্ন হচ্ছে নিয়ত কি? নিয়ত মুখে বলার প্রয়োজনীয়তা আছে কি-না? আমরা ছালাতে দাঁড়িয়েই 'নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া....' বলে দীর্ঘ নিয়ত মুখে পাঠ করি শরী'আতে তার সমর্থন আছে কি-না? এ সকল প্রশ্নাবলীর একটা তাত্ত্বিক, বস্তুনিষ্ঠ এবং প্রমাণ ভিত্তিক জওয়াব একান্ত আবশ্যক। তাই সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা যরূরী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'নিয়ত' আরবী শব্দ। অর্থ ইচ্ছা বা সংকল্প। অর্থাৎ কোন কিছু করার জন্য অন্তরে যে ভাব জাগরিত হয় তাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া। এর সম্পর্ক শুধু ক্বলব বা অন্তরের সাথে। মুখে বলা বা শাব্দিকভাবে তা প্রকাশ করার সাথে সম্পর্কিত নয়। কেননা মুখের কথাকে আভিধানিক অর্থেও নিয়ত বলে না, পরিভাষিক অর্থেও না। সুতরাং তা মুখে উচ্চারণ করা বিধেয় নয়। অথচ মুখে উচ্চারণের ব্যাপারে সর্বস্তরের মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষার বই-পুস্তকে গুরুত্ব সহ আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে ক্বায়দা-আম্মাপারা ও বাজারের কতিপয় নামায শিক্ষার ভিতরে 'নাওয়াইতু....' এর যেরূপ ছড়াছড়ি দেখা যায়, তাতে মনে হয় এই 'নাওয়াইতু....' নামে একটা সূরাই আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন। যেমন- অনেকে বলেই ফেলে, হুযূর! 'নাওয়াইতু....' সূরাটা একটু বাংলায় লিখে দেন তো? একদিন এক বেচারা এসে কিছুটা গর্বের সাথেই বললেন, হুযূর! আমার 'আল-হামদু' সূরা সহ প্রায় পাঁচ-সাতটা 'নওয়াইতু আনে'র সূরা মুখস্থ আছে। শুনে তা'আজ্জব বনে গেলাম। অনেক চিন্তা করে দেখলাম বেচারার ধারণা যথার্থই। কারণ (১) আম্মাপারার মধ্যে সূরাগুলি যেভাবে সুবিন্যস্তভাবে সাজানো রয়েছে, ঠিক তার পাশেই 'নাওয়াইতু আনে'র আরবী বাক্যগুলি ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সুতরাং এমন ধারণা করাটাই স্বাভাবিক। (২) তাছাড়া মক্তবের ওস্তাদগণ যে তাকীদ দিয়ে তা মুখস্থ করান তাতে মনে হয় এগুলি সূরাতো বটেই; বরং তা ছালাতের জন্য একান্ত অত্যাবশ্যকীয় সূরা। (৩) অনেকেই দু'চার মাস মক্তবে যেয়ে কায়দা-কানূন শিখে আরবী দেখে পড়ার যখন যোগ্যতা হাছিল করে, ওস্তাদযী তখনই তাকে 'নাওয়াইতু আনে'র ফিরিস্তির সবক দান করেন। এভাবে পাঁচ-দশটা 'নাওয়াইতু-আনে'র ফিরিস্তি শিখেই মক্তবে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। বড় জোর তার সাথে আর দু-একটা আসল সূরা পড়ে। এবার সে আসল সূরা আর নাওয়াইতু আনের সূরা মিলে গণনা করে যে, কতটি সূরা তার শেখা হয়েছে। সুতরাং বেচারার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রশংসা ও বাহবাটুকু তার সম্মানিত ওস্তাদযী ও গ্রন্থকারেরই।

বস্তুতঃ শরী'আতে এগুলির কোন বৈধতা এবং সমর্থন কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। ইসলামী শরী'আতের সমস্ত মাসআলা-মাসায়েলের মূল উৎস হ'ল পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ হাদীছ। কিন্তু এ দু'টি উৎস তন্ন তন্ন করে খুঁজেও মুখে নিয়ত পাঠের বৈধতার প্রমাণ বা অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না। বলা বাহুল্য যে, 'নাওয়াইতু' শব্দটিও কুরআনের কোথাও ব্যবহার হয়নি। এগুলি সবই অভিধান বিমুখ, তত্ত্বজ্ঞানহীন, শব্দচোর, ভাষা দরিদ্র, কল্পনা বিলাসী, অর্বাচীন, হস্তী মূর্খ মহাশয়দের উদ্ভাবিত বিশেষ অবদান। শরী'আত বিকৃত মানসিকতার অপব্যবহারে যার উদ্ভব হয়েছে।

'নিয়ত' যদি মৌখিক কথার নামই হ'ত, তাহ'লে মুনাফিক্বদের মনের নিয়ত বা সংকল্পের পরিপন্থী মৌলিক কালেমার দাবীই মুসলমান হওয়ার জন্য যথেষ্ট হ'ত এবং কোন শাস্তির ধমকিও তাদের উপর প্রযোজ্য হ'ত না। কিন্তু তা নয়। তাদের মুখে কালেমা উচ্চারণের কোনই সুফল বর্তাবে না। যেহেতু তাদের অন্তরের ইচ্ছা বা সংকল্প ছিল ভিন্ন। সুতরাং বুঝা যায় যে, মৌখিক উচ্চারণকে শরী'আতে 'নিয়ত' বলা হয় না। ফলে মৌখিক উচ্চারণের কোন দামও নাই।

পূর্বেই বলা হয়েছে, শরী'আতের মূল উৎস হচ্ছে দু'টি। একটি মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, দ্বিতীয়টি মহানবী (ছাঃ)-এর শাশ্বত সুন্নাত বা ছহীহ হাদীছ। আমরা যে কোন কাজই পুণ্যের কাজ বলে মনে করি না কেন, দেখতে হবে তা এ দু'টি মূল উৎস থেকে উৎসারিত কি-না। যদি হয় তবে তা নিঃসন্দেহে আমলযোগ্য। অন্যথায় তা প্রক্ষিপ্ত, পরিত্যাজ্য, বিদ'আত। কুরআন-হাদীছ ছাড়াও নতুন কোন সমস্যা সামনে আসলে আছারে ছাহাবা ও সতর্কতার সাথে কৃত আইম্মায়ে মুজতাহিদীনদের ইজতিহাদও প্রয়োজন মুহূর্তে শরী'আত সমর্থিত। কিন্তু আমাদের মার্কেটের প্রচলিত নাওয়াইতু আনের গদ না কুরআনে পাওয়া যায়, না হাদীছে। আবুবকর, ওমর, ওছমান, আলী, ফাতেমা, আয়েশা, হাসান, হুসাইন (রাঃ) প্রমুখ সহ খুলাফায়ে রাশেদা ও আহলে বায়েতের সদস্য এবং লক্ষ লক্ষ ছাহাবীগণের একজনের থেকেও এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অনুসরণীয় চার ইমামের কোন ইমাম থেকেও না। হানাফী মাযহাবের চার উছূলের আওতায়ও উহা পড়ে না। এ জন্যই শাহ ইসহাক মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বলেন,

* শিক্ষক, মাদরাসা দারুল হাদীছ, পাবনা।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম ও খাইরুল কুরূণ বা উত্তম যুগের পক্ষ থেকে বর্ণিত ও প্রমাণিত না থাকাই কোন কাজ মাকরূহ ও বিদ'আত হওয়ার প্রমাণ। আর এমন কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়া মাকরূহে তাহ্‌রীমী ও গুণাহে কবীরা।[১]

হাদীছ শরীফে এসেছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ছালাতে দাঁড়াতেন তখন শুধু 'আল্লাহু আকবর' বলতেন। এর পূর্বে তিনি অন্য কিছুই পড়তেন না। আল্লামা হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ 'যাদুল মা'আদ'-এর 'ছালাত' অধ্যায়ে ছালাতের তাকবীরে তাহরীমার পূর্ব মুহূর্ত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতে দাঁড়িয়ে প্রথমেই 'আল্লাহু আকবর' বলতেন, এর আগে কিছুই পড়তেন না। এমনকি নিয়তও বলতেন না। এটাও বলতেন না যে, আমি কা'বা মুখী হয়ে ইমাম বা মুক্তাদী হিসাবে চার রাক'আত ছালাত আদায় করছি। কোন্ ধরনের ছালাত বা কোন্ ওয়াক্তের ছালাত তাও বলতেন না। এ সবই বিদ'আত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে এরূপ ছহীহ, যঈফ, মুরসাল, মওযূ বা জাল কোন রেওয়ায়াতই নেই। ছাহাবা কিংবা তাবেঈনদের কোন বক্তব্য পর্যন্তও নেই। চার ইমামেরও কেউ বলেননি'।[২]

পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রথিতযশা আলেম মাওলানা আব্দুর রহীম (রহঃ) তাঁর লেখা 'হাদীছ শরীফ'-এর ২য় খণ্ডের ১৭১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, 'নবী করীম (ছাঃ)-এর ছালাত পড়া সংক্রান্ত যাবতীয় রীতি-নীতি ও আদেশ-উপদেশ পর্যায়ের সব হাদীছ খুঁজে দেখলেও ছালাতের পূর্বে প্রচলিত গদবাঁধা আরবী ভাষায় নিয়ত পড়ার কোন উল্লেখ পাওয়া যাবে না। তিনি নিজে এরূপ পড়েননি, কাউকে পড়তে বলেছেন এরূপ কেউ বর্ণনাও করেননি। ছহীহ, যঈফ কোন প্রকারের বর্ণনায় এর উল্লেখ নেই। কোন ছাহাবী, তাবেঈ কিংবা কোন ইমামও পড়েননি। সুতরাং এ সবকিছুই বিদ'আত, পথভ্রষ্টতা এবং গোমরাহী ও গুনাহের কাজ। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশে সেই মৌখিক নিয়তের উপর এত তাকীদ দেয়া হচ্ছে যে, এটি ছাড়া যেন ছালাতই সিদ্ধ হয় না। কেউ যদি ঐ গদ না জানে তবে তাকে ধিক্কার দেয়া হয়, লজ্জা দেয়া হয়।

ইমাম যদি জুম'আ, জানাযা, ঈদের ছালাতের শুরুতে আরবী নিয়তের গদ বলে না দেন তাহ'লে তার চাকুরি রক্ষাই কঠিন। তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে দেয়া হয়। ছালাতের মূল মগজ সূরা ফাতিহা, দো'আ-দরূদ ইত্যাদির প্রতি গুরুত্ব আর ভক্তি থাকুক বা না থাকুক প্রচলিত নবাবিষ্কৃত নিয়তের প্রতি খুব ভক্তি, খুব গুরুত্ব দিতে দেখা যায়। কেউ কেউ তো আরবীতে নিয়ত পড়াকে খুব ছওয়াবের কাজ মনে করে থাকে। এমনকি কুরআনের সমমর্যাদায় প্রতি অক্ষরে দশ নেকীর আশাও অনেকেই করে থাকে (নাঊযুবিল্লাহ)। এরকম একটা বাস্তব ঘটনা আমার ব্যক্তিগত জীবনেই ঘটেছে। ঘটনাটি এখানে উল্লেখ না করে পারলাম না।

ছাত্র জীবনের কথা। আমি তখন সিরাজগঞ্জের খুকনী মাদরাসায় লেখাপড়া করি। পাশেরই এক গ্রামে জুম'আর ইমামতির দায়িত্ব ছিল। একদিনের ঘটনা- কোন এক জানাযায় আমাকে ডেকে পাঠান হয়। আমার জায়গীরালয় ছিল প্রায় এক কিলোমিটার দূরে। ফলে বর্ষাকাল নৌকাযোগে রওনা হ'লাম এবং পৌঁছে দেখি লোকজন সকলেই আমার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে ইমামতির জন্য দাড়িয়ে গেলাম। কাতার সোজা করার জন্য মুক্তাদীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখি লোকজন কি যেন কানাঘুষা করছে। আমি কিছু বুঝে উঠতে পারলাম না। ইত্যবসরেই একজন বলে উঠলেন, হুযূর নিয়তটা বলে দিন। আমি বললাম, নিয়ত তো অন্তরের ব্যাপার- আচ্ছা ঠিক আছে, 'আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এই মৃতের জানাযার ছালাত পড়ছি' বলে মনে মনে নিয়ত করে নিন। আমার কথা শেষ হ'তে না হ'তেই একজন চেঁচিয়ে বললেন, 'আরবীতে নিয়ত বলে দেয়া যায় না? আরবীতে পড়লে কত নেকী। অক্ষরে অক্ষরে দশ নেকী। বাংলায় নিয়ত বললে কি এই নেকী পাওয়া যাবে'? মনে মনে বললাম, হায় আফসোস! যে নিয়ত কুরআন-হাদীছে জীবন ভর তালাশ করেও পাওয়া যাবে না, সেই বিদ'আতী নিয়তকে নিয়ে আল্লাহ্‌র কুরআনের মর্যাদায় দাঁড় করিয়েছে।

আসুন! এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কিতাবাদী ও সর্বজন মান্য ওলামায়ে কেরামের প্রমাণ-পঞ্জি ও দলীল-আদিল্লা নিয়ে আরো বিস্তারিত কিছু আলোচনান্তে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা না লিখে বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরাতন এবং প্রসিদ্ধ দ্বীনী প্রতিষ্ঠান হাটহাজারী মাদরাসার দু'জন হানাফী আলেম যথাক্রমে মুফ্‌তী ফায়যুল্লাহ ও মুফতী নূর আহমাদ-এর স্বরচিত 'নিয়তের তরীকা' এবং 'নিয়তে মসিবত কেন?' পুস্তিকা থেকে প্রচলিত আরবী গদবাঁধা নিয়তের উপর গবেষণাপূর্ণ তাত্ত্বিক কিছু কথা এখানে উল্লেখ করছি। যেমন- 'নাওয়াইতু আনের' মত এমন আরবী নিয়ত মার্কেটে চালু করে যারা সরল প্রাণ মুসলমানদের বিপদের সম্মুখীন করেছে তারা মুসলমানদের উপকারের প্রত্যাশী না অপকারের প্রত্যাশী তা ভেবে দেখা দরকার। কেননা এমন অনেক মুসলমানের কথা গোচরীভূত হয়েছে যে, তারা প্রচলিত আরবী নিয়ত সমূহ শিখতে পারেনি বলে ছালাতই আদায় করে না। অথচ নিয়ত তো দূরের কথা সূরা ক্বিরাআত না জানলেও ছালাত মাফ হয় না। সুবহানাল্লাহ পড়ে হ'লেও ছালাত আদায় করতে হবে। অবশ্য তাড়াতাড়ি সূরা, ছানা শিখে নিতে হবে। অনুরূপ তারাবীহ ছালাতের চার রাক'আত পর দো'আ, দরূদ ইত্যাদি না জানার কারণে অনেকে ফরয ছালাত সহ উক্ত তারাবীহ-র

১. *নূর আহমদ হাট হাজারী, নিয়তে মসীবত কেন, পৃঃ ৬।*
২. *যাদুল মা'আদ, বঙ্গানুবাদঃ ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৯।*

ছালাত থেকেই বঞ্চিত হয়। অথচ তারাবীহর পর নির্দিষ্ট কোন দো'আ বা মুনাজাতের কথা কুরআন-হাদীছের কোথাও নেই। দো'আ, দরূদ, ইস্তেগ্‌ফার কিছু জানা থাকলে তা পড়তে পারে বটে; কিন্তু বর্তমানে যে সকল দো'আ ও মুনাজাতের প্রচলন দেখা যায় তা কিন্তু নবাবিষ্কৃত। আসলে সহজ সরল ও সুন্দর ইসলামকে জটিল ও বিকৃত করা হয়েছে মাত্র।

হানাফী মাযহাবের কিতাব 'হেদায়া'-এর ভাষ্যকার ইবনুল হুমাম বলেন, কোন ছহীহ কিংবা যঈফ হাদীছ দ্বারাও প্রমাণিত হয় না যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকবীরে তাহরীমার সময় 'আমি অমুক ছালাত পড়ছি' বলে মুখে কিছু উচ্চারণ করেছেন। অতঃপর কোন ছাহাবী, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন থেকেও এসবকিছুর প্রমাণ নাই।

মিশকাত শরীফের ভাষ্যকার মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, প্রচলিত আরবী নিয়তের মধ্যে দশটি বাক্য রয়েছে তার প্রত্যেকটি বাক্যই এক একটি বিদ'আত। মোল্লা আলী ক্বারী তাঁর 'মিরক্বাত' গ্রন্থে আরো বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর আমলকে যেমন সুন্নাত বলা হয়, অনুরূপ তাঁর পরিত্যাজ্য আমল পরিত্যাগ করাকেও সুন্নাত বলা হয়। অর্থাৎ তিনি যা করেন নাই তা থেকে দূরে থাকাকেও নবী করীম (ছাঃ)-এর সুন্নাত বলা হয়।

উক্ত 'মিরক্বাত' গ্রন্থে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা বৈধ নয়। কেননা উহা বিদ'আত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যা করেন নাই তা করা যদি বৈধ মনে করা হয়, তাহ'লে (১) কুরআন-হাদীছ ও দ্বীনের মৌলিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠবে, (২) ইসলাম এবং কুরআন অসম্পূর্ণ বলে প্রমাণিত হবে এবং (৩) নবী-রাসূলের আগমন শেষ হয়নি বলেও প্রমাণিত হবে। অথচ ইসলাম সকল যুগের সকল মানুষের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। যা মহানবী (ছাঃ)-এর মাধ্যমে আদর্শ বা নমুনা হিসাবে প্রমাণিত ও প্রকাশিত হয়েছে। তার এক বিন্দু কমও করা চলবে না, এক বিন্দু বেশীও করা যাবে না। অর্থাৎ শরী'আতের মধ্যে কোন নতুন কিছু সংযোজন করাও চলবে না এবং উহা থেকে কিছু সংকোচনও করা যাবে না।

মুফ্‌তী নূর আহমাদ স্বীয় 'রেসালায়' উল্লেখ করেন, 'যে কাজ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুস্তাহাব মনে করে করেছেন, তাকে অত্যাবশ্যক হিসাবে গ্রহণ করা এবং তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করাই বিদ'আত। আর নিয়তের ব্যাপারে তো নবী করীম (ছাঃ) থেকে কোন প্রমাণই নেই। 'দুররে মুখতার' কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লিখেছেন, 'বহু মুবাহ ও মুস্তাহাব কাজই হারাম হয়ে যায়, যদি তার উপর সীমাতিরিক্ত তাকীদ ও গুরুত্বারোপ করা হয়'। শায়খ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিছ দেহলভী হানাফী (রহঃ) বলেন, 'ছালাতে দণ্ডায়মান হয়ে আরবী, ফারসী', উর্দূ ইত্যাদি ভাষায় নিয়ত পাঠ করা বিদ'আত'।[৩] শায়খ আব্দুল হাই লক্ষ্মৌভী হানাফী (রহঃ) বলেন, 'বিশ্বের মাঝে যে দলটি মনের সংকল্পকেই নিয়ত বলে মনে করে তাদের মতই সর্বসম্মতিক্রমে সঠিক ও তত্ত্বনির্ভর। বিশ্বনবী (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে এটাই প্রমাণিত। বিশ্বনবীর যুগ ও খোলাফায়ে রাশেদার সোনালী যুগ পর্যন্ত কোন একটা লোকের পক্ষ থেকে 'আমি অমুক ছালাতের জন্য নিয়ত করছি' বলে প্রমাণ নেই। যার ফলে বর্তমানের প্রচলিত নাওয়াইতু আনের গদ কোন হাদীছে বর্ণিত হয়নি। সুতরাং উহা বিদ'আত *(ফতহুল ক্বাদীর)*।

মাযহাবের ইমামগণ কুরআন-হাদীছের উপর ভিত্তি করে ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি শরী'আতের কার্যাদির হাযার হাযার মাসআলা বের করেছেন এবং তাদের সমুদয় মাসআলা ফিক্বহের কিতাবে সন্নিবেশিত হয়েছে, কিন্তু নির্ভরযোগ্য একখানা ফিক্বহের কিতাবেও ঐ নাওয়াইতু আন লিপিবদ্ধ হয়নি। পরবর্তীতে নিম্নস্তরের কতিপয় ফক্বীহ বোধগম্য ভাষায় মুখে নিয়ত উচ্চারণের পক্ষে কিছুটা নমনীয় মতামত ব্যক্ত করেছেন *(নিয়তের তরীকা)*।

জমহূর মুহাদ্দিছ এবং ফক্বীহগণ আমাদের আলোচিত নিয়তকে বিদ'আত, পরিত্যাজ্য ও গুনাহের কাজ বলে মন্তব্য করেছেন।[৪]

হাদীছে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি জ্ঞানী ব্যক্তির প্রত্যেক কথাই যে কবুল করি তা নয়; বরং আমি তার নিয়ত ও ইচ্ছাকেই কবুল করি। যদি তার নিয়ত ও ইচ্ছা আমার ইবাদত ও হুকুম পালনের মধ্যে হয়। তখন তার চুপ থাকাকেও আমার প্রশংসা ও গুণকীর্তনপূর্ণ বাক্যের মধ্যে গণ্য করি।[৫]

মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রহঃ) বলেন, 'মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা বিদ'আত। কেউ ভাল বলতে পারেন কিন্তু আমার বিশ্বাস এর দ্বারা সুন্নাত নয় বরং ফরয পর্যন্ত তরক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে'।[৬]

অনেকেই একটি প্রশ্নের অবতারণা করে থাকেন যে, মুখে নিয়ত উচ্চারণের হুকুম কুরআন-হাদীছে নেই বটে, কিন্তু নিষেধেরও তো কোন হাদীছ নেই। তাছাড়া পড়ার প্রতি যখন কেউ কেউ মতামত ব্যক্ত করেছেন তখন পড়লে অসুবিধা কি? এ প্রশ্নের জওয়াবে আমরা বলব, মাগরিবের ছালাত তিন রাক'আত। উহা চার-পাঁচ রাক'আত পড়ার কথা কোন হাদীছে নিষেধ নেই। আর ছালাত তো ভাল কাজ তাই এক রাক'আত বাড়িয়ে চার রাক'আত পড়লে কি

৩. *সফরুস সা'আদাত, পৃঃ ৪৭।*

৪. *বিস্তারিত দেখুন!! আমআতুল লুম্‌আত ১ম খণ্ড, ৩৩ পৃঃ, মোজাহেরে হক্ব, ১ম খণ্ড, ১৮ পৃঃ।*

৫. *মিশকাত ৪৫৬ পৃঃ।*

৬. *মাকতূবাত, ১৮৬ পৃঃ।*

ভাল হবে না? আমরা তা পড়ি না কেন? আশা করি বিষয়টি সকলেই বুঝতে পারবেন। দ্বিতীয় প্রশ্নের জওয়াবে মাওলানা নূর আহমাদ লিখেছেন, 'হ্যাঁ মুখে নিয়ত উচ্চারণের মধ্যে অসুবিধা আছে। কেননা হাদীছে আছে আযান ও ইক্বামতের সময় তার জওয়াব দেয়া সুন্নাত। অর্থাৎ আযান ও ইক্বামতের সময় ইমাম-মুক্তাদী উভয়ে মুয়ায্যিনের সঙ্গে সঙ্গে আযান ও ইক্বামতের শব্দগুলি উচ্চারণ করবেন। আর ইক্বামত শেষ হওয়ার সাথে সাথে ইমাম যখন তাকবীর বলে ছালাত শুরু করবেন, তখন মুক্তাদীগণও ক্ষণকাল বিলম্ব না করে তাকবীর দিয়ে ইমামের সাথে জামা'আতে শরীক হবেন। এটাই সুন্নাত। এই সুন্নাত মোতাবেক আমল করতে গেলে ইমাম-মুক্তাদী কেউই প্রচলিত গদবাঁধা নিয়ত মুখে উচ্চারণ করতে সুযোগ পাবেন না। যদি প্রচলিত গদবাঁধা নিয়ত পড়া যায়, তাহ'লে নিঃসন্দেহে সুন্নাতের আমল হবে না। অথচ ইমাম-মুক্তাদী সকলের জন্যই এ সুন্নাত নির্ধারিত। সুতরাং সুন্নাতের উপর আমল করাই আল্লাহভীরুতা ও নবী প্রেমের পরিচয়। এখন আমাদের কথা হ'ল, ছালাতের মত শ্রেষ্ঠ ইবাদতের শুরুই যদি হয় পরিত্যাজ্য ও নিকৃষ্ট বিদ'আতের দ্বারা তাহ'লে সেই ছালাত দিয়ে আমরা কী আশা করতে পারি?

অতএব আসুন! বিদ'আতী পন্থায় ছালাত আদায় না করে রাসূলের সুন্নাতী পন্থায় ছালাত আদায় করে ধন্য হই। মক্তবের ওস্তাদযীদের নিকট আবেদনঃ শিশুদের জন্য ঐ নাওয়াইতু আনের সূরা বাদ দিয়ে আল্লাহ্র নাযিলকৃত কুরআনের দু'চারটা সূরা অথবা নবী করীম (ছাঃ)-এর মাসনূন দু'চারটি দো'আ শিক্ষা দিন, যাতে করে জাতির উন্নতি হয়। প্রতিদানে আপনিও হবেন অঢেল ছওয়াবের অধিকারী। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন!!

নিপুন কারুকাজ ও গ্রাহকদের সন্তুষ্টিই
শতরূপার অঙ্গীকার

শতরূপা জুয়েলারী হাউস

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

সর্বাধুনিক অলংকার নির্মাতা ও বিক্রেতা

মালোপাড়া, রাজশাহী
ফোন- ৭৭৫৪৯৫।

স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের কর্ম-সাধনায় ইসলামী চিন্তার প্রভাব

*অধ্যাপক ডাঃ বদরুল আলম**

জার্মান সন্তান HAHNEMANN বাংলা উচ্চারণ হানেমান। তার উদ্ভাবিত নতুন পদ্ধতির চিকিৎসাবিদ্যা অত্যন্ত সহজ, সরল ও জনপ্রিয়। সাধারণের কাছে এ চিকিৎসা বিজ্ঞানীর পরিচয়টা এসেছে হ্যানিম্যান নামে। আসলে তিনি Honey man, মধুমানুষ। তিনি ওষুধ বিষকে মধুতে পরিণত করে রুগ্ন মানুষের মুখে তুলে দিয়েছেন। হানেমান-এর ইসলামী চেতনার গবেষক ডঃ হুদহুদ মোস্তফাও তাকে সে নামেই ডেকেছেন।...

পবিত্র কুরআন পাঠে জানা গেছে রাণী বিলকীসের রাজ্যের সংবাদ হুদহুদ পাখি বাদশাহ সোলায়মান (আঃ)-এর দরবারে পৌঁছিয়েছিল। আর আজ দেখছি, ডঃ হুদহুদ বিশ্ববাসীর কাছে বিশেষ করে বিশ্বের হোমিওপ্যাথদের দরবারে হানেমানের চিন্তা, ধারণা ও ব্যবহারিক ফসলগুলিকে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, 'সত্য একদিন উদ্‌ঘাটিত হবেই'।

হানেমান প্রচলিত চিকিৎসাবিদ্যায় ডিগ্রী প্রাপ্ত হন ১৭৭৯ সালে। সময়টা ছিল চিকিৎসার এক অন্ধকার যুগ। সামন্তপ্রথার মত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অনুমানের ভিত্তিতে চলত চিকিৎসা। বমন, রেচন, ছেদন, শিঙ্গা, জোঁক, রক্তক্ষরণ এসব ছিল সেদিনের চিকিৎসাব্যবস্থা। ধর্মীয় প্রভাবও প্রাধান্য পেত। কখনও দেব-দেবীর আশ্রয় নেওয়া হ'ত। বিভিন্ন ধরনের জড়িবুটিও ব্যবহৃত হ'ত। নিজেদের মতের প্রাধান্য ছিল বেশী। প্রায়শই চিকিৎসার ফলে মৃত্যু ত্বরান্বিত হ'ত।

হানেমান তার আত্মজিজ্ঞাসায় বুঝতে পারলেন যে, চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আরও উন্নত স্তরে নিয়ে যেতে হবে। হাদীছে আছে 'যে জন মানুষের কল্যাণ করে সেই উত্তম মানুষ'। রোগের তাড়নায় যে লোকটার জিহ্বা বেরিয়ে আসছে, হানেমান মনে করেন যে, চিকিৎসকের পবিত্র দায়িত্ব হচ্ছে তাকে সহজ-সরলভাবে অত্যন্ত কম কষ্টে রোগ থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করা। হানেমান ছিলেন সত্য সন্ধানী, বহুভাষাবিদ। জার্মান ভাষায় ডাঃ কালেনের ইংরেজী ভাষার 'মেটেরিয়া মেডিকা' অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি জানেন যে, সিঙ্কোনা থেকে মেলেরিয়া রোগ সারে, কিভাবে সারে- তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রচনার জন্য তার মধ্যে যে অন্তর্জ্ঞান (Intuition) জাগল সেটাই চিকিৎসাজগতে নতুন পথের সন্ধান দিল। আবিষ্কৃত হ'ল সদৃশ্য বিধান তত্ত্ব। সদৃশ্য (রোগাবস্থা) কে সদৃশ্য (ওষুধ) দিয়ে চিকিৎসা করো।

* *এমবিবিএস, ডিপিএইচ, এলএলবি; সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ড, ঢাকা।*

রোগের বিরুদ্ধে ওষুধ ব্যবহার করার জন্য ওষুধের কার্যকারিতা উপলব্ধি করার লক্ষ্যে হানেমান নিজেই ওষুধ সেবন করলেন। একে বলে, আপনি আচারি ধর্ম পরেরে শেখাও'। অপরে শিখুক না শিখুক; হানেমান কিন্তু এক পরম শিক্ষা পেলেন যে, ওষুধ সুস্থ মানব দেহে অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। এই কৃত্রিম রোগাবস্থা সৃষ্টিকারী উপাদানটা তিনি অনুরূপ প্রকৃতির রোগাবস্থার মানুষটির মধ্যে প্রয়োগ করে আশ্চর্য ফল পেলেন। রোগীটি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেল। আর এর মধ্যে হানেমান পেলেন রোগ আরোগ্যের চাবিকাঠি ওষুধটি। ওষুধের পর ওষুধ সেবন করে তাদের কার্যকারিতা লিপিবদ্ধ করে তিনি গড়ে তুললেন বিশুদ্ধ ওষুধ বিবরণ ভাণ্ডার। আর তা দিয়ে চমৎকারভাবে রোগের পর রোগ আরোগ্য হ'তে লাগল। তিনি আত্মগর্বে বলে উঠলেন, মৃত্যু ব্যতীত আরোগ্যযোগ্য সকল রোগ তার চিকিৎসা পদ্ধতিতে (হোমিওপ্যাথি) আরোগ্য হ'তে হবেই। ডঃ হুদহুদ জানিয়েছেন যে, ডাঃ হানেমানের লেখায় ইবনে সীনার আরবী উদ্ধৃতি লিপিবদ্ধ আছে। হানেমান আরবী ভাষা খুব ভাল করেই জানতেন। পবিত্র কুরআন ও হাদীছের উপর তার সন্ধানী দৃষ্টি নিশ্চয়ই নিপাতিত হয়েছিল। হাদীছের বাণী 'প্রতিটি রোগেরই ওষুধ আছে'। হানেমানের সদৃশ্য বিধান চিকিৎসা নীতিতে হাদীছের মর্মবাণীটি বিমূর্ত হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকটি রোগের সদৃশ্য ওষুধ আছে এবং তা কোথায়, কিভাবে অনুসন্ধান করতে হবে তা তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন 'অর্গানন' নামক পুস্তকটিতে। দীর্ঘ বিশ বছর সাধনার পর ১৮১০ সালে তার লেখনীতে ফুটে উঠে চিকিৎসা বিষয়ক সংবিধানের এই প্রথম সংস্করণ। তেত্রিশ বছরের ব্যবধানে তিনি আরও পাঁচবার এ সংবিধানটি সংস্কার করেন। তাঁর মৃত্যুর পর এ পুস্তকটির সর্বশেষ (৬ষ্ঠ) সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে। আজ তা অর্গানন নামে চিকিৎসকদের পাঠ্যপুস্তক হয়ে আছে।

জার্মান ভাষার অর্গাননের এক সহজ-সরল ইংরেজী অনুবাদ করেছেন ডাঃ জস্ট কুনজলী ১৯৮২ সালে। পুস্তকটি আমাকে এমনভাবে মুগ্ধ করেছে যে, আমি ১৯৯০ সালে তার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করি। অনুবাদকের ভূমিকায় আমি হানেমানের চিন্তা-চেতনার আলোচনা করেছি। তাতে দেখানো হয়েছে যে, হানেমান বিশ্ব প্রভু আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে গভীর বিশ্বাসী ছিলেন। একজন চিকিৎসক হিসাবে রুগ্ন মানবতার সেবা করার সুযোগ দানের জন্য তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। আল্লাহ্র দান আমাদের পরিবেশে প্রাপ্তব্য সকল উপাদান, খনিজ, জান্তব, উদ্ভিজ্জ এমনকি বায়বীয় উপাদানগুলির অন্তর্নিহিত সত্ত্বাকে হানেমান তার ওষুধের খলের মধ্যে পিষে এমনভাবে জাগিয়ে তুলেছেন যে, তা দিয়ে রোগশক্তিকে পরাভূত করার বিদ্যা তিনি শিখিয়েছেন। বস্তুর মধ্যে অভাবনীয় শক্তির সন্ধান করতে আমাদেরকে একজন আইনস্টাইনের আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। যা ২শ' বছর আগে হানেমান প্রয়োগ করে মানব কল্যাণে ব্যবহার করে গেছেন।

ডঃ হুদহুদ মোস্তফাকে ধন্যবাদ জানাতে হয় যে, তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি যুক্তি-প্রমাণসহ প্রমাণ করেছেন যে, হানেমান এক সময় মুসলমান হয়ে যান। কথাটি প্রথম আমিও শুনেছিলাম ডঃ নাযীর আহমাদ নামে আমার এক বন্ধুর কাছে। বিশ্বে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি হানেমানের পদ্ধতি অনুসরণ করে বিশ্ব আতঙ্ক এইড্স ভাইরাসকে হানেমানের খলে পিষে তা দিয়ে ওষুধ বানিয়ে এইডস-এর অনুরূপ লক্ষণাবানী তার মধ্যে ফুটিয়ে তুলেন। বিখ্যাত প্যাথলজিষ্ট মেজর জেনারেল ডাঃ এম,আর চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে তার রক্ত পরীক্ষা করে কোন এইড্স ভাইরাসের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। এইড্স ভাইরাসের তৈরী ওষুধের সেবনলব্ধ জ্ঞান তিনি বেশ কিছু গবেষণা প্রবন্ধে প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশ সরকারের কাছে এ ব্যাপারে আবেদন করে তিনি নিরুৎসাহিত হয়েছিলেন, কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তিনি স্বীকৃত ও সম্মানিত হয়েছেন একটু সময়ের ব্যবধানে।

আজ জিন (GENE) আবিষ্কৃত হয়েছে। বিশ্ব নবী (ছাঃ) দেড় হাযার বছর আগে এর প্রতি ইঙ্গিত করে গেছেন। তারই সূত্র ধরে হানেমান বলেছেন, বংশধারা বয়েও রোগ মানব দেহে প্রবেশ করতে পারে। এটা এক আত্মিক ব্যাপার। রোগ নয় রোগে আক্রান্ত মানুষটির চিকিৎসা করো। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান ইদানিং বুঝতে শুরু করেছে কথাটার সারবত্তা। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, রোগী শুধু তার করোনারী ধমনীর গণ্ডগোলটা নিয়ে আসেন না, তার সাথে সাথে আসে পরিপূর্ণ এক মানবিক সত্ত্বা। মানব জীবনে অঙ্গভিত্তিক চিকিৎসার বিপদ ভারী। রোগের নামে দেব-দেবীর পূজায় মত্ত কোন অঙ্গ বিশেষজ্ঞ হিসাবে হানেমান অনুসারীরা চিকিৎসা দেন না। তিনি 'তাওয়াক্কুল আলাল্লা-হি' একক প্রভুর নামে চিকিৎসা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

হানেমানের শিক্ষা এক সময়ে একটা রোগীকে তার সব রোগকষ্টের জন্য একটা ওষুধ দাও। আল্লাহ্র কাছে রোগ মুক্তির দো'আ চাওয়ার সাথে চিকিৎসক রোগীকে একটি মাত্র দাওয়া (ওষুধ) দিচ্ছেন। এটা চিকিৎসা ক্ষেত্রে হারজারী (বহুগামী) নয়। একজায়ী (একগামী) হবার উপদেশ এবং নির্দেশ।

হানেমান হিজরত করেছেন জার্মানীর কোথেন থেকে ফ্রান্সের প্যারী শহরে দ্বিতীয় স্ত্রী মাদাম মেলানীর হাত ধরে। হিজরত ও দ্বিতীয় দার গ্রহণ ইসলামী আদর্শের পর্যায়ে পড়ে। মাদাম মেলানী মুসলমান হয়েছিলেন। আর চিরন্তন সত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার ঐকান্তিক আগ্রহই তাকে ৩৫ বৎসর বয়সে বিপত্নীক অশীতিপর বৃদ্ধের পানি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিল বলে স্পষ্ট দেখা যায়। হানেমানের মৃত্যু হয় ২ জুলাই ১৮৪৩ সালে। নয়দিন পরে তাকে দাফন করা হয়। হোমিওপ্যাথি সমাজ তার মৃত্যু ও দাফন সম্বন্ধে খুব কমই খবর পেয়েছিল। ডঃ হুদহুদ প্রমাণ করেন যে, মাদাম মেলানীর এ ব্যাপারে অনীহা ছিল যে, তার মুসলিম স্বামীর মরদেহ যেন কোন অমুসলিমদের হাতে কবরে না নামে। বিষয়টা গভীরভাবে অনুধাবনের দাবী রাখে।

হানেমানের ইসলাম গ্রহণ অনুমানসিদ্ধ ঐতিহাসিক ব্যাপার নয়। চিকিৎসা রাজ্যে হানেমানের অবদান যেমন সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক সত্য, ইসলাম গ্রহণের সংবাদও দিবালোকের মত সত্য। বিজ্ঞান তার ভিত্তি ধর্মপ্রেমী সে বিজ্ঞান। আজকের বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেন, বলিষ্ঠ 'অন্ধ' ধর্মের

কাঁধে ভর করে খঞ্জ বিজ্ঞানকে নিয়ে মানব জীবন তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হ'তে পারে। ইসলাম সার্বজনীন ধর্ম, কিন্তু ইসলামকে মুসলমানের ঘরে বন্দী করে রাখতে বাধ্য করেছেন কিছু সংখ্যক ইসলাম বিদ্বেষী। এর জাগতিক আবেদন মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছেন চিকিৎসা বিজ্ঞানী হ্যানেমান। রোগী ক্ষেত্রে কোন অঙ্গভিত্তিক চিকিৎসা না করে সর্বাঙ্গীনভাবে রোগীটির পরিস্থিতি যাচাই করে এক সময়ে একটি মাত্র ওষুধ তাও আবার ওষুধ নয়, ওষুধের অন্তর্নিহিত শক্তিটাকে ধারণকৃত একটি বড়ি দিয়ে রোগ জর্জরিত মানুষকে মুক্তির আনন্দ বিলিয়েছেন। তার রচিত চিকিৎসা নীতির আদিগ্রন্থ অর্গাননের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় তিনি বলেছেনঃ 'আমি মনে করি এটা আমার প্রতি আল্লাহ্র রহমত (আশীর্বাদ)। ৮৮ বছর বয়সে মৃত্যুশয্যায় তিনি বলে গেছেনঃ 'আমি বৃথা জীবন ধারণ করিনি'।

চিকিৎসার নামে আগে চলত দেব-দেবীর পূজা। ওলা, শীতলা তারই স্বাক্ষর বহন করে। বিজ্ঞান এসে ব্যথা নিরোধক, রেচক, ঘর্ম, উদ্দীপক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ওষুধ বানিয়ে বস্তুকে দেবতার সামনে বসাল। এখন চলছে, লিভারের ওষুধ, কিডনীর ওষুধ, হার্টের ওষুধ, অঙ্গভিত্তিক ওষুধের রঙ্গভূমি হয়েছে মানব জীবন রাজ্যটা। জীবনটাকে কেউ সার্বিকভাবে দেখছে না।

মুসলমানদের বিশ্বাস, পবিত্র কা'বা হচ্ছে আল্লাহ্র ঘর- এটা এক প্রতীকি ব্যবস্থা। প্রতিটি মানুষ হচ্ছে আল্লাহ্র প্রতিনিধি। চিকিৎসা রাজ্যে রোগীর কল্যাণের জন্য চিকিৎসক হচ্ছেন তেমনি এক প্রতিনিধি। এ হচ্ছে হানেমানের শিক্ষা, মানব কল্যাণই তার জীবনের ব্রত। রোগের থাকা মানব জীবন রাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করে তাকে দুর্বল করে ফেলেছে, তা থেকে রক্ষা পাবার জন্য তিনি একটি মাত্র ওষুধ ব্যবহার করেন। হানেমানের হিসাবে ওষুধটা হচ্ছে রুগ্ন বিপণ্ন মানবজীবনটা রক্ষাকল্পে তার রব বা লালনকর্তার একটা বিশেষ নে'মত, যা হানেমানের ওষুধ পেষার খলে ঘষা খেয়ে খেয়ে বস্তুর অস্তিত্বটি হারিয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। রোগ শক্তির প্রভাব থেকে জীবনী শক্তিকে মুক্ত করার জন্য ওষুধ শক্তির এ অভিনব প্রয়োগ আর তার সাফল্য অবলোকন করে যে কোন বিবেকবান এবং মুক্তমনা চিকিৎসক বলতে বাধ্য হবেন যে, ইন্নী বারিয়ুম মিম্মা তুশরিকূন। 'আমি সকল অংশীদারিত্বের চিন্তা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে একত্ববাদী সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিচ্ছি'।...

চিকিৎসা বিজ্ঞানের নামে বিশ্বব্যাপী চলছে বহুমুখী লাভজনক, লোভজনক এবং সব চাইতে মারাত্মক জীবন ধ্বংসকারী ব্যবসা। মুসলিমর দেশগুলিতে এখনও বস্তুবাদী বিজ্ঞানের সর্বশেষ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থিক অগ্রগতি ও প্রতিপত্তি স্থাপনের প্রতিযোগিতা চলছে। চিকিৎসাজগতে পরমার্থিক চিন্তা চেতনায় সম্পৃক্ত সাবলীল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ব্যাপক সুবাতাস এখনও লাগেনি।

ধর্ম আর হোমিওপ্যাথি ও তার নিয়ম-নীতির নিগড়ে গড়ে উঠা চিকিৎসাবিদ্যাকে উপলব্ধি করে এগিয়ে যাবার সময় এসে গেছে। বস্তুবাদী চিন্তার ওষুধের বন্ধ্যাত্ব আমাদের কাটিয়ে উঠতেই হবে।

॥ সংকলিত ॥

পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতা এবং পক্ষপাতদুষ্ট জাতিসংঘ ও পাশ্চাত্য বিশ্ব

ফিরোজ মাহবুব কামাল

সম্প্রতি স্বাধীন দেশরূপে প্রতিষ্ঠা উৎসব করল পূর্ব তিমুর। সে উৎসবে স্বাধীনতা, মানবাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে বড় বড় কথা রেখেছেন জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল কফি আনান। কিন্তু তিনি যা বলেননি তা হ'ল, বিশ্বের নানা প্রান্তে মুক্তিকামী মযলূম মুসলিম জনগোষ্ঠীর যে মুক্তিযুদ্ধ চলছে তাদের অধিকার ও করুণ আর্তনাদের কথা। বিশেষ করে কাশ্মীর, ফিলিস্তীন, চেচনিয়া, মিন্দানাওর মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতার কথা। জাতিসংঘ চার্টার অনুযায়ী স্বাধীনতা প্রত্যেকেরই মৌলিক অধিকার। নিছক বর্ণ বা ধর্মের কারণে এ অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যায় না। অথচ এই মৌলিক অধিকার থেকে এসব দুর্বল জনগোষ্ঠী যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত হয়ে আসছে। জাতিসংঘ সেক্রেটারী জেনারেল হিসাবে এসব বঞ্চিত মযলূমদের প্রতিও কফি আনানের কিছু দায়িত্ব ছিল। কিন্তু সে দায়িত্ব পালন দূরে থাক, তাদের কথা তিনি বেমালূম ভুলে গেছেন।

এদিকে কাশ্মীরে বিগত ১২ বছরে নিহত হয়েছে ৭০ হাযারেরও বেশী মানুষ। হাযার হাযার মানুষ নিহত হয়েছে ফিলিস্তীনে। কিন্তু এসব রক্তঝরা মানুষের আর্তনাদ কফি আনান যেন শুনতেই পাননি। শুধু কফি আনান নয়, এসব মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতার প্রতি অনাগ্রহ পশ্চিমা নেতৃবৃন্দেরও। পূর্ব তিমুরে পশ্চিমা দেশসমূহ ও জাতিসংঘ যে ভূমিকা রেখেছে তাতে মনে হয়েছে সাম্প্রতিক বিশ্বে যেন তারাই ছিল একমাত্র পরাধীন। অথচ বিগত ৫২টি বছর স্বাধীনতার লড়াই চলছে কাশ্মীরে। জাতিসংঘের নিজস্ব সংজ্ঞা অনুযায়ী এ দেশটির ভাগ্য এখনও অমীমাংসিত। সেখানে গণভোটের পক্ষে জাতিসংঘে প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু আজও সে প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়নি। এখন সে প্রস্তাবের বাস্তবায়ন নিয়ে জাতিসংঘের কোন আগ্রহ নেই। এককালে যে প্রস্তাব পাস করেছিল, সম্ভবত সেটিও জাতিসংঘ ও তার পশ্চিমা কর্তারাষ্ট্রগুলি ভুলেই গেছে।

এমন আচরণ ফিলিস্তীনিদের সাথেও। নানা দেশের নগরে-বন্দরে ৫০ বছরেরও বেশী উদ্বাস্তু জীবন কাটাচ্ছে তারা। তাদের নিজ ভূমি, নিজ গৃহ, নিজ ব্যবসা-বাণিজ্য দখল করে নিয়েছে ইসরাঈল। তাদের আব্বা-আম্মার কবরের উপর বুলডোজার চালাচ্ছে ইহুদী দখলদারেরা। যে কোন সভ্য আইনে এটি জঘণ্য অপরাধ। কিন্তু জাতিসংঘ ইহুদীদের এ অবৈধ কর্মকে সম্পূর্ণ বৈধতা দিয়েছে। জন্মগত এ অবৈধ রাষ্ট্রটিকে শুধু স্বীকৃতিই দেয়নি, টিকিয়ে রাখার জন্যও সকল প্রকার সহায়তা দিচ্ছে। অপরদিকে নিজ

দেশে, নিজ গৃহে ফিরে যাওয়ার অধিকারের পক্ষে ফিলিস্তীনিদের লড়াইকে বলছে সন্ত্রাস। ফিলিস্তীনিদের নিজ গৃহে ফিরে যাওয়ার পক্ষে জাতিসংঘে পূর্বে যে প্রস্তাব পাস হয়েছিল, সেগুলি এখন আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমা বিশ্বের কোন আগ্রহই নেই এসব প্রস্তাবের বাস্তবায়নে। যেন প্রস্তাব পাসই একমাত্র লক্ষ্য ছিল, বাস্তবায়ন নয়। এভাবে ফিলিস্তীন ও কাশ্মীরে শান্তিপূর্ণ সমাধানের সকল পথ পশ্চিমা দেশসমূহ ও তাদের অধিকৃত জাতিসংঘ রুদ্ধ করেছে এবং নিরস্ত্র মানুষকে ঠেলে দিয়েছে রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের দিকে।

অথচ পূর্ব তিমুরের ক্ষেত্রে এমনটি হয়নি। পূর্ব তিমুর কয়েকশ' বছর ছিল ইন্দোনেশিয়ারই অংশ। দ্বীপটির পশ্চিম অংশ-যা পশ্চিম তিমুর নামে পরিচিত সেটি এখনও ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব তিমুরের সংখ্যাগুরু জনসংখ্যা অমুসলিম হওয়ায় ঔপনিবেশিক শাসক ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতাকালে এটিকে মূল ভূখণ্ড থেকে পৃথক করে স্বাধীন রাষ্ট্রে রূপ দেয়। ইন্দোনেশিয়া এটিকে পরে নিজ ভূখণ্ডের সাথে একত্রিত করে নেয়। খ্রীষ্টান পশ্চিমা বিশ্ব এটিকে মেনে নেয়নি। তিমুরের স্বাধীনতার পক্ষে তারা জাতিসংঘে প্রস্তাব পাস করে এবং পরবর্তীকালে সেটিকে বাস্তবায়িতও করে। অথচ তেমনটি জাতিসংঘ গৃহীত ফিলিস্তীন বা কাশ্মীরবিষয়ক প্রস্তাবের ক্ষেত্রে করেনি। পূর্ব তিমুরের আয়তন কাশ্মীরের এক দশমাংশও নয়। জনসংখ্যাও কাশ্মীরের তুলনায় নগণ্য। পূর্ব তিমুরের ভূগোল ও জনসংখ্যা ফিলিস্তীন বা মিন্দানাওর চেয়েও ক্ষুদ্রতর। এরপরও তিমুর জাতিসংঘ ও পশ্চিমা নেতাদের যেভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, কাশ্মীর বা ফিলিস্তীনের ক্ষেত্রে তা হয়নি; বরং উল্টোটি ঘটেছে। কাশ্মীর, চেচনিয়া বা ফিলিস্তীনের মুক্তিযুদ্ধ আজ পশ্চিমা বিশ্বের কাছে সন্ত্রাস তথা নিন্দনীয় অপরাধ। সেটি পূর্ব তিমুরের যোদ্ধাদের তারা বলেনি। অথচ ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে তারাও সশস্ত্র যুদ্ধে লড়েছে। উল্টো পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলি অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সে যুদ্ধকে সহায়তা দিয়েছে। অপরদিকে শান্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে এবং রাষ্ট্রটিকে ছিন্নভিন্ন করার ষড়যন্ত্রও করেছে।

পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহ পূর্ব তিমুরে যা করেছে সেটি তাদের নতুন স্ট্রাটেজি নয়। এটি তাদের পুরাতন স্ট্রাটেজিরই অংশ। পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলি নিজেদেরকে যতই স্যেকুলাররূপে যাহির করুক না কেন, গভীরে তারা অতিশয় খ্রীষ্টান। ১১ সেপ্টেম্বরের পর প্রেসিডেন্ট বুশ যে ক্রুসেডের ঘোষণা দিয়েছেন, তা নিছক উচ্চারণের ভুল নয়, আসল মনের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। উত্তেজনার মুহূর্তে এটি ছিল আসলরূপ ঢেকে রাখার ব্যর্থতা। পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলির সম্মিলিত স্ট্রাটেজি হ'ল মুসলিম রাষ্ট্রগুলিকে যথাসম্ভব ক্ষুদ্রতর করা। কারণ কোন জাতির সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তিকে সংকুচিত করার এটিই হ'ল কার্যকর মাধ্যম। এ কারণেই সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র ওসমানিয়া খেলাফত পশ্চিমাদের টার্গেটে পরিণত হয়েছিল। দেশটির ভূগোল ছোট করার লক্ষ্যে ভাষা ও গোত্রভিত্তিক ক্ষুদ্রতাকে কেন্দ্র করে তারা বিদ্রোহের উসকানি দেয়। তাদের সামরিক ও রাজনৈতিক সহায়তার ফলেই ইসলামের চৌদ্দশ' বছরের ইতিহাসে যে গোত্রগুলি পৃথক রাষ্ট্র স্থাপনের পর্যন্ত স্বপ্ন দেখেনি তারাও আজ রাষ্ট্রের মালিক। অভিন্ন ভাষাভাষী আরব বিশ্বে ২২টি রাষ্ট্রের পতন হয়েছে এভাবেই। এতে মুষ্টিমেয় রাজা-বাদশাহর জৌলুশ বাড়লেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মুসলিম উম্মাহ। অঢেল সম্পদ সত্ত্বেও শক্তিহীন হয়েছে আরববিশ্ব। আজ ক্ষুদ্র ইসরাঈলের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সামর্থ্য পর্যন্ত তাদের নেই। আর পাশ্চাত্যবিশ্ব এটিই চায়। এটিই হ'ল তাদের নতুন ক্রুসেড। এরা নিজেরা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হ'তে যাচ্ছে ইউরোপে, অথচ মুসলিম বিশ্বের খণ্ডিত ভূগোল যাতে আবার জোড়া না লাগে সে জন্য তারা নিরবচ্ছিন্ন পাহারাদারীর ব্যবস্থা করেছে। ওসমানিয়া খেলাফত বিনাশের পর দ্বিতীয় টার্গেটে পরিণত হয়েছিল তৎকালীন সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান। এদিকে ক্ষুদ্রতরকরণের পর তাদের বর্তমান টার্গেট আজকের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া। তিমুরকে বিচ্ছিন্ন করার মধ্য দিয়ে এ দেশটির খণ্ডিতকরণের প্রক্রিয়ার শুরু মাত্র। সে দেশে বিচ্ছিন্নতার আগুনে জ্বালানী ঢালা হচ্ছে আরো অনেক দ্বীপে।

অথচ কোন অমুসলিম দেশে মুসলিম এলাকার স্বাধীনতার কথা উঠলেই বলা হয় ভৌগলিক অখণ্ডতার কথা। যেমনটি কাশ্মীরের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ভারত এবং মিন্দানাওর স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ফিলিপাইন বলছে। ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক বিভাজনকে সেখানে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। অথচ জনবসতি অমুসলিম হ'লে তাদের পলিসি সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিভাজনকেই সেখানে পৃথক রাষ্ট্র গড়ার ভিত্তি রূপে গণ্য করা হয়। পূর্ব তিমুরে সেটিই হয়েছে। মুসলিম দেশকে ক্ষুদ্রতর করার সুযোগ যেখানেই পেয়েছে, সেখানে সে দেশটির ভৌগলিক অখণ্ডতাকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। ইন্দোনেশিয়ার ক্ষেত্রে যেমন হয়নি, হয়নি সুদানের ক্ষেত্রেও। যুগ যুগ সুদানের অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণ সুদানকে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ বিচ্ছিন্ন করতে চায়। এ লক্ষ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদীদেরকে তারা সর্বপ্রকার সহায়তা দিচ্ছে। ফিলিস্তীন, কাশ্মীর, মিন্দানাও বা চেচনিয়ার স্বাধীনতাকামীদের সন্ত্রাসী বললেও তাদেরকে তা বলছে না।

পাশ্চাত্য বিশ্বের এহেন কুৎসিত পক্ষপাতদুষ্ট ডবল স্টান্ডার্ডই বস্তুত বিশ্বব্যাপী বিপর্যয়ের মূল কারণ। ন্যায়-অন্যায় যাচাইয়ের কোন অভিন্ন স্টান্ডার্ডই তারা গড়ে উঠতে দিচ্ছে না। সংজ্ঞায়িত করলেও সেটির প্রয়োগ করতে দিচ্ছে না। জাতিসংঘ আজ পঙ্গুত্বের শিকার। বস্তুত এদের

পক্ষপাতদুষ্টতার কারণেই। অথচ অভিন্ন এক ক্ষুদ্র গ্রহে আমাদের সকলের বসবাস। শান্তির স্বার্থে রুল অব দি গেম এখানে অতিশয় যরূরী। নইলে বিশ্বশান্তি আরো বিপর্যস্ত হবে। একের দুঃখ তখন অন্যকেও মিজাইলের ন্যায় আঘাত হানবে। দুঃখী মানুষ নিজেই যে বোমায় বা মিজাইলে পরিণত হ'তে পারে, সে প্রমাণ তো এখন অনেক। কাউকে সীমাহীন যাতনা দিয়ে এ বিশ্বে কেউই নিরাপত্তা পেতে পারে না, এই নিরেট সত্যকে বুঝতে হবে। বিজ্ঞান শুধু যালিমের হাতই লম্বা করেনি, মযলূমকে আঘাতের প্রচণ্ড সামর্থ্য দিয়েছে। তা থেকে বিশ্বের বৃহৎশক্তিগুলিও নিজেদের বাঁচাতে অসমর্থ। তাই বিশ্ব শান্তির লক্ষ্যে মযলূমের যাতনার অবসান শুরু যরূরী নয়, অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে চাই বিশ্বব্যাপী এক অভিন্ন আইনের শাসন যা অন্যায়কে অন্যায়, যুলুমকে যুলুম বলতে ধর্ম, বর্ণ ও ভাষার নামে পক্ষিপাতিত্ব করবে না। পক্ষপাতিত্ব করবে না মযলূম পরাধীনের দুঃখ লাঘবেও। এমনকি খেলার মাঠে ভাষা, বর্ণ বা ধর্মের নামে আইনের প্রয়োগে পার্থক্য সৃষ্টি হয় না। সেখানে লাল কার্ড, হলুদ কার্ড দেখানোর সুযোগ থাকে। অথচ তেমন অভিন্ন আইনের নিরপেক্ষ প্রয়োগ হচ্ছে না বিশ্ব রাজনীতির মত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে, যেখানে সামান্য অবিচার হ'লে মৃত্যু ঘটে লক্ষ লক্ষ মানুষের। বিশেষ করে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে। বিশ্বের এই পক্ষপাতদুষ্ট ব্যবস্থাপনার কারণে লক্ষ লক্ষ নারী, শিশু ও নিরপরাধ মানুষ আজ বেঁচে থাকার ন্যূনতম নাগরিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত। বঞ্চিত নিজ গৃহে বসবাসের অধিকার থেকেও। অপরদিকে বেগীন, শ্যামন পেরেসের মত নরহত্যার নায়করাও পাচ্ছে নোবেল পুরষ্কার। বাহবা পায় যুদ্ধাপরাধী শ্যারণ। স্যাবরা, শাতিলা ও জেনিনের উদ্বাস্তু শিবিরে গণহত্যার নায়ক হয়ে প্রেসিডেন্ট বুশের কাছে সে শান্তিবাদী।

বিগত ৫৪ বছরে ফিলিস্তীনে অসংখ্য অপরাধ ঘটেছে, কিন্তু পাশ্চাত্যের পক্ষপাতদুষ্টতার কারণে আজ অবধি একটি অপরাধেরও বিচার হয়েছে? হয়নি। স্যাবরা-শাতিলা -জেনিনের ৪ হাযার মানুষের আত্মা জানতেই পারল না কোন অপরাধে তাদেরকে রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করা হ'ল। সে বিচারে কারো যেন দায়বদ্ধতা নেই। এই নৈরাজ্যময় বিশ্বে অপরাধীকে লাল কার্ড দেখাবে এমন কেউই নেই। জাতিসংঘ এখনই ইসরাঈল ও তার পাশ্চাত্য বন্ধুদের হাতে যিম্মী। ফিলিস্তীন, কাশ্মীর, চেচনিয়া ও মিন্দানাওর স্বাধীনতা এ জন্যই আজ উপেক্ষিত। পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতাকে দেখতে হবে এই প্রেক্ষাপটেই। এটি শুধু জাতিসংঘের পঙ্গুত্বকেই নয়, পশ্চিমা বিশ্বের পক্ষপাতদুষ্টতাকেও চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

[সংকলিত]

বাংলাদেশ ইসলাম ও আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক দৈন্য

*ফিরোজ মাহবুব কামাল**

দেশ কতটা ধনী বা ভিখারি সেটির পরিমাপে কলকারখানা, ক্ষেতখামার বা ব্যবসা-বাণিজ্য দেখার প্রয়োজন পড়ে না, বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদে কতটা সমৃদ্ধ বা দরিদ্র সেটিই তার নিখুঁত পরিমাপ দেয়। ইংল্যাণ্ডের জনসংখ্যা বাংলাদেশের অর্ধেকেরও কম। কিন্তু প্রতি বছর এ দেশে ৭০ হাযারেরও বেশী নতুন বই ছাপা হয়। শুধু লণ্ডন শহরে ছাপা হয় কোটি কপি দৈনিক পত্রিকা। ফলে পরিমাপ হয় এদেশের মানুষ কত সৃষ্টিশীল এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদে তারা কত সমৃদ্ধ। যে জাতির মগজ এত সক্রিয়, কি অর্থনীতি কি সামরিক, কি রাজনীতি কোন ক্ষেত্রেই কি তারা পিছিয়ে থাকে? ২৮ কোটি আরব যে পরিমাণ বিদেশী বই তরজমা করে সেটি ১ কোটি মানুষের দেশ গ্রীস যা করে তার এক-পঞ্চমাংশেরও কম। ফলে তেল আর গ্যাস যতই থাক, জ্ঞানবিমুখ এমন জাতির কি শক্তি-সামর্থ্য ও ইয্যত-আবরু থাকে? ৫০ লাখ ইহুদীর হাতে তাদের যিম্মীদশাই বলে দেয় তারা কত অসহায়। ইঞ্জিন যেমন গাড়ীকে সামনে টানে, তেমনি ব্যক্তি ও জাতিকে টানে বুদ্ধিবৃত্তি। বুদ্ধিবৃত্তিতে অগ্রসর একটি জাতি এজন্যই অন্য কোন ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকে না। এ কাজটি ইসলামে ফরয। বুদ্ধির প্রয়োগে বার বার নির্দেশ এসেছে মহান আল্লাহ তা'আলা থেকে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'আফালা তাফাক্কারুন, আফালা তা'কিলূন, আফালা তাদাব্বারুন'। অর্থঃ তোমরা কেন ভাবো না, কেন বুদ্ধিকে কাজে লাগাও না, কেন মনকে নিবিষ্ট করো না? যার মধ্যে চিন্তা নেই তার মধ্যে আল্লাহ-সচেতনতাও নেই। প্রকৃত মুসলমান হওয়া এমন চিন্তাহীন ও চেতনাহীন ব্যক্তির জন্য অসম্ভব। পবিত্র কুরআনে তাকে গবাদিপশু বা তার চেয়েও নিকৃষ্ট বলা হয়েছে। জ্ঞানী ব্যক্তি আল্লাহ্র সর্বাধিক প্রিয়। কিন্তু বাংলাদেশের মুসলমানদের মনে আল্লাহ পাকের এ প্রশ্নগুলি কি আদৌ নাড়া দিয়েছে? নাড়া দিলে সেটির আলামত বা প্রতিফলন কই? চিন্তার ফসলই মানবের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এটিকেই বলা হয় ইনটেলেকচুয়াল এসেট। মানুষ মরে যায়, কিন্তু এ সম্পদ জাতিকে উচ্চতর চেতনা ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায়। পাল্টে যায় তাদের রুচি ও সভ্যতার মান।

তাফাক্কুর বা তাদাব্বুরের উপর জোর দেয়া হয়েছে এমন আয়াতগুলি বাংলাদেশের মুসলমানরা যতটা মুখস্থ করেছে সে তুলনায় চিন্তা করেনি। অথচ চিন্তাকে জাগ্রত করাই ছিল এ প্রশ্নগুলির মূল উদ্দেশ্য। ফলে ১৩ কোটি মুসলমানের দেশে কয়েক লক্ষ হাফেয, ক্বারী, আলেম সৃষ্টি হ'লেও ফক্বীহ্, মুজতাহিদ বা চিন্তাবিদ তেমন গড়ে উঠেনি। যখন কাগজ আবিষ্কৃত হয়নি, আধুনিক ছাপাখানাও যখন নির্মিত হয়নি, তখনও সে যুগের মুসলমানরা হাযার হাযার বই

লিখেছেন। সে আমলে তাদের সংখ্যা বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যার ২০ ভাগের একভাগও ছিল না। কিন্তু আমরা এক্ষেত্রে অতিশয় অনুর্বরই প্রমাণিত হয়েছি। এর কারণ চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির দৈন্য। ফলে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম এ মুসলিম দেশটির বহুলপঠিত তাফসীর গ্রন্থগুলির প্রায় সবগুলিই অনুদিত। তবে বুদ্ধিবৃত্তির ময়দানে আমাদের এ পশ্চাৎপদতা আজকের নয়, হাযার বছরের। মুসলমানদের হাতে বঙ্গবিজয় হয়েছে প্রায় আটশ' বছর পূর্বে। ইসলামের প্রবেশ ঘটেছে তারও পূর্বে। এত দীর্ঘ সময়ে এ জাতির জ্ঞানের ভাণ্ডারে বিপ্লব সাধন কাঙ্ক্ষিত ছিল। বুদ্ধিবৃত্তিতে আরবে ও ইরানে বিস্ময়কর বিপ্লব এসেছিল ইসলাম গ্রহণের মাত্র শতবছরের মধ্যে। অথচ তাদের লোকসংখ্যা সে আমলে আজকের ঢাকা শহরের চেয়ে অধিক ছিল না। এমনকি আফগানরাও ছিল সংখ্যায় নগণ্য। অথচ শুধুমাত্র সুলতান মাহমূদের সাম্রাজ্যে যতজন বিজ্ঞানীর বসবাস ঘটেছিল, আমরা হাযার বছরেও ততজন বিজ্ঞানী গড়তে পারিনি। আবু আলী সীনা, ফারাবী, আলবিরুনীসহ বড় বড় বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী তার সাম্রাজ্যে বসবাস করতেন। বুদ্ধিবৃত্তিকে ধর্মপ্রাণ মানুষেরা সে সময় ইবাদত ভাবত। তেমনি শাসকেরাও এ পুণ্য কাজে সহায়তাদানকে নিজেদের দায়িত্ব মনে করত।

আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকে বলেছেন, 'একমাত্র জ্ঞানীরাই আমাকে ভয় করে'। তাই জ্ঞান যে ঈমানের পূর্বশর্ত তা নিয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। শূন্যে যেমন প্রাসাদ গড়া যায় না, তেমনি অজ্ঞতার উপর ঈমানের সৌধ নির্মিত হয় না। ছালাত আদায় করলেও অনেকে ঘুষ খায়, সুদ খায় এবং মিথ্যা কথা বলে। এর কারণ অজ্ঞতা। যে ব্যক্তি জ্ঞানচক্ষুতে পরকাল দেখতে পায়, পাপাচারে সেটিকে নষ্ট করতে সে ভয় পায়। শিশু আগুনে হাত দেয় আগুনের দাহ্য ক্ষমতা না জানার কারণে। ছালাত আদায়কারী ব্যক্তিও তেমনি ঘুষ খায় বা মিথ্যা কথা বলে পরকালের জ্ঞান না থাকার কারণে। অজ্ঞতা নিয়েও ছালাত আদায়কারী হওয়া যায়, কিন্তু পরিপক্ক ঈমানদার হওয়া কি সম্ভব? অজ্ঞতার ইসলামী পরিভাষা হ'ল জাহালত, যার মধ্যে এটি প্রকট সে জাহেল। আর এর বিপরীত শব্দ হ'ল মা'রেফাত, যিনি এর অধিকারী তিনিই 'আরেফ। মৃত্যুর এপারে বসে ওপারে কি হবে তা উপলব্ধি করার সামর্থ্যই হ'ল মা'রেফাত এবং সে সামর্থ্য জ্ঞানে সৃষ্টি হয়। এমন জ্ঞানই মানুষকে পাপাচার থেকে দূরে রাখে। অপরদিকে জাহেল বা অজ্ঞ শুধু নাস্তিকেরা নয়, বহু আস্তিকও। যুগে যুগে ইসলামের সর্বনাশ হয়েছে মুসলিম বেশধারী এসব জাহিল আস্তিকদের কারণে। এরা ভোট দিয়ে শরী'আতের প্রতিষ্ঠাকে রুখছে। এদের অজ্ঞতা শুধু নিজেদের নিয়ে নয়, বরং আল্লাহ আখেরাত তথা সমগ্র ইসলামকে নিয়ে। অধিকতর শংকার কারণ, এরূপ অজ্ঞ বা জাহেল থাকাকে মুসলমানরা আজ আর পাপ ভাবে না। অথচ অজ্ঞ থাকাটাই চরম অধর্ম তথা মহাপাপ। সব পাপের জন্য এখান থেকেই। এ পাপাচার রুখতে ইসলাম সকল নর-নারীর জ্ঞানার্জনের উপর গুরুত্ব দিয়েছে। কুরআনের প্রথম অহি 'ইক্বরা' বা পড় হওয়ার তাৎপর্য সম্ভবত এটিই। কোনরূপ কুরআন-হাদীছের জ্ঞান নয় নিছক অক্ষরজ্ঞানের বিনিময়ে নবীজী (ছাঃ) বদর যুদ্ধের হত্যাযোগ্য যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দিয়েছেন। বিদ্যার্জন ইসলামে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এটি হ'ল তারই উদাহরণ। জ্ঞানার্জনকে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়ার কারণেই সেকালে মুসলমানেরা স্বল্পসময়ে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছিল এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতার জন্ম দিতে পেরেছিল। অথচ আজকের মুসলমানেরা ইতিহাস গড়েছে নিরক্ষরতায়। বাংলাদেশসহ বহু মুসলিম দেশের অর্ধেকেরও বেশী নর-নারী এখনও নিরক্ষর।

সত্য-অসত্য, ন্যায়-অন্যায়ের উপলব্ধিতে অতিশয় যরূরী হ'ল ব্যক্তির চিন্তার সামর্থ্য। জ্ঞানবান হওয়ার পথে এটিই সেরা অবলম্বন। বস্তুত অন্য জীবকুল থেকে মানুষ শ্রেষ্ঠতর শুধু এ গুণটির জন্যই। চিন্তার সামর্থ্য একমাত্র চিন্তাতেই বৃদ্ধি পায়। চিন্তার অনভ্যাসে সুস্থ মানুষও আহম্মকে পরিণত হয়। পঙ্গুত্বপ্রাপ্তি ঘটে তার বুদ্ধিবৃত্তির। যেমন দীর্ঘকাল অব্যবহারে এমনকি সুস্থ হাত-পা শক্তিহীন হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আগমনে আরবের যে মগজগুলি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কে পরিণত হ'ল তা কয়েক বছর পূর্বেও চিন্তা-ভাবনা থেকে নিবৃত্ত ছিল। ফলে মৃত্যু ঘটেছিল বিবেকের। ফলে ব্যভিচার, উলঙ্গতা বা নিজ কন্যার জীবন্ত দাফনেও সে বিবেকে দংশন হ'ত না। এমন বিবেকহীনদেরকে চিন্তায় অভ্যস্ত করে কুরআন তাদের বিবেককেই জীবিত করেছিল। অভ্যস্ত করেছিল এ ভাবনায় যে, কি করে আরও সভ্যতর হওয়া যায়। এভাবেই শুরু হয়েছিল তাদের উপরে ওঠার প্রক্রিয়া। এর ফলেই অতিশয় স্বল্প সময়ে তারা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা গড়তে সমর্থ হয়েছিল।

মগজই দেহের মটর বা ইঞ্জিন। এটি জ্বরাগ্রস্ত হ'লে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয় শুধু হাত-পা নয় সমগ্র দেহ। তেমনি জাতির মগজ হ'ল আলেম বা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। জাতির পতনের শুরু তাদের পচন বা অসুস্থতা থেকে। এজন্যই পতনশীল একটি জাতিকে দেখে অন্তত এটুকু সঠিকভাবেই বলা যায়, সে জাতির আলেমরা বা বুদ্ধিজীবীরা যথাযথ দায়িত্ব পালন করেননি। বনী ইসরাঈলের পতনের বড় কারণ ছিল তাদের আলেমগণ। একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তি বা ইলম চর্চাই মানুষকে ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সমাজ, রাষ্ট্র ও সমগ্র বিশ্বকে নিয়ে ভাবতে ও ত্যাগে উৎসাহিত করে। এ গুণটি ছাড়া মানব সমাজের উচ্চতর ও সভ্যতর বিবর্তন

সম্ভব নয়। এটির অবর্তমানে জাতির কাঁধে ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা ও হানাহানি ভর করে। রাজনৈতিক বিপ্লব এ বিশ্বে কম হয়নি। কিন্তু তাতে মানব জাতির মহত্তর বা সভ্যতর উত্তরণ সম্ভব হয়নি। রাজা বদল শত-সহস্রবার হ'লেও এতে দাস বা ভাগ্যাহতদের ভাগ্য বদলায়নি। অথচ মানব জাতির ইতিহাসের মোড় পাল্টে দেয় ইসলাম। কারণ ইলম চর্চাকে ইসলাম জনগণের স্তরে নামিয়ে আনে। পেশাদারীর স্থলে এটিকে ইবাদতে রূপ দেয়। এ কারণেই কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ীসহ সব শ্রেণীর মানুষ সেদিন সুচিন্তায় তথা বুদ্ধিবৃত্তিতে অভ্যস্ত হয়। ফলে আরবের নিরক্ষরদের মাঝে সেদিন যে পাপের অসংখ্য চিন্তানায়কের জন্ম হয়েছিল তা আজকের বিশ্ববিদ্যালয়ের বা সর্বোচ্চ মাদ্রাসার শিক্ষকদের মাঝেও বিরল।

মুসলমানদের বর্তমান বিপর্যয়ের কারণ বুদ্ধিবৃত্তিকে তারা দীর্ঘকাল পরিহার করেছে। আক্বলের প্রয়োগ ছেড়ে নকলকে তারা ইল্ম চর্চা মনে করেছে। বাংলাদেশের ভিক্ষাবৃত্তি শুধু খাদ্যে নয় জ্ঞানেও। প্রযুক্তিগত সুবিধা বৃদ্ধির ধারণা মাথায় রেখেও বলা যায় যে, বিগত আটশ' বছরে বাংলা ভাষায় ইসলামের উপর যে কয়খানা বই লেখা হয়েছে তার শতকরা নিরানব্বই ভাগ সম্ভবত লেখা হয়েছে বিগত ৫০ বছরে। প্রশ্ন হ'ল, বাকি সাড়ে সাতশ' বছর আমরা কি করেছি? এখনও যা হচ্ছে সেটিও কি আশাব্যঞ্জক? বুদ্ধিচর্চার ময়দানে ইসলামবিরোধীরা এখনও বিজয়ী। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বইয়ের প্রায় শতকরা ৯৫ ভাগের লেখক সম্ভবত তারাই। ইসলামপন্থীরা এদেরকে বিদেশের দালাল বলে দায়িত্ব সেরেছে। কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। গালিগালাজের মধ্য দিয়ে বরং নিজেদের ভাবমূর্তিকে তারা বিনষ্ট করেছে। কারণ গালিগালাজ কোন সমাজেই প্রশংসনীয় নয়। বিবেকের আদালতে তো নয়ই। বরং নিজেরা যে বুদ্ধিবিমুখ সেটিই জনসম্মুখে প্রমাণিত হয়েছে। ইসলামপন্থীদের দায়িত্ব ছিল বিপক্ষের যুক্তিকে খণ্ডন করে অন্তত বুদ্ধিবৃত্তির ময়দানে ইসলামকে বিজয়ী করা। এর জন্য প্রয়োজন ছিল দুয়েকজন নয়, শত শত উঁচু মাপের লেখক বা বুদ্ধিজীবী তৈরী করা। শত্রুপক্ষের জবাবে ইসলাম যা বলতে চায় তা সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলা। কিন্তু সে কাজ যথাযথ হয়নি। ফলে চেতনার রাজ্যে সুচিন্তার চাষাবাদ বাড়েনি, কুরআন যা বলতে চায় সেগুলিকেও মানুষের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছানো হয়নি। ফলে কুরআন সবচেয়ে পঠিত কিতাব হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সমাজের অন্ধকার দূর হয়নি। অথচ ইসলামের আলো বিতরণের কাজে প্রতিটি মুসলমান দায়বদ্ধ। আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত এ মহাগ্রন্থটির সাথে যে যুলুম হয়েছে সম্ভবত তা কেচ্ছা-কাহিনীর বইয়ের সাথেও হয়নি। কারণ সেটিকেও অন্তত বুঝে পড়ার চেষ্টা করা হয়, ভিন ভাষায় হ'লে সেটিকে অনুবাদ করা হয়। অথচ বাংলাদেশে সাতশ' বছর ধরে কুরআন পঠিত হয়েছে অনুবাদ ছাড়াই। জ্ঞানের সর্বোচ্চ উৎসের সাথে এমন আচরণ একমাত্র বিবেকের পঙ্গুত্বেই সম্ভব, সুস্থতায় নয়। বুদ্ধিবৃত্তি এ যাবতকাল এ দেশটিতে কতটা গুরুত্বহীন ছিল সেটি এ থেকেই বোঝা যায়। বলা হয়, কুরআন বুঝা আলেম-উলামার কাজ, এটি সাধারণের সামর্থ্যের বাইরে। কথাটি অসত্য। সমগ্র কুরআনের এর স্বপক্ষে একটি প্রমাণও নেই। একজনের খাদ্যগ্রহণে আরেকজন বাঁচে না। খেতে হয় সবাইকেই। তেমনি কুরআন থেকে আলেমের জ্ঞানার্জনে অন্যের ঈমান পুষ্টি পায় না, ফলে তার জন্য মুসলমান থাকাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। আহারের ন্যায় জ্ঞানার্জনের দায়িত্বও সবার। নবী করীম (ছাঃ)-এর আমলে কুরআনকে বোঝার চেষ্টা করেছেন ক্ষেত-খামারের সাধারণ মানুষ। জ্ঞানচর্চা সেদিন গণমুখিতা পেয়েছিল। এ কারণেই ঘরে ঘরে আলেম ও শহীদ সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে মদীনার ক্ষুদ্র জনপদটিতে সেদিন যত মুজাহিদ ও মুজতাহিদ ফকীহ্‌র জন্ম হয়েছিল, বাংলাদেশে বিগত হাযার বছরে তার শতভাগের একভাগও হয়নি। অথচ সে আমলে মদীনার জনসংখ্যা বাংলাদেশের আজকের একটি ইউনিয়নের সমানও ছিল না।

বলা হয়, মুসলমানদের সমস্যা ইলমে নয় আমলে। তাদের ধারণা, ইল্ম চর্চা যথেষ্ট হয়েছে, এখন আমল প্রয়োজন। অথচ তারা ভুলে যান আমল ইলমেরই ফসল। ব্যক্তির কদর্য আমল দেখেই বোঝা যায় সে ব্যক্তির ইল্ম চর্চা হয়নি। গাছ ছাড়া যেমন ফল আশা করা যায় না, তেমনি ইল্ম ছাড়া আমলও আশা করা যায় না। ইল্মের আগে আমলে পরিশুদ্ধি চাওয়া অনেকটা ঘোড়ার আগে গাড়ী জোড়ার মত। আমলে সমস্যা সৃষ্টি হয় ইল্মে সমস্যা থাকার কারণে। ইল্ম মুখস্থের সামর্থ্য নয়, তেলাওয়াতের সামর্থ্যও নয়। এটি হ'ল আত্মোপলব্ধি ও আত্মপরিশুদ্ধির সামর্থ্য। এ সামর্থ্য অর্জনের পরই তার আমলে পরিবর্তন আসে, পূর্বে নয়।

ইল্মই বুদ্ধিবৃত্তিকে সক্রিয় করে। সৎ কাজে উৎসাহ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে। ঔষধের নামে বিষপান যেমন সমাজে কম হয় না, তেমনি কম হয় না শিক্ষার নামে কুশিক্ষা এবং জ্ঞানের নামে অজ্ঞতার বিতরণ। এজন্যই মাদরাসাতে নকল হয়, বিশ্ববিদ্যালয়েও ধর্ষণে উৎসব হয়। হাজামজা চরজাগা নদীর পানিতে নৌকা চলে না, প্লাবনও আসে না। ভরা জোয়ারের প্লাবন আনতে হ'লে নদীভরা পানি প্রয়োজন। তেমনি জ্ঞানের ক্ষেত্রেও। জীবনের মোড় পাল্টাতে হ'লে গভীরতর জ্ঞানের প্রয়োজন। গভীর জ্ঞানের ফলেই আসে ব্যক্তির ঈমান, আমল ও চিন্তার মডেলে পরিবর্তন। যে কোন সমাজ বিপ্লবের জন্য এটি শুধু যরূরী নয়, অপরিহার্য। শুধু তেলাওয়াতে সেটি সম্ভব নয়। সম্ভব

হলে মুসলমানরাই হত জ্ঞান-বিজ্ঞানে আজ সর্বশ্রেষ্ঠ জতি। কারণ জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব কুরআনের এত তেলাওয়াত আর কোনকালেই হয়নি।

সমস্যা হ'ল অজ্ঞতাই যে আমাদের সকল দুরবস্থার কারণ সেটির উপলব্ধি নিয়েও রয়েছে ব্যর্থতা। সঠিক পথের সন্ধান লাভের পর কোন সুস্থ ব্যক্তি ভ্রান্ত পথে দৌড়ায় না। এটিই মানুষের ফিতরাত। আমাদের ভ্রান্ত পথের দৌড়ই প্রমাণ করে সঠিক পথ আমাদের চেনা হয়নি। জাহান্নামের আযাব এতই কঠিন যে, সে আযাবের সম্যক উপলব্ধি ব্যক্তির জীবনে মহত্তর বিপ্লব আনতে বাধ্য। সে বিপ্লব না এলে বুঝতে হবে সে আযাবের জ্ঞান লাভই ঘটেনি। নবী করীম (ছাঃ) তাঁর ১৩ বছরের মক্কী জীবনে মুসলমানদের মাঝে আখেরাতের জ্ঞানকে মযবূত করেছিলেন। কুরআনের মক্কী সূরাগুলির মূল লক্ষ্যই ছিল এটি। সে সময়ে মুসলমানদের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন হয়েছে। কিন্তু সে নির্যাতন বরং তাদের চেতনাকে শাণিত করেছে। ধারালো করেছে তাদের ঈমান ও উপলব্ধিকে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালে সত্যের যে উপলব্ধি ঘটে তা বক্তৃতায় বা ওয়াযে সৃষ্টি হয় না। ফলে ঈমানের যে মযবূত বুনিয়াদ মক্কায় গড়ে উঠেছিল সেটি ছিল অতুলনীয়। মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল সে শক্ত বুনিয়াদের উপর ভিত্তি করেই।

জ্ঞানের গভীরতম স্তরে পৌঁছার এ মা'রেফাত পীরের খানকাতে সৃষ্টি হয় না, ওয়াযের মাহফিলেও নয়। বাংলাদেশে যেরূপ লাখ লাখ মানুষের উপস্থিতিতে ওয়ায বা ইজতেমা হয়, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আমলে সেটি হয়নি। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্তৃতায় নবী করীম (ছাঃ) যেভাবে মানুষকে চিন্তায় আগ্রহী করেছেন সেটিই বরং আত্মোপলব্ধির সামর্থ্য বাড়িয়েছে। এভাবে ইলমের বীজকে তিনি বিবেকের গভীরে প্রোথিত করেছেন। ফলে বেড়েছে বুদ্ধিবৃত্তি বা বুদ্ধির প্রয়োগ। ইসলামী পরিভাষায় এটিই হল তাদাব্বুর ও তাফাক্কুর। অথচ বাংলাদেশে এটিরই মহাসংকট। দেশে মাদরাসা বাড়ছে, মসজিদও বাড়ছে। বাড়ছে ছালাত আদায়কারীর সংখ্যাও। কিন্তু যা বাড়েনি বা বাড়ছে না তা হ'ল বুদ্ধিবৃত্তি তথা বিবেককে কাজে লাগানোর সামর্থ্য। দেশের রাজনীতি, প্রশাসন, ধর্ম-কর্ম বা ব্যবসা-বাণিজ্য জুড়ে আজ যে বিবেকহীনতা সেটিই প্রমাণ করে সমাজকে সভ্যতর করার কাজে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। চেতনার রাজ্যে যেভাবে আগাছা বাড়ছে তাতেই প্রমাণিত হয় জ্ঞানের বীজ যথার্থভাবে ছিটানোই হয়নি। অথচ এ কাজে সবচেয়ে বড় যিম্মাদারী ছিল ইসলামপন্থীদের। কারণ তারাই আল্লাহ্‌র কাছে এর জন্য দায়বদ্ধ।

॥ সংকলিত ॥

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিদেশী সাহায্য সম্পর্কীয় প্রাসঙ্গিক কিছু কথা এবং প্রস্তাবনা

*মুহাম্মাদ শহীদ-উল-মূলক**

৪ঠা আগষ্ট ২০০২ তারিখের 'প্রথম আলো' পত্রিকায় প্রকাশিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় প্রফেসর জামাল নযরুল ইসলাম-এর বিশেষ সাক্ষাৎকারটি পড়লাম। তিনি সাক্ষাৎকারে বিভিন্ন বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করেছেন। যার মধ্যে বাংলাদেশে বিরাজমান সমস্যা এবং অর্থনৈতিক বিষয়গুলিই প্রধান্য পেয়েছে। তিনি যথার্থই বলেছেন, 'আমাদের কোন বিদেশী সাহায্যেরই প্রয়োজন নেই'। তাঁর এই বাস্তব এবং সময়োপযোগী উপলব্ধিটুকু আমাকে খুবই আকৃষ্ট করেছে। তিনি বিদেশী সাহায্যের উপর বেশ কিছু সাদামাটা পরিসংখ্যান সহজ ও সরল কথায় এমনভাবে তুলে ধরেছেন যে, সমাজের সচেতন মানুষের মনকে নাড়া না দিয়ে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জাগবে, এ যাবত প্রাপ্ত বিদেশী সাহায্যের ১ লাখ ৮০ হাযার (অনেকের মতে ১ লাখ ৯৫ হাযার) কোটি টাকা পেল কোথায়? সাহায্য প্রাপ্তির হিসাব-নিকাশে অস্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার অভাবের দরুন প্রাপ্ত বিদেশী সাহায্যের যে সঠিক সদ্ব্যবহার হচ্ছে না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ফলে দেশের কাংখিত কোন উন্নয়ন হচ্ছে না; বরং ঋণের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর বোঝা সাধারণ মানুষের ঘাড়ে গিয়ে চাপছে।

প্রাপ্ত দিবেশী সাহায্যের একটা বিরাট অংশ দাতাগোষ্ঠীর প্রেসক্রিপসন অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ সার্ভিস ইত্যাদির নামে তাদের কর্মকর্তা/কর্মচারীরাই নিয়ে যাচ্ছেন। আর বাকী অংশের বেশীর ভাগ দেশেরই এক শ্রেণীর বিবেকবর্জিত মানুষ লুটেপুটে খাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে প্রফেসর জামাল নযরুল ইসলামের সাক্ষাৎকারে উল্লেখিত জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের বক্তব্যই প্রমাণ করে যে, বিদেশী সাহায্যের মধ্যে শুভংকরের ফাঁকি লুকিয়ে আছে এবং শুভংকরের ফাঁকি মিশানো বিদেশী সাহায্য নিয়ে কোন দেশ স্বাবলম্বী হ'তে পারছে না। মহাসচিব বলেছেন যে, 'আফ্রিকার জন্য সংস্কার ও উন্নয়নের নামে বিগত ৪০ বছরে যে ২০ লাখ কোটি টাকার বিদেশী সাহায্য আসে, তা থেকে বিদেশী বিশেষজ্ঞরাই নিজেদের বেতন ভাতা হিসাবে প্রতিবছর ৫০ হাযার কোটি টাকা তুলে নিয়েছেন। অথচ এ কাজটা হয়ত ৫ হাযার কোটি টাকা খরচ করে করা সম্ভব ছিল'।

সাহায্য প্রাপ্তির প্রধান উৎস 'আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল' (আইএমএফ) সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। তাতে তারা বলেছে যে, বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য যে ১০৫ কোটি ডলারের (বাংলাদেশী টাকায় যার মূল্যমান প্রায় ৬০০০ কোটি টাকা) সাপ্লাইয়ার্স ক্রেডিট দেওয়া হয়েছে। তা বাংলাদেশের জন্য

* মূলক ভিলা, টিবি রোড, লক্ষীপুর, রাজশাহী।

বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সাপ্লাইয়ার্স ক্রেডিটের অধীনে প্রাপ্ত টাকার যথাযথ ব্যবহার হয়নি। ফলে সুদে-আসলে টাকা পরিশোধ করতে বাংলাদেশকে এখন হিমসিম খেতে হবে। স্বাস্থ্যখাতে বিদেশী সাহায্যের বিষয়টি প্রাসংগিকভাবেই এখানে এসে যায়। বিগত ৪ বছরে 'এইচপি এসপি'র ২৫টি প্রকল্পের বিভিন্ন খাতে প্রায় ৮ হাযার কোটি টাকা ব্যয় করেও দেশের জনগণের স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়নে কোন ফল হয়নি; বরং কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষতি হয়েছে। 'এইচপি এসপি'র প্রকল্পের কোন অগ্রগতি না হওয়ায় স্বয়ং আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রী ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন জাতীয় ষ্টিয়ারিং কমিটির সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। বিগত সরকারের আমলে ১৯৯৮ সালে 'এইচপি এসপি' কর্মসূচী শুরু হয়। এই প্রকল্পের কাজ ২০০৩ সালের জুন মাসে শেষ হওয়ার কথা। ইতিমধ্যেই মূল্যবান চার চারটি বছর পার হয়ে গেছে। অথচ কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বিদেশী সাহায্যের যে কি দৈন্যদশা দৈনিক খবরের কাগজ পড়লেই বুঝতে কোন কষ্ট হবে না। এগুলি হ'ল বিদেশী সাহায্যের কিছু খণ্ড চিত্র মাত্র। যদি আমরা একটু গভীরে যাই, দেখব সর্বত্রই বিদেশী সাহায্যের বেহাল অবস্থা।

প্রাপ্ত বিদেশী সাহায্যের অর্ধেকটাও যদি আমরা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারতাম, তবে আমাদের দেশ সোনার দেশে পরিণত হ'ত। স্বাধীনতার পর মূল্যবান ত্রিশটি বছর পেরিয়ে গেলেও চোখে লাগার মত উন্নয়নের সাক্ষাৎ আমরা আজও পাইনি।

উন্নয়ন তো এমন কোন সহজ লভ্য জিনিস নয় যে, আপনা আপনি হয়ে যাবে। আমাদের মাঝে না আছে দেশাত্মবোধ, না আছে নিঃস্বার্থভাবে দেশের জন্য কাজ করার মনমানসিকতা। সততা, নিষ্ঠা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বলতে তো আমাদের মাঝে কিছুই নেই। আমরা আকণ্ঠ ঘুষ ও দুর্নীতিতে ডুবে আছি। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির কথা না হয় বাদই দিলাম। আমাদের আছে কেবল আত্মকেন্দ্রিকতা ও কথার ফুলঝুরি। এই যদি হয় আমাদের অবস্থা, তাহ'লে কিভাবে আমরা উন্নয়ন আশা করব?

আমাদের মত স্বাধীন অনেক দেশই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বেশ সাফল্য অর্জন করেছে। সাম্প্রতিক কালের একটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। যারা ৮ এবং ৯ই আগষ্ট-এর 'দৈনিক ইনকিলাব' পড়েছেন, তাদের নিশ্চয়ই চোখ পড়েছে 'মালয়েশিয়ার অর্থনীতি বিশ্বের এক বিস্ময়' এই শিরোনামটির প্রতি। অতি সম্প্রতি মালয়েশিয়া দারুণ অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়ে। সময়োচিত এবং যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে আইএমএফ প্রস্তাবিত সাহায্য না নিয়েও মালয়েশিয়া আজ সংকটমুক্ত। গত বছর যেখানে তাদের প্রবৃদ্ধি ছিল মাত্র ০.৪%, সেখানে চলতি বছরে তারা ৩.৫% প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। এই প্রবৃদ্ধি থাইল্যাণ্ড, সিঙ্গাপুর ও তাইওয়ানের চেয়ে অনেক বেশী। দক্ষতাপূর্ণ মৌল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা জোরদার করণ, কর্পোরেট ও ব্যাংকিং খাতের সমন্বিত উদ্যোগ, রপ্তানী খাতের উন্নয়ন ও রপ্তানী বৃদ্ধির ফলেই মালয়েশিয়ার ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতির পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়েছে। ফিলিপাইনের সিনেটর ব্লাস অপল্ যথার্থই বলেছেন, "Mohathir is a source of inspiration for south east Asians. He has provided the crocial leadership to accelerate the development of Malaysia into one of the world's economic miracles".

মালয়েশিয়ার অর্থনীতি সত্যিই আজ বিশ্বের এক বিস্ময় হয়ে দেখা দিয়েছে। নিজেদের সামর্থ্যের উপর নির্ভরতাই হ'ল মালয়েশিয়ার সাফল্যের প্রধান চাবিকাঠি।

আমাদের দেশ মূলতঃ কৃষিপ্রধান দেশ। মানব সম্পদ এবং গ্যাস সম্পদের প্রাচুর্যতাও আমাদের রয়েছে। আমাদের দেশ কি দেখাতে পারে না কোন চমক আমাদেরই এক ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ বন-বনানীতে পূর্ণ মহাথিরের দেশের মত। সততা ও নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা করলে কিছুই অসম্ভব নয়। বর্তমান সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পর আমাদের অভিজ্ঞ অর্থমন্ত্রী জনাব এম, সাইফুর রহমান আইএসএফ-এর সতর্কবাণী উপেক্ষা করে কিছু কিছু সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করায় অর্থনীতিতে কিছুটা গতি সঞ্চারই এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। কৃষিপ্রধান দেশ বিধায় আমাদের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রাসংগিকভাবেই বিশেষ সাক্ষাৎকারে উল্লেখিত প্রফেসর জামাল নযরুল ইসলামের সেই গ্রামের কোটিপতি ওমর আলীর গল্পে ফিরে আসতে হয়। উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি ব্যবহার করে ওমর আলী কৃষি জমি চাষাবাদ করে কোটিপতি হয়েছিলেন। তার বিদেশী সাহায্যের দরকার পড়েনি। বাংলাদেশে প্রায় ৬৪ হাযার গ্রাম আছে। প্রাথমিকভাবে অন্ততঃ ১০/১২ হাযার গ্রাম থেকে একজন করে নিয়ে ১০/১২ হাযার গ্রামবাসীকে যদি ওমর আলীর মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করা যায়, তাহ'লে আমাদের গ্রামবাসীগণই হ'তে পারেন বিদেশী সাহায্যের জোগানদার।

যেকোন দেশের আর্থিক উন্নয়নে বৈদেশিক বিনিয়োগের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলাদেশেরও বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু আমাদের সম্ভাবনাময়ী গ্যাস খাতে বিনিয়োগ নিয়ে যে আন্তর্জাতিক খেলা শুরু হয়েছে, তাতে আমাদের এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাড়াহুড়ো করে আমাদের এমন কোন কাজ করা উচিত নয় যাতে আমাদের প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগটাও হাত ছাড়া হয়ে না যায়। ইতিমধ্যেই গ্যাস সংক্রান্ত দুই বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট পেশ হয়েছে। তাতে 'এখন গ্যাস রপ্তানীর সুযোগ নেই' বলে মতামত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে তেল সমৃদ্ধ মধ্য প্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলির কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। তেল সম্পদের উপর উন্নত বিশ্বের দেশগুলির লোলুপ দৃষ্টি থাকায় আরব দেশগুলি হরহামেশা আন্তর্জাতিক চক্রান্তের শিকারে পরিণত হচ্ছে। ফলে মধ্যপ্রাচ্যে সবসময় অশান্তি বিরাজ করছে।

চট্টগ্রাম বন্দরের উজানে কর্ণফুলী নদীর মুখে এসএসএ'র কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণের ব্যাপারটি প্রাসংগিকভাবেই এখানে উল্লেখ করতে হ'ল। টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে নিঃসন্দেহে বিনিয়োগ বাড়বে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের দ্বারও খুলে যাবে। ব্যবসায়ীদেরও আশা যে, পাশাপাশি দু'টি বন্দর টার্মিনাল থাকলে প্রতিযোগিতা বাড়ার সাথে সাথে সেবার মানও

বাড়বে। কিন্তু আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা তা বলে না। আমাদের কর্মকর্তা/কর্মচারী/শ্রমিকদের প্রতিযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সেবার মান উন্নত করার মনমানসিকতা নেই। জাতীয়করণকৃত ব্যাংক/বীমার পাশাপাশি যখন দেশে বেসরকারী ব্যাংক/বীমা চালু করা হয়, তখনও দেশের মানুষ এরূপই আলোচনা করেছিল। কিন্তু জাতীয়করণকৃত ব্যাংক/বীমা কোম্পানীগুলিতে সেবার মান তো বাড়েনি; বরং দিনদিন খারাপের দিকে যেতে থাকে। তারই ফলশ্রুতিতে জাতীয়করণকৃত ব্যাংকগুলির বর্তমান দৈন্যদশা। সেই আঙ্গীকে আমাদের ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থা মূল্যায়ন করতে হবে। অন্যথায় বন্দরটি অকার্যকর হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

বর্তমান বিশ্বের মন্দা অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে বিদেশী সাহায্যের আশা না করে আমাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে হবে। নিজের সাহায্যই হ'ল উত্তম সাহায্য। ইংরেজীতে যাকে বলা হয়, 'Self help is the best help'। পবিত্র কুরআনেও এই ব্যাখ্যাটির অনুকূলে মতামত রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির ভাগ্যের পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন না করে' *(রা'দ ১১)*। আমরা যদি সত্যিকার অর্থে স্বনির্ভর অর্থনীতি চাই, তবে আমাদের প্রাপ্ত সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমেই তা অর্জন করতে হবে। সেই লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি বিবেচনার দাবী রাখেঃ

(১) সর্বাগ্রেই আমাদের উন্নতির সোপান কৃষিখাতকে শক্তিশালী করতে হবে। এ লক্ষ্যে নীচের বিষয় সমূহের উপর নযর দিতে হবে, যা কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমেই করা সম্ভবঃ

(ক) জমির মালিকদের উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং প্রয়োজনে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে।

(খ) মৌসুমী বৃষ্টির উপর নির্ভর না করে কৃষকেরা যাতে সারা বছর শস্য ফলাতে পারেন সেজন্য সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে। বহুল আলোচিত বর্তমান সরকারের খালখনন কর্মসূচীর মাধ্যমেও সেচ ব্যবস্থাকে জোরদার করা যায়।

(গ) সময়মত কৃষকদের উন্নত বীজ, সার ও কীটনাশক সরবরাহ করতে হবে।

(ঘ) প্রান্তিক কৃষকদের সহজ শর্তে সূদমুক্ত ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। হয়রানি ছাড়াই যাতে কৃষকেরা সময়মত ঋণ পান তারও নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। অতীতে দেখা গেছে প্রান্তিক চাষীরা শস্য ঋণের টাকার বেশীরভাগই তাদের সাংসারিক কাজে ব্যয় করে ফেলায় চাষাবাদ ব্যাহত হয়েছে। এই ঋণ শোধ করা তো দূরের কথা, এই ঋণ তাদের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঋণ দেওয়ার সময় এই বিষয়গুলি মাথায় রাখতে হবে। প্রয়োজনে ঋণের পরিমাণ কিছু বাড়িয়ে দিতে হবে যাতে তারা ব্যক্তিগত খরচ মিটিয়ে কৃষিখাতে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করে আশানুরূপ ফসল ফলাতে পারেন।

(ঙ) সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে চাষাবাদ করলে ভাল ফল আশা করা যায়। কৃষকদের এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

(চ) চাষীরা যাতে তাদের উৎপাদিত পণ্য ন্যায্য মূল্যে সহজেই বাজারজাত করতে এবং প্রয়োজনে আবার ন্যায্যমূল্যে কিনতে পারেন, সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। গ্রামীণ সমবায় সমিতি এবং গ্রামীণ মার্কেটিং সমবায় সমিতির মাধ্যমে একাজগুলি সহজেই করা সম্ভব।

(ছ) কয়েকটি ইউনিয়ন নিয়ে এলাকা ভিত্তিক খাদ্য গুদাম তৈরি করতে হবে, যাতে কৃষক ভাইদের উদ্বৃত্ত শস্য ন্যায্যমূল্যে গুদামজাত হয়। সময় ও সুযোগমত সরকার গুদামজাত পণ্য বাজারে ছাড়তে অথবা বিদেশে রপ্তানি করতে পারবে।

(জ) গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারলে কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ সহ কৃষি ভিত্তিক ছোট ছোট শিল্প-কারখানা গড়ে উঠার দ্বার উন্মুক্ত হবে।

(ঝ) গ্রামীণ পর্যায়ে কৃষি ব্যবস্থাপনা জোরদার করণে 'গ্রাম সরকার' সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

২। কর্পোরেট ও ব্যাংকিং খাতকে রাজনীতি মুক্ত দক্ষ ব্যবস্থাপনার কাছে হস্তান্তর করতে হবে। ফলে একদিকে যেমন এ সংস্থাগুলির মাঝে শৃংখলা ফিরে আসবে, অন্যদিকে এগুলি দেশের উন্নয়নে আশানুরূপ অবদান রাখতে পারবে।

৩। রপ্তানীখাতকে চাঙ্গা করতে হবে। রপ্তানীর ব্যাপক প্রসার ঘটাতে পারলে অল্পদিনের মধ্যেই বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিঃসন্দেহে কাংখিত পর্যায়ে পৌঁছে যাবে।

৪। দেশের বিদ্যমান শিল্পকারখানাগুলি পর্যায়ক্রমে আধুনিকীকরণের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করতে পারলে রপ্তানী বৃদ্ধি পাবে। ফলে অলাভজনক শিল্প ইউনিটগুলি আর বন্ধ করার প্রয়োজন হবে না এবং শ্রমিক অসন্তোষও দূর হবে।

৫। যে কলকারখানাগুলি বন্ধ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে বন্ধ করা হবে, সেখানে 'কুটির শিল্প পল্লী' গড়ে তোলা যেতে পারে। কেননা কুটির শিল্প বেকার সমস্যা দূরীকরণের এক বিরাট সহায়ক শক্তি।

৬। মুদ্রা ও শেয়ার বাজারের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতঃ শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে হবে, যাতে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীগণ আকৃষ্ট হ'তে পারেন।

৭। দেশের উচ্চাভিলাসী বড় বড় প্রকল্প সমূহের কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে। ফলে বাজেটের সাইজও কমে যাবে এবং বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরতা কিছুটা হলেও কমে আসবে।

৮। অবকাঠামো তথা যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করে তা আন্তর্জাতিক যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে একদিকে যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে, অপরদিকে দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ বেড়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনাও রয়েছে।

৯। সর্বোপরি দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি রোধ করে সুশাসন কায়েম করতে হবে। অন্যথায় কোন কিছুই সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হবে না।

নবীনদের

ইবাদত কবূলের পূর্ব শর্ত

*মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ**

সুন্দর এই বিস্তীর্ণ যমীন মহান আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য সৃষ্টির একটি। এই যমীনে সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য মানুষ, জীব-জন্তু, গাছ-পালা, নদ-নদী সহ আমাদের জানা-অজানা আরো কত কি। এ সব কিছু সৃষ্টির পিছনে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার একটি চিরস্থায়ী পরিকল্পনা। আর তা হ'ল মানুষ ও জিন জাতি দুনিয়ার সমস্ত নে'মত উপভোগ করবে এবং শুধু আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই ইবাদতের বিনিময়ে তাদেরকে জান্নাত দান করবেন। আর তাঁর ইবাদত না করলে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। এটা হ'ল মহান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য। আল্লাহ মানুষ ও জিন সৃষ্টির উদ্দেশ্য প্রসংঙ্গে বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ-

'আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি' *(আয-যারিয়াত ৫৬)*।

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলার মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য হ'ল, তাঁর ইবাদত করা। এছাড়া তিনি অসংখ্য আয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন,

يَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ-

'হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর। যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায় তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পারবে' *(বাক্বারাহ ২১)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا

'উপাসনা কর আল্লাহ্‌র, শরীক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে' *(নিসা ৩৬)*।

মানুষ যখনই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এই নির্দেশ থেকে দূরে সরে গিয়েছে, তখন আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সঠিক পথে আনার জন্য তথা ইবাদতে মনোনিবেশ করার জন্য যুগে যুগে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। যেমন- আল্লাহ্‌র বাণী-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ج فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلاَلَةُ ط فَسِيْرُوْا فِى الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ-

'আমি প্রত্যেক উম্মতের নিকটেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং ত্বাগূতকে পরিহার কর। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ হেদায়াত করেছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্য বিপথগামীতা অবধারিত হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের কিরূপ পরিণতি হয়েছে' *(নাহল ৩৬)*।

উপরোক্ত আয়াতগুলি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদত করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

এক্ষণে ইবাদত কাকে বলে, সে বিষয়ে আলোকপাত করা যাক। কারণ অনেকেই মনে করেন মসজিদ হ'ল কেবল ইবাদতের স্থান। যখন মসজিদে যাব তখনি আল্লাহ্‌র ইবাদত হিসাবে ছালাত আদায় করব। আর যখন মসজিদ থেকে বের হব, তখন আর আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে হবে না। তখন সূদ, ঘুষ সবই জায়েয। রাজনীতির নামে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র সবই করা যাবে। আমাদের এই ধরনের বিশ্বাস কেবলমাত্র ইবাদতের সংজ্ঞা না জানার কারণেই।

ইবাদতের সংজ্ঞাঃ

ইবাদতের সংজ্ঞায় শায়খুল ইসলাম ইমাম আহমাদ ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) বলেন,

اَلْعِبَادَةُ هِىَ إِسْمٌ جَامِعٌ لِّكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ-

'ইবাদত হ'ল আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত এমন কিছু গোপন ও প্রকাশ্য কথা ও কাজের সমষ্টি, যা তিনি পসন্দ করেন'।[১]

ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন,

هِىَ طَاعَتُهُ بِفِعْلِ الْمَأْمُوْرِ وَتَرْكِ الْمَذْمُوْمِ -

'ইবাদত হ'ল ভাল কাজের অনুসরণ ও মন্দ কাজ বর্জন'।[২]

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইবাদত হ'ল একটি ব্যাপক কথা, যা মুমিনের সকল কথা ও কাজকে ঘিরে রেখেছে। রান্না ঘর থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে একমাত্র অহি-র অনুসরণ করা ও অন্যগুলি বর্জন করার নাম হ'ল ইবাদত।

* তুলাগাঁও, নোয়াপাড়া, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

১. *ফাৎহুল মাজীদ শারহ্ কিতাবুত তাওহীদ, (কুয়েতঃ জমঈয়াতু এহইয়াইত তুরাছ আল-ইসলামী, ১৯৯৬), পৃঃ ১৭।*
২. *ঐ, পৃঃ ১৮।*

ইবাদত কবূলের শর্তঃ

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন এবং আমরা যে ইবাদত করি এটি আল্লাহ্র নিকট কবূল হওয়ার জন্য কতগুলি শর্ত রয়েছে। যে শর্তগুলি একত্রিত না হ'লে ইবাদত কবূল হবে না।

ইবাদত কবূলের শর্ত প্রধানত ২টি। যথাঃ-

১. اَلْإِخْلاَصُ لِلّه এর অর্থ হ'ল সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হ'তে হবে, অন্য কোন কিছুকে শরীক করা যাবে না বা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন পার্থিব লাভ-ক্ষতি বা সুনামের উদ্দেশ্য যেন না হয় এবং এর প্রতিদান যেন একমাত্র আল্লাহ্র নিকট কামনা করা হয়। কোন সৃষ্টির নিকটে নয়। পার্থিব কোন সম্মান, মর্যাদা বা স্বার্থ ও সুনাম লাভের উদ্দেশ্যে নয়; বরং নিঃস্বার্থভাবে একমাত্র আল্লাহ্র নির্দেশ পালন ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করতে হবে।

'ইখলাছ' সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا-

'যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎ কর্ম করে ও তাঁর প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে' *(কাহ্ফ ১১০)*।

এই আয়াতে আল্লাহ্র ইবাদতকারীকে শিরক মুক্ত হয়ে খালেছভাবে নেক আমলের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। অন্য আয়াতে নবীকে ও উম্মতদের লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেন,

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ، أَلاَ لِلّهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ -

'আমি আপনার প্রতি এ কিতাব যথার্থরূপে নাযিল করেছি। অতএব আপনি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্র ইবাদত করুন। জেনে রাখুন নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত আল্লাহ্রই নিমিত্ত' *(যুমার ২৩)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَلاَ تَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلهًا آخَرَ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ-

'তুমি আল্লাহ্র সাথে অন্য মা'বূদকে ডেকো না, তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই। আল্লাহ্র সত্তা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংসশীল। বিধান তাঁরই এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে' *(ক্বাছাছ ৮৮)*।

ইবাদত তথা নেক আমল যত বড় বা ছোট হউক না কেন যদি তাতে ইখলাছ না থাকে, তাহ'লে সে নেক আমল পরকালে কোন কাজে তো আসবেই না; বরং তা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। নিম্নের হাদীছ তার সুস্পষ্ট প্রমাণঃ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তিকে বিচারের জন্য আনা হবে, সে হবে একজন (ধর্ম যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী) শহীদ। তাকে আল্লাহ্র এজলাসে উপস্থিত করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে (দুনিয়াতে প্রদত্ত) নে'মত সমূহের কথা প্রথমে স্মরণ করিয়ে দিবেন। সেও তা স্মরণ করবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এসব নে'মতের বিনিময়ে দুনিয়াতে তুমি কি আমল করেছ? উত্তরে সে বলবে, আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য (কাফেরদের সাথে) লড়াই করেছি। এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে লড়াই করেছ, যেন তোমাকে বীর-বাহাদুর বলা হয়। আর (তোমার অভিপ্রায় অনুসারে) তোমাকে দুনিয়ায় তা বলাও হয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে আদেশ দেওয়া হবে। তখন তাকে উপুড় করে টানা-হেঁচড়া করতে করতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

অতঃপর সেই ব্যক্তিকে বিচারের জন্য উপস্থিত করা হবে, যে নিজে দ্বীনি ইলম শিক্ষা করেছে এবং অপরকেও শিক্ষা দিয়েছে। পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করেছে (এবং অপরকেও শিক্ষা দিয়েছে) তাকে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির করা হবে। প্রথমে তাকে নে'মত সমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন এবং সেও উহা স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন, এই সমস্ত নে'মতের শুকরিয়া জ্ঞাপনের জন্য তুমি কি আমল করেছ? উত্তরে সে বলবে, আমি স্বয়ং নিজে ইলম শিক্ষা করেছি এবং অপরকেও শিক্ষা দিয়েছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। আমার সন্তুষ্টির জন্য নয়, বরং তুমি এজন্য ইলম শিক্ষা করেছ, যেন তোমাকে বিদ্বান বলা হয় এবং কুরআন অধ্যয়ন করেছ যেন তোমাকে ক্বারী বলা হয়। আর (তোমার অভিপ্রায় অনুযায়ী) তোমাকে বিদ্বান ও ক্বারী বলাও হয়েছে। অতঃপর (ফেরেশতাদেরকে) তার সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হ'লে তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

অতঃপর এমন এক ব্যক্তিকে বিচারের জন্য আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত করা হবে, যাকে আল্লাহ তা'আলা বিপুল ধন-সম্পদ দান করে বিত্তবান করেছিলেন। তাকে আল্লাহ তা'আলা প্রথমে প্রদত্ত নে'মত সমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। সে তখন সমস্ত নে'মতের কথা অকপটে স্বীকার করবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এই সমস্ত নে'মতের শুকরিয়ায় তুমি কি আমল করেছ? উত্তরে সে বলবে, যে সমস্ত ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ ব্যয় করলে তুমি সন্তুষ্ট হবে এমন একটি পথও আমি হাত ছাড়া করিনি। তোমার সন্তুষ্টির জন্য উহার সব ক'টিতেই আমি ধন-সম্পদ ব্যয় করেছি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। আমার সন্তুষ্টির জন্য নয়; বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে তা করেছিলে, যাতে তোমাকে বলা হয় যে, সে একজন দানবীর। সুতরাং (তোমার অভিপ্রায় অনুসারে দুনিয়াতে) তোমাকে দানবীর বলা হয়েছে। অতঃপর (ফেরেশতাদেরকে) তার

সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হবে এবং নির্দেশ মোতাবেক তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[৩]

এমনিভাবে ছালাত ইসলামের দ্বিতীয় ভিত্তি। এই ছালাতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে প্রায় ৮২ বার নির্দেশ দিয়েছেন। আর ক্বিয়ামতের দিন ছালাতের হিসাব সর্বপ্রথম হবে। এই ছালাতেও যদি ইখলাছ (একনিষ্ঠতা) না থাকে, লোক দেখানো উদ্দেশ্য থাকে তাহ'লে ছালাত ঐ মুছল্লীকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন,

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ- الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ- الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ-

'অতঃপর দুর্ভোগ সে সব মুছল্লীর জন্য, যারা তাদের ছালাত সম্বন্ধে উদাসীন। যারা তা লোক দেখানোর জন্য আদায় করে' *(মাঊন ৪-৬)*।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, নেক আমল ছোট হোক আর বড় হোক, ইখলাছ না থাকলে, সেটা আল্লাহ্র দরবারে কবূল হবে না; বরং শিরকে রূপান্তরিত হবে। আর শিরক হ'ল ইখলাছের বিপরীত। নিম্নে শিরক সমন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। কারণ মূল বিষয়টিকে ভালভাবে বুঝতে হ'লে, বিপরীত বিষয়টি জানা আবশ্যক।

শিরকের পরিচয়ঃ

'শিরক' হ'ল প্রতিপালন, আইন, বিধান ও ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন জিনিসকে অংশীদার স্থাপন করা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উলূহিয়্যাহ বা দাসত্বের ব্যাপারে অংশীদার সাব্যস্ত করা এভাবে যে, আল্লাহ্র সাথে অন্যকে আহ্বান করা অথবা বিভিন্ন প্রকার ইবাদতে আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করা, যেমন যবেহ করা, নযর বা মানত মানা, ভয় করা, আশা করা এবং ভালবাসা ইত্যাদি।[৪]

আর এই শিরক সবচেয়ে বড় পাপ। যে ব্যক্তি শিরকের সাথে নেক আমল করল, তার নেক আমল আল্লাহ্র কাছে কোন কাজে আসবে না। আর সে হবে জাহান্নামী। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ-

'আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহ্র শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিস্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্থদের একজন হবেন' *(যুমার ৬৫)*।

وَلَوْ أَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

'যদি তারা শিরক করত, তবে তাদের সৎ আমল সমূহ ধ্বংস হয়ে যেত' *(আন'আম ৮৮)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

إِنَّهُ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوهُ النَّارُ ط وَمَا لِلظّلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ-

'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অংশীদার স্থাপন করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। সীমালংঘনকারীদের কোন সাহায্যকারী নেই' *(মায়েদাহ ৭২)*।

জাহেলী যুগেও আরবরা আল্লাহ্র ইবাদত করত। তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করত, মুখে স্বীকার করত, হজ্জ করত, কা'বা ঘরের খেদমত করত। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّهُ ط قُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ ط بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَيَعْلَمُوْنَ-

'তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, নভোমণ্ডলী ও ভূমণ্ডল কে সৃষ্টি করেছেন? তারা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহ। বল, প্রশংসা আল্লাহ্রই, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না' *(লুকমান ২৫)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَ مَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْأَمْرَ ط فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّهُ ج فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُوْنَ-

'তুমি জিজ্ঞেস কর, কে রুযী দান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও যমীন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন এবং কেইবা মৃত্যুকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে আল্লাহ। তখন তুমি বল তার পরেও তোমরা ভয় করছ না'! *(ইউনুস ৩১)*।

এ বিষয়ে আরো অনেক আয়াত রয়েছে, সেগুলি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম পূর্ব আরবের লোকেরা আল্লাহ্র কিছু কিছু ইবাদত করত। তারা ইবাদত করত ঠিক, কিন্তু ইবাদতের মধ্যে ইখলাছ ছিল না বরং শিরক ছিল। যেমন তারা হজ্জ করত এবং হজ্জের সময় বলতঃ

لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هولك تملك ومامملك

'হে আল্লাহ আমরা আপনার দরবারে হাযির আছি।

৩. মুসলিম, আলবানী, মিশকাত 'কিতাবুল ইলম', হা/২০৫।

৪. ডঃ ছালেহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান, কিতাবুত তাওহীদ বঙ্গানুবাদঃ (ঢাকাঃ মসজিদ ও কল্যাণমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগ), ১ম প্রকাশ ২০০১), পৃঃ ৬।

আপনার কোন অংশীদার নাই শুধু এক অংশীদার রয়েছে। তবে তার মালিকও আপনিই এবং সে যতগুলির মালিক একমাত্র আপনিই সে সকলের মালিক'।[৫] সুতরাং ভেবে দেখা দরকার আমরা মুসলমান হয়ে যদি শিরকযুক্ত ইবাদত করে থাকি তাহ'লে ইসলাম পূর্ব যুগের লোকদের তথা আবু জাহল, আবু তালিব, আবু লাহাব ও আব্দুল্লাহ বিন উবাই-এর মাঝে এবং আমাদের মাঝে কোন পার্থক্য থাকল কি?

২. متابعة السنة: ইবাদত তথা নেক আমল কবূলের ২য় শর্ত হ'ল, শরী'আতে স্বীকৃত ইবাদত সমূহ পালন করতে হবে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত ও তরীকা অনুযায়ী। কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত পদ্ধতিতে যদি ইবাদত সমূহ পালন করা হয়, তা আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল ও সান্নিধ্য লাভের ওসীলা হবে, নচেৎ নয়। আর এ তরীকার মধ্যে কিছু হ্রাস করল ও বৃদ্ধিকরণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ কারণ মহান আল্লাহ ইসলামকে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পূর্বেই পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। অতএব তাতে সংযোজন ও বিয়োজনের কোন সুযোগ বা প্রয়োজন নেই। আল্লাহ বলেন,

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيْنًا-

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে পসন্দ করলাম' *(মায়েদাহ ৩)*।

এই পরিপূর্ণ দ্বীনকে একটি পানিতে পরিপূর্ণ গ্লাসের সাথে তুলনা করা চলে। পরিপূর্ণ গ্লাসে যেমন অন্য কোন জিনিস রাখা যাবে না, অনুরূপভাবে এই পরিপূর্ণ দ্বীনেও অন্য কিছু আনা যাবে না। পরিপূর্ণ গ্লাসে যদি অন্য কোন জিনিস রাখা হয়, তা যতই মূল্যবান জিনিস হোক না কেন, গ্লাস থেকে সেই পরিমাণ পানি পড়ে যাবে। অনুরূপভাবে এই পরিপূর্ণ দ্বীনে যদি কোন নতুন জিনিস ঢুকানো হয়, তা যতই মূল্যবান হোক না কেন, আসল দ্বীন থেকে অনুরূপ পরিমাণ দ্বীনী বিধান উঠে যাবে। যেমনটি বলেছেন, তাবেঈ বিদ্বান হাস্সান বিন আত্বিইয়াহ-

مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِىْ دِيْنِهِمْ إِلاَّ نُزِعَ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلُهَا ثُمَّ لاَيُعِيْدُهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ-

'কোন সম্প্রদায় যখন তাদের দ্বীনের মধ্যে কোন বিদ'আত চালু করে, তখন অতটুকু পরিমাণ সুন্নাত সেখান থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। অতঃপর ঐ সুন্নাত তাদের নিকট ক্বিয়ামত পর্যন্ত আর ফিরে আসে না'।[৬]

আর এই কারণে কুরআন ও হাদীছের বহু জায়গায় রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করতে আদেশ করা হয়েছে এবং ধর্মের নামে নতুন কিছু উদ্ভাবন করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّه أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّهَ كَثِيْرًا-

'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ' *(আহযাব ২১)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَمَا اٰتَكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ج وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللّهَ ط إِنَّ اللّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ-

'রাসূল তোমাদের যা আদেশ দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা' *(হাশর ৭)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَاللّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ- قُلْ أَطِيْعُوا اللّهَ وَالرَّسُوْلَ ج فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّهَ لاَيُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ-

'বলুন! যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাসতে চাও, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহ'লে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন, তোমাদের পাপ মার্জনা করবেন। আর আল্লাহ হ'লেন ক্ষমাকারী ও দয়ালু। বলুন, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর। বস্তুতঃ যদি তারা বিমুখতা অবলম্বন করে, তাহ'লে আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালবাসেন না' *(আলে ইমরান ৩১-৩২)*।

উপরোক্ত আয়াতগুলি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্কে ভালবাসতে হ'লে, জান্নাত পেতে হ'লে রাসূল (ছাঃ) যা নিয়ে এসেছেন তা আঁকড়ে ধরতে হবে। আর রাসূল (ছাঃ) যা করেননি, যে কাজ থেকে নিষেধ করেছেন, তা থেকে দূরে থাকতে হবে। অনুরূপভাবে বহু হাদীছে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত ও তরীকা অনুসরণের নির্দেশ প্রদান করেছেন। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমার পর তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, তারা অচিরেই অনেক মতভেদ দেখবে, তখন তোমরা আমার সুন্নাতকে এবং সৎপথপ্রাপ্ত-খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে থাকবে।. সাবধান! তোমারা (দ্বীনের ব্যাপারে) নতুন

---

৫. *তাফসীরে ইবনে কাছীর, অনুবাদকঃ ডঃ মুজীবুর রহমান (ঢাকাঃ তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, ১৯৯৭ ইং), ১৬তম খণ্ড, পৃঃ ২৯৮।*

৬. *দারেমী, মিশকাত হা/১৮৮, সনদ ছহীহ।*

উদ্ভাবিত বিষয় থেকে সতর্ক থাকবে। নতুন কিছু উদ্ভাবনই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী, আর প্রত্যেক গোমরাহী জাহান্নামী'।[৭]

অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সে দু'টি জিনিস আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। এর একটি হ'ল কিতাবুল্লাহ *(আল-কুরআন)*, অপরটি হচ্ছে, তাঁর রাসূলের সুন্নাত *(আল-হাদীছ)*'।[৮]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ-

'যে ব্যক্তি এমন কাজ করল, যেখানে আমার নির্দেশ নেই সেটি প্রত্যাখ্যাত-পরিত্যাজ্য'।[৯]

উপরোক্ত হাদীছগুলি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইবাদত তথা নেক আমল কবূলের জন্য ইখলাছের পাশাপাশি রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ থাকতে হবে। যদি কোন আমলে ইখলাছ থাকে, কিন্তু রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ না থাকে, তাহ'লে সেটা নেক আমল না হয়ে বিদ'আতে পরিণত হবে।

বিদ'আতের সংজ্ঞাঃ

'বিদ'আত'-এর আভিধানিক অর্থ হ'ল, নতুন সৃষ্টি যা ইতিপূর্বে ছিল না। শরী'আতের পরিভাষায় বিদ'আত বলা হয়, আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে ধর্মের নামে নতুন কোন প্রথা চালু করা, যা শরী'আতের কোন ছহীহ দলীলের উপরে ভিত্তিশীল নয়'।[১০]

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী বলেন,

اَلْبِدْعَةُ إِحْدَاثُ مَالَمْ يَكُنْ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم -

'বিদ'আত হচ্ছে দ্বীন ইসলামের মধ্যে এমন কোন নতুন কর্ম বা রসম রেওয়াজ প্রবর্তন করা, যা রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় ছিল না'।[১১]

ইমাম নববী বলেন,

اَلْبِدْعَةُ كُلُّ شَىْءٍ عُمِلَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ

'এমন সব কাজ করা বিদ'আত, যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই'।[১২]

কোন আমল যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণে না হয়ে বিদ'আত হয়, তাহ'লে সেটা আল্লাহ্র দরবারে কবূল হবে না; বরং এটা হবে আমলকারীর জন্য জাহান্নামে যাওয়ার কারণ। যেমন-

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ-

জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) কিছু আলোচনার পর বলেন, 'সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম বাণী হ'ল আল্লাহ্র কিতাব (আল-কুরআন), আর সর্বোত্তম পথ হ'ল, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পথ। আর নিকৃষ্টতম হ'ল, দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি। আর প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই ভ্রষ্টতা। আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতাই জাহান্নামী'।[১৩]

অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি তোমাদের পূর্বেই হাউজে কাউছারে পৌঁছে যাব। যে ব্যক্তি আমার নিকট গমন করবে, সে পানি পান করবে। আর যে একবার পানি পান করবে, সে কখনোই আর তৃষ্ণার্ত হবে না। এই সময় আমার নিকটে উপস্থিত হবে বহুসংখ্যক লোক, যাদের আমি চিনব এবং তারাও আমাকে চিনবে। কিন্তু আমার ও তাদের মাঝে পর্দা করে দেওয়া হবে। তখন আমি বলব, এরা আমার লোক। তখন বলা হবে যে, আপনি জানেন না, আপনার মৃত্যুর পরে এরা কত বিদ'আত সৃষ্টি করেছিল। একথা শুনে আমি বলব, দূর হও, দূর হও। যারা আমার পর আমার দ্বীনকে বিকৃত করেছ'।[১৪]

পরিশেষে বলা যায় যে, জান্নাতে যাওয়ার জন্য যেমন নেক আমলের প্রয়োজন। তেমনি নেক আমলও হ'তে হবে ইখলাছের সাথে ও রাসূল (ছাঃ)-এর নিয়ম-নীতি সুন্নাত অনুযায়ী। এর বিপরীত যতই সুন্দর নেক আমল হউক না কেন, তার পরিণাম হবে জাহান্নাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে সঠিকভাবে নেক আমল করার তাওফীক দান করুক। আমীন!

---

৭. *তিরমিযী ৪/১৪৯; ইবনু মাজাহ ১/১৬।*
৮. *হাকেম, মুয়াত্তা ২/৮৯৯।*
৯. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০।*
১০. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মীলাদ প্রসঙ্গ (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮ ইং), পৃঃ ৩।*
১১. *মাওলানা আবদুর রহীম, সুন্নাত ও বিদ'আত, পৃঃ ৭। গৃহীতঃ মিরক্বাত ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৬।*
১২. *সুন্নাত ও বিদ'আত, পৃঃ ৭।*
১৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১, 'কিতাব ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।*
১৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৭১ 'হাউজ ও শাফা'আত' অনুচ্ছেদ।*

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

আল্লাহ্‌র সাহায্য পেতে হ'লে

এক গাড়োয়ান বৃষ্টি-বাদলার দিনে গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তাটি স্থানে স্থানে ভীষণ কর্দমাক্ত ছিল। এক জায়গায় এসে গাড়ির চাকা কাদার বেশি গভীরে দেবে গেল। গরু দু'টি ঐ গাড়ী টেনে তুলতে পারল না। গাড়োয়ান গাড়ী রেখে এক মনে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থী হয়ে বসে রইল। তার বিশ্বাস, আল্লাহ তাকে এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ দিবেন। ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। এখন সে হতাশ হয়ে পড়ল। হঠাৎ সে শুনতে পেল, কে যেন বলছে, 'তুমি আগে গাড়ী ঠেল। তুমি ঠেলতে লাগলেই সাহায্য এসে যাবে'। লোকটি তখন নিজে গাড়ীটি ঠেলতে শুরু করল। দেখা গেল, গাড়ীটি কাদা হ'তে বেরিয়ে গেল।

উপদেশঃ যে নিজেকে সাহায্য করে, আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন।

সিংহ ও ইঁদুর

এক সিংহ তার গুহায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। হঠাৎ একটি ছোট ইঁদুর ছুটাছুটি করতে করতে সিংহের নাকের এক ছিদ্র পথে ঢুকে পড়ল। ফলে সিংহের ঘুম ভেংগে গেল। সে ইঁদুরটিকে থাবা দিয়ে ধরে মেরে ফেলতে উদ্যত হ'ল। ইঁদুরটি অত্যন্ত বিনয়ের সুরে বলল, দয়া করে আমাকে মেরে ফেলবেন না। সময়ে আমিও আপনার উপকারে আসতে পারি। একথা শুনে সিংহটি হেসে বলল, তুই এত ছোট জীব হয়ে আমার কি উপকার করবি? যাক সিংহটি তাকে ছেড়ে দিল।

এর কিছুদিন পরের ঘটনা। সিংহটি একটি দড়ির শক্ত ফাঁদে আটকে গেল। ফাঁদে পড়ে সিংহটি ভীষণ গর্জন করতে লাগল। গর্জন শুনে ইঁদুরটি দৌড়ে সেখানে গেল। সিংহের বিপদ দেখে সে তার কানের কাছে গিয়ে তাকে গর্জন করতে নিষেধ করল। কারণ যারা ফাঁদ পেতে রেখেছে তারা গর্জন শুনে ছুটে আসতে পারে। ইঁদুরটি এবার তার কাজ শুরু করল। সে তার দাঁত দিয়ে ফাঁদের দড়ি কাটতে শুরু করল। অবশেষে সে সিংহকে ফাঁদ থেকে মুক্ত করল। মুক্তি পেয়ে সিংহটি ইঁদুরকে ধন্যবাদ দিল এবং সেই সংগে বলল, 'তোকে আমি অবজ্ঞা করেছিলাম। কিন্তু বুঝলাম, কাউকে অবজ্ঞা করতে নেই'।

শিকারী ও ঘুঘু পাখী

নদীর তীরের একটি গাছের উঁচু ডালে একটি ঘুঘু পাখী বসে নদীর পানির দিকে চেয়ে আছে। সে দেখতে পেল, একটি পিঁপড়া নদীর স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। পিঁপড়ার প্রতি তার দয়া হ'ল। তাই সে গাছ থেকে একটি পাতা ছিঁড়ে পিঁপড়ার সামনে ফেলে দিল। পিঁপড়াটি পাতায় চড়ে প্রাণে বেঁচে গেল।

পিঁপড়াটির বাসা ঐ গাছের কাছেই। একদিন সে গাছে ঘুঘুটি বসে রয়েছে। এক শিকারী ঘুঘুকে লক্ষ্য করে তার ধনুকে তীর সংযোগ করল। সে তীর ছুড়তে যাচ্ছে, এমন সময় ঐ পিঁপড়াটি এসে তার পায়ে শক্ত কামড় বসিয়ে দিল। কামড়ের চোটে সে জোরে 'উঁহ' করে উঠল। পাখীটি শব্দ শুনে উড়ে গেল। তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল।

উপদেশঃ উপকারীর উপকার করা কর্তব্য।

তাবীয

এক রাজ পুত্রের বিয়ে হ'ল পার্শ্ববর্তী রাজ্যের এক রাজকন্যার সাথে। বেশ কিছুদিন বিয়ের ধুমধামে কেটে গেল। নব বিবাহিতেরা বেশ কিছুদিন সুখেই থাকে, যতদিন না সংসারের দায়-দায়িত্ব তাদের ঘাড়ে চাপে। রাজপুত্র হ'লেও একদিন তার ঘাড়েও সংসারের দায়-দায়িত্ব চেপে বসবে। তখন এতদিনের মত সুখের দেখা মিলা ভার হবে।

বিয়ের ধুমধাম কমে এলে স্বামী-স্ত্রী মনে করল তাদের এই সুখের দিন চিরদিন থাকবে না। কেননা কারো ভাগ্যে তা থাকেনি। সংসারের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে একদিন তাদেরকে হাঁপিয়ে উঠতে হবে। তারা ভাবতে লাগল। তাদের এই সুখ কি ব্যবস্থা নিলে অটুট থাকে? হঠাৎ তাদের মনে হ'ল, রাজবাড়ী হ'তে সামান্য দূরের এক বনে একজন নামজাদা দরবেশ রয়েছেন। নিশ্চয়ই দরবেশ তাদের সুখ স্থায়ী করার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। তাই উভয়ে একদিন খাওয়া সেরে দরবেশের আস্তানায় এসে হাযির হ'ল। তারা তাদের আগমনের কারণ দরবেশকে জানাল। দরবেশ বললেন, 'তোমরা তোমাদের মত সুখী দম্পতির গায়ে লাগা জামার কিছু অংশ এনে দিবে। আমি তা দিয়ে তাবীয করে দিব। তাহ'লে তোমাদের সুখ অটুট থাকবে'।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনে বাড়ী ফিরে এসে তাদের মত প্রকৃত সুখী দম্পতির খোঁজে প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়ল। বহুদূর গিয়ে একটি সুখী দম্পতির সন্ধান পেল। তাদের সামনে হাযির হয়ে তাদের আগমনের কারণ জানাল। দম্পতিটি সব শুনে বলল, লোকে আমাদেরকে সুখী বলে মনে করে। আমরাও নিজেদেরকে সুখী মনে করি। কিন্তু আসলে আমরা প্রকৃত সুখী নই। কারণ আমাদের অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে। এদের জ্বালাতনে আমরা অস্থির।

অতঃপর রাজপুত্র ও রাজকন্যা পুনরায় সুখী দম্পতির উদ্দেশ্যে রওনা দিল। যেতে যেতে বহু পথ অতিক্রম করার পর এক সুখী দম্পতির সন্ধান পেল। তাদের সামনে হাযির হয়ে তাদের আগমনের কারণ ব্যক্ত করে গায়ে লাগা জামার কিছু অংশ চাইল। শুনে তারা বলল, লোকে আমাদেরকে যথার্থ সুখী বলে ভাবে। আমরাও নিজেদের এই বলে সান্তনা দেই। আসলে আমরা প্রকৃত সুখী নই। কারণ আমাদের কোন সন্তান-সন্ততি নেই এবং সন্তান-সন্ততি হবার কোন সম্ভাবনাও নেই। এই কারণে আমরা অসুখী।

রাজপুত্র ও রাজকন্যা যথেষ্ট পথ অতিক্রম করেছে এবং পথের কষ্ট তাদেরকে আরো খোঁজা খোঁজিতে নিরুৎসাহিত করেছে। পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, জগতে প্রকৃত সুখী বলতে কেউ নেই। তাই তারা রাজবাড়ীর উদ্দেশ্যে ফিরে আসে। রাজবাড়ীতে রাত্রি কাটিয়ে পরদিন সকালে দরবেশের আস্তানায় হাযির হয়ে তারা বলল, দরবেশ ছাহেব! আপনি আমাদেরকে অনর্থক হয়রান করেছেন। প্রকৃত সুখী দম্পতি জগতে কেউ নেই। দরবেশ মৃদু হেসে বললেন, 'বাবা! তোমরা সত্যিই কি কেবল কষ্ট পেয়েছ, এই ভ্রমণে তোমরা কিছুই কি লাভ করনি'?

স্বামী-স্ত্রী একই সাথে বলে উঠল, করেছি-

'সন্তোষ হচ্ছে অতি দুর্লভ গুণ,
সন্তোষ লাভে চাই, সন্তোষ ভরা মন'।

মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সাং- সন্ন্যাস বাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

চিকিৎসা জগৎ

স্ট্রোক প্রতিরোধে কলা

কলা কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করতে পারে স্ট্রোক। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদিন একটি কলা খেলে স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে আসে অনেকাংশে। কলায় থাকা পটাশিয়াম এ ক্ষেত্রে রাখছে মূল ভূমিকা। নিউরোলজি জার্নালে প্রকাশিত নিবন্ধে বলা হয়েছে, শরীরে পটাশিয়ামের ঘাটতি দেখা দিলে ৬৫ বছর ঊর্ধ্ব বয়স্কদের স্ট্রোকে আক্রান্তের আশঙ্কা ৫০ শতাংশ বেড়ে যায়। এ গবেষণায় আরো বলা হয়েছে যারা চিকিৎসার অংশ হিসাবে মূত্রবর্ধক ওষুধ সেবন করছে তাদের ক্ষেত্রে পটাশিয়ামের ঘাটতি স্ট্রোক সমস্যাকে উসকে দিতে পারে। মজার ব্যাপার হ'ল বয়োবৃদ্ধদের ক্ষেত্রে মূত্রবর্ধক ওষুধ উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ এবং এক ধরনের স্ট্রোক প্রতিরোধে ব্যবহার করা হয়। হার্ট ফ্যালুরে আক্রান্ত রোগীরাও এ ধরনের ওষুধ সেবন করে থাকেন হৃদপিণ্ড ও ফুসফুসের ওপর চাপ কমানোর জন্য। যেসব রোগী মূত্রবর্ধক ওষুধ খাচ্ছেন কিন্তু পটাশিয়ামের মাত্রা কম তাদের স্ট্রোকে আক্রান্তের ঝুঁকি যাদের রক্তে পটাশিয়ামের মাত্রা সর্বোচ্চ তাদের তুলনায় অন্তত আড়াই গুণ বেশী। যুক্তরাষ্ট্রের হোনুলুলুর কুইন্স মেডিকেল সেন্টারের চিকিৎসকগণ এ গবেষণাটি পরিচালনা করেন।

পটাশিয়ামের সঙ্গে স্ট্রোকের সম্পর্ক সুস্পষ্ট হ'লেও তা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তাই এখন বিবেচ্য, বলেছেন নিউইয়র্কের মাইন্ট সেনাই স্কুল অফ মেডিসিনের স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ লেভিন। পটাশিয়াম দ্বারা শরীরে সোডিয়ামের মাত্রা ভারসাম্যে থাকে। যা কিনা ফল এবং শাকসব্জিতে পাওয়া যায়।

ভিটামিন 'ই' স্ট্রোকের ঝুঁকি অনেকাংশে কমিয়ে দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া মেডিক্যাল সেন্টারের গবেষকগণ বলেছেন, নিয়মিত ভিটামিন 'ই' সমৃদ্ধ খাবার খেলে স্ট্রোকে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি অন্তত ৫৩ শতাংশ কমানো সম্ভব।

স্ট্রোক বলতে বুঝায় মস্তিষ্কে রক্তবাহী শিরায় হঠাৎ করে কোন কারণে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণকারী স্নায়ু ও মাংসপেশীর দুর্বলতা। এ রক্ত চলাচল দু'কারণে বন্ধ হ'তে পারে- রক্তজমাট বেঁধে অথবা রক্তনালী ফেটে রক্তক্ষরণের কারণে। উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, ধূমপান, উচ্চ কোলেস্ট্রোরেল স্ট্রোকের ঝুঁকি অনেকাংশে বাড়িয়ে দেয়। যারা খাবার বড়ি খান তারাও আছেন ঝুঁকির মধ্যে।

স্ট্রোক ও এমআরআইঃ স্ট্রোকে আক্রান্ত হবার পর রোগী কত তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠছে তা জানতে এখন আর দিনভর অপেক্ষা করতে হবে না। ঘন্টা খানেকের মধ্যেই চিকিৎসক জানতে পারবেন তাঁর রোগীর সামগ্রিক অবস্থা। যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যাণ্ডের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউরোলজিকাল ডিজঅর্ডার এণ্ড স্ট্রোক (এনআইএনডিএস) এর গবেষকগণ 'ম্যাগনেটিক রিজোন্যান্স ইমেজিং' বা এমআরআই'র সমন্বয়ে এমন এক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন যাতে স্ট্রোক চিকিৎসায় ফেলবে ইতিবাচক প্রভাব।

এনআইএনডিএস'র স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ স্টিভেন ওয়ারাচ বলেছেন, এতে করে আমরা রোগীর সুস্থ হয়ে উঠার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আগের থেকে সঠিক ধারণা পাব। রোগী এবং তার আত্মীয়-স্বজনকেও দেয়া যাবে স্বচ্ছ ধারণা। শুধু তাই নয়, এর মাধ্যমে ঝুঁকি এবং চিকিৎসা করার সুফল সম্বন্ধেও আঁচ করা যাবে, নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি উদ্ভাবনেও তা সাহায্য করবে। সারা বিশ্বে স্ট্রোকের কারণে প্রতিবছর পাঁচ মিলিয়ন লোক ঢলে পড়ছে মৃত্যুর কোলে, পনের কোটি বেঁচে আছে পক্ষাঘাত নিয়ে।

স্ট্রোকের রোগী কত তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠছে তা জানার সবচেয়ে স্পেসেফিক এবং সঠিক পদ্ধতি হ'ল এটি। এমআরআই'র মাধ্যমে স্ট্রোকে আক্রান্ত হবার কয়েক ঘন্টার মধ্যে জানা সম্ভব হচ্ছে মস্তিষ্কের কতটুকু এতদ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, যদি আক্রান্ত স্থানের পরিমাণ কম হয় তবে সেরে উঠার সম্ভাবনাও অনেক বেশী।

॥ সংকলিত ॥

ব্রণ সম্পর্কে যা না জানলেই নয়

সাধারণত ১২-২০ বছরের ছেলে-মেয়েদের ব্রণ হ'তে দেখা যায়। মুখ, কপাল, ঘাড়, বাহু, কাঁধ, বুক ও পিঠে ব্রণ হয়।

এন্ড্রোজেন হরমোনের প্রভাবে সেবাম-এর নিঃসরণ বেড়ে যায়। লোমের গোড়ায় থাকা জীবাণু সেবাম থেকে ফ্রি ফ্যাটি এসিড তৈরী করে। এসিডের কারণে লোমের গোড়ায় প্রদাহের সৃষ্টি হয় এবং লোমের গোড়ায় কেরোটিন প্রদাহ জমা হয়ে ব্রণ সৃষ্টি করে। তৈলাক্ত মুখেই ব্রণ বেশী হয়। ত্বক যদি তৈলাক্ত হয় তাহ'লে ব্রণ হ'তে পারে। আর সেই সাথে যদি বাড়তি কোন তৈলাক্ত পদার্থ মুখে ব্যবহার করা হয় তাহ'লে হুড় হুড় করে মুখে ব্রণ জেগে উঠবে। যাদের ব্রণ হয় তাদের অবশ্যই মুখে সাবান ব্যবহার করতে হবে, না হ'লে ব্রণ বাড়তে থাকবে। সেক্ষেত্রে একোয়াজেনা একমি সোপ বা একমি এইড সোপ ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্রণের সাথে খাবারের কোনই সম্পর্ক নেই। এটা ত্বকের একটি স্থানীয় সমস্যা। তবে হরমোনের সাথে এর সম্পর্ক আছে। টিপে ব্ল্যাক হেড বের করা উচিত নয়। বরং যাদের মুখে ব্ল্যাক হেড আছে তারা রেটিন-এ ক্রীম ব্যবহার করতে পারেন। শুরুতে চিকিৎসা করালে মুখের দাগ এড়ানো সম্ভব। তাই দেরী না করে কোন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

কথা

-মুহাম্মাদ আব্দুল খালেক খান
খান হোমিও হল, পাটকেলঘাটা
সাতক্ষীরা।

কথা হ'ল সবার সেরা
বিষের অনুপান,
নবীর বাণী কইবে কথা
সংযমী লেসান।
কথার বিষে বিষয়-আশায়
মান শরমে ক্ষয়,
সেই কথার-ই কারণ ভবে
রক্ত বন্যা বয়।
কথা হজম জ্ঞানীর কসম
কয় যে গুণীজন,
বিকাশ পেলে সুজন বলে
শরম লাগে মন।
কথা চলে বেচা-কেনা
দিয়ে ঘুষ আর ঘুষি,
আসল কথা অহি-র বাণী
পেলে হ'তাম খুশী।
কথায় আপন, কথায় পর
কথায় গড়ে মন,
কথায় চলে ভাঙ্গা-গড়া
জানে কয় জন।
কথা বিষ কথা মধু
চেনে কূজন, সাধু,
কথার মাঝে মুক্তি পেল
অর্ধাঙ্গনী বিধু।
কথা বলা অতি সহজ
থাকলে মুখে ভাষা,
পালন করা তেমন কঠিন
ভাঙ্গে বলার নেশা।

***

মানুষ

-মুহাম্মাদ মুখতার বিন আব্দুল গণি
গ্রামঃ মারসা, পোঃ খাষ শাহজানী
নাগরপুর, টাঙ্গাইল।

ধরার বুকে এল শিশু সজীব মন প্রাণ
সৃষ্টির মধ্যে সেরা জাতি স্রষ্টার হাতে ত্রাণ।
মায়ের গর্ভে তৈরি শিশু কেমন তার হাসি
নব শিশুর কান্না শুনে আমরা সবে খুশী।

মানুষ হয়ে জন্ম বলে ধরায় এত দাম
সম্মান তার তত বেশী মহৎ যার কাম।
বিবেক বুদ্ধি প্রজ্ঞা জ্ঞান দিয়েছেন রব কত
মানুষ হয়ে জন্ম বলে সুনাম তার এত।

বিশ্ব জুড়ে ঘুরে মানুষ বুদ্ধি জ্ঞানের বলে
সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে মুহূর্তে তারা চলে।
জ্ঞান বুদ্ধি শক্তি সাহস দিয়েছে রব কত
জান্নাতে যারা যাবে চলে চির দিনের মত।

দ্বীনের কাজ কর তুমি আল্লাহর মর্জি মত
অন্যায় কাজ ছেড়ে দাও সামনে আসে যত।
জ্ঞানের নূর জ্বেলে বুকে মানব সেবা কর
শপথ করে ন্যায় পথে মুক্তির পথ ধর।

ইচ্ছা স্বাধীন চর যদি কষ্ট তোমার হবে
মানুষ হয়ে জন্ম নিয়ে কেন কুপথে রবে।
হক পথে জিহাদ কর কেন থাক খামুশ
জ্ঞানের নূর যারা পায় তারা সেরা মানুষ।

***

আত্মসমর্পণ

-মূলঃ আব্বাসীয় কবি আবুল আতাহিয়া
ভাষান্তরঃ মুহাম্মাদ শাহ্জাহান আলী
মহেশ্বর পাশা বাজার, বি.আই.টি
দৌলতপুর, খুলনা-৯২০৩।

হে প্রভু! আমায় দিওনা শাস্তি
আমি পাপী দুনিয়ায়
তোমার সকাশে করিতে স্বীকার
নাহি কোন লাজ ভয়।
তুমি ক্ষমাশীল এ ভরসা ছাড়া
আর কোন আশা নেই
এই প্রত্যয় বুকে নিয়ে শুধু
তোমার কাছে ক্ষমা চাই।
আজীবন আমি জ্ঞানে-অগোচরে
করিয়াছি পাপ সীমা নাই যার
তবু দয়াময় নিজ গুণে
করেছ আমাকে ক্ষমা বারবার।
মনের গহিনে যতবার আমি
সে পাপের কথা স্মরি
লজ্জা ও শোকে মম ঘর্ষিত দাঁতে
স্বীয় আঙ্গুলে আঘাত করি।

***

মা

-মুহাম্মাদ ফযলুল হক
ঢাকা।

ছুটি কাটিয়ে যখন আমি ছাত্রাবাসে আসি
কেন মা তখন তোমার মুখে দেখি নাকো হাসি?
আমি যখন বিদায় লই মা তোমার কাছে এসে
মাথায় আমার হাত বুলাও কেন ঐ দু'চোখ মুছে?
ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে যখন পথ চলতে থাকি
তাকিয়ে থাক কেন অমন অশ্রুভরা আঁখি?
মাগো! বাঁশঝাড়টির পাশে যখন আড়াল হ'তে থাকি,
পিছন দিকে তাকিয়ে তোমার শেষে রূপটি দেখি।
তোমার সে রূপ বারে বারে আমার মনে পড়ে
দু'নয়নের জল মা আমার ফোটায় ফোটায় ঝরে।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (আমাদের মস্তিষ্ক)-এর সঠিক উত্তরঃ

১. নরম ও আঠালো জেলির মত। এর গঠন জলীয় পদার্থ দ্বারা।
২. ১.৫ কেজি।
৩. মস্তিষ্ক।
৪. মস্তিষ্কে অক্সিজেনের স্বল্পতা।
৫. ক্যারোটিও ধমনী। ৫% রক্ত সরবরাহ করে।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (শিশু অধিকার সনদ)-এর সঠিক উত্তরঃ

১. ১৯৮৯ সালের নভেম্বর মাসে।
২. ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে।
৩. ৫৪টি ধারা।
৪. ৪টি। (১) বৈসম্যহীনতা (২) শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থরক্ষা (৩) পিতা-মাতাকে সর্বাধিক দায়িত্বভার গ্রহণ (৪) শিশুদের মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।
৫. ৫টি। (১) খাদ্য (২) পোষাক (৩) চিকিৎসা (৪) বাসস্থান (৫) শিক্ষা।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (বিজ্ঞান)

১. আকাশে বিজলি চমকায় কেন?
২. রান্না করার জন্য এ্যালুমিনিয়ামের হাড়ি-পাতিল কেন ব্যবহার করা হয়?
৩. জলজ উদ্ভিদ কেন ভাসে?
৪. মাছ পানির ভিতর ডুবে থেকে কিভাবে অক্সিজেন গ্রহণ করে বেঁচে থাকে?
৫. সাধারণতঃ বৈদ্যুতিক বাল্বে কি গ্যাস ব্যবহৃত হয়?

সংগ্রহেঃ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (আন্তর্জাতিক)

১. তিন অক্ষর বিশিষ্ট এমন তিনটি দেশের নাম বল যাদের রাজধানীর নামও তিন অক্ষরে?
২. পৃথিবীর যে কোন তিনটি দেশের অতীত ও বর্তমান নাম বল?
৩. এমন তিনটি দেশের নাম বল, যা দীর্ঘদিন পৃথক থাকার পর পুনরায় একত্রিত হয়েছে?
৪. তিনটি মহাদেশের তিনটি দীর্ঘতম নদীর নাম বল?
৫. ইউরোপ মহাদেশের 'ল্যাণ্ড'যুক্ত তিনটি দেশের নাম বল?

সংকলনেঃ মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া

সোনামণি সংবাদ

শাখা গঠনঃ

(২৯০) মাখনপুর গুচ্ছগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয় (বালক) শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ ওয়াসিম হুসাইন (শিক্ষক)
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ মোস্তফা কামাল (শিক্ষক)
পরিচালক ঃ আব্দুল মান্নান (প্রধান শিক্ষক)
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ বেলাল হুসাইন।

কর্মপরিষদঃ

১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ মাসঊদ রানা
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ মুখতার হুসাইন
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ মাস'ঊদুর রহমান
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ সেলীম রেযা
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ঃ সুমন আলী।

(২৯১) মাখনপুর গুচ্ছগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয় (বালিকা) শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ মোস্তফা কামাল (শিক্ষক)
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান (প্রধান শিক্ষক)
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ ওয়াশিম হুসাইন (শিক্ষক)
সহ-পরিচালিকা ঃ মুহাম্মাদ বেলাল হুসাইন।

কর্মপরিষদঃ

১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ রহীমা খাতুন
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ আরীফা খাতুন
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ শামসুন নাহার
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ মাহমূদা আখতার
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ শাহীনা খাতুন।

(২৯২) কালাই মারকাযুল ইসলামী মাদরাসা (বালক) শাখা, জয়পুরহাটঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আনিছুর রহমান তালুকদার
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ মাহফূযুল হক
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আবু সাঈদ
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ মুস্তফা আলী।

কর্মপরিষদঃ

১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ রেযাউল বারী (৪র্থ)
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ যিয়াদ বিন খলীল (২য়)
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নান (৩য়)
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম (৫ম)
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ঃ

প্রশিক্ষণ

১. রাজশাহীঃ

শিরোইল, ৫ আগষ্ট সোমবারঃ অদ্য বাদ আছর হ'তে মহানগরীর শিরোইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন সূর্যকণা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ইবরাহীম হোসাইন।

প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, শিরোইল মসজিদের ইমাম মাওলানা ইলিয়াস আলী প্রমুখ।

বানেশ্বর, ৯ আগষ্ট শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৭-টা হ'তে বানেশ্বর গরুহাটা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ছোট্ট সোনামণি নূরুল ইসলামের কুরআন তেলাওয়াত ও অত্র মসজিদের ইমাম মাহবূবুল আলমের স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে 'সোনামণি' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি সোনামণিদের দ্বীনের সঠিক আক্বীদাহ ও সোনামণি সংগঠনের গুরুত্বের উপর আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন মুস্তফা। অনুষ্ঠানে সমাপনী ভাষণ পেশ করেন স্থানীয় ডাঃ ইদরীস আলী।

বাগমারা, ১৬ আগষ্ট, শুক্রবারঃ অদ্য বাগমারা উপযেলার দামনাশ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সকাল ৮-টা থেকে সোনামণি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা রাখেন মাওলানা জামালুদ্দীন, ডাঃ মহসিন আলী ও বাগমারা উপযেলার পরিচালক মাওলানা সুলতান মাহমূদ। বৈঠক পরিচালনা করেন মাষ্টার নিজামুল হক।

বাঘা, ২২ ও ২৩ আগষ্ট বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ অদ্য 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ ও আব্দুল হালীম বাঘা থানার বিভিন্ন এলাকা সফর করেন। এ সময়ে তারা আলাইপুর মহাজনপাড়া হাফেযিয়া মাদরাসা ও হাবাসপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত পৃথক দু'টি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। ২য় দিন বাদ জুম'আ তারা মণিগ্রাম গঙ্গারামপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি বৈঠকে মিলিত হন। তারা 'সোনামণি' সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন।

২. কালাই, জয়পুরহা ১ আগষ্ট বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর কালাই মারকাযুল ইসলামী মাদরাসা, জয়পুরহাটে এক সোনামণি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জয়পুরহাট যেলার সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব খলীলুর রহমান। তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে সোনামণিদের চরিত্র গঠনের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন এবং উপদেষ্টা ও সুধীদের ছেলে-মেয়েদেরকে সোনামণি সংগঠনের সদস্য করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে কালাই মারকাযুল ইসলামী মাদরাসা শাখা এবং কালাই উপযেলা পরিচালনা পরিষদ গঠন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাহফূযুল হক তালুকদার। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন আনিছুর রহমান তালুকদার ও খলীলুর রহমান প্রমুখ।

৩. পাবনা, ৯ আগষ্ট শুক্রবারঃ অদ্য পাবনা যেলার সদর থানার মুকন্দপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সকাল ৭-টা থেকে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' রাজশাহী যেলার পরিচালক শরীফুল ইসলাম।

প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন সোনামণি পাবনা যেলা পরিচালক ইমদাদুল হক ও সহ-পরিচালক আবুল কালাম আযাদ।

৪. চাপাই নবাবগঞ্জ ৩০ আগষ্ট শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৬-৩০মিনিট হ'তে মাষ্টারপাড়া (পি.টি,আই) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ৪০ জন সোনামণি ও ৪ জন দায়িত্বশীলের উপস্থিতিতে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ও যেলা সহ-পরিচালক মশিউযযামান শাহীন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র শাখা পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার।

একই দিন বাদ জুম'আ বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ৩৫ জন সোনামণির উপস্থিতিতে এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক বাদ জুম'আ অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে 'সোনামণি' সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন।

মহান 'আত-তাহরীক'

-আব্দুর রহমান
৭ম শ্রেণী
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

হে মহান আত-তাহরীক
তুমি এক বিপ্লবী সৈনিক
উদার উন্মুক্ত তোমার বুক,

তুমি বিদ্রোহী বিদ্রোহ কর
কাফির-মুশরিকদের সাথে।
তুমি ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান
সব তাক্বলীদ ফেরকাকে
অহি-র আলোয় করবে সমাধান।
তুমি বিধর্মীদের বিরুদ্ধে কর জিহাদ
তুমি বিদ'আতী নাস্তিকদের ত্রাস।
যারা আলো থেকে বঞ্চিত
পৌঁছে দাও তুমি তাদের দুয়ারে
খাঁটি ইসলামের দা'ওয়াত
হে মহান আত-তাহরীক
সত্যিই তুমি বিজয়ী সম্রাট॥
***

'ইচ্ছে করে'

-মুহাম্মাদ হাসানুয্যামান
(৮ম শ্রেণী)
আদর্শ দাখিল মাদরাসা
ছাতিয়ান, গাংনী, মেহেরপুর।

আমার শুধু ইচ্ছে করে
কুরআন-হাদীছ পড়তে
জ্ঞান-গরীমা শিক্ষা করে
সত্য পথে চলতে।
আম্মা বলেন কুরআন-হাদীছে
কি পেয়েছ মণি?
আমি বলি ইহা একটি
অধিক জ্ঞানের খনি।
রোজ হাশরে ক্বিয়ামতে
মুক্তি যদি চাও
কুরআন-হাদীছের জ্ঞানের খনি
সঙ্গী করে নাও।
***

নিউ সাত্তার ব্রাদার্স
এখানে সিল্ক শাড়ী, নিজস্ব তৈরী বিভিন্ন প্রকারের পাঞ্জাবী, থ্রিপিচ সহ ভ্যারাইটিস ডিজাইন উন্নতমানের বিভিন্ন ধরনের পোশাক পাওয়া যায়।
বাদীঘির মোড়
বাজার, রাজ

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও ফাতেমা (রাঃ) সম্পর্কে অশালীন নাট্য প্রদর্শন

গত ৬ আগষ্ট ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজের কবি জসিম উদ্দীন হলে ফরিদপুরের 'বঙ্গনাট্য' নামে একটি সংস্থার পঞ্চম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর কন্যা ফাতেমা (রাঃ) সম্পর্কে আপত্তিকর ও অশালীন দৃশ্য সম্বলিত 'কথা কৃষ্ণকলি' নাটক প্রদর্শন করে।

জানা যায়, অতি গোপনে তিন সহোদর নাট্যকর্মী অশোকেশ রায়, অমরেশ রায় ও অভিজিত রায় সুপরিকল্পিত ভাবে 'কথা কৃষ্ণকলি' নাটকটি মঞ্চস্থ করার উৎসাহ যুগিয়েছে। এ অশালীন নাটকটির পুরো মহড়া চলে 'খেলাঘর' নামের একটি অফিস কক্ষে।

নাটকটি মঞ্চস্থের পর ধর্মপ্রাণ জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়লে লেখক সম্বিত সাহাসহ অন্যদের বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার মামলা রুজু করা হয়। ফরিদপুর সদর থানায় দায়েরকৃত মামলার প্রেক্ষিতে গত ১৬ আগষ্ট 'কথা কৃষ্ণকলি' নাটকের রচয়িতা ও দিনাজপুর যেলা শিল্পকলা একাডেমীর নাট্যকলা বিভাগের প্রশিক্ষক সম্বিত সাহাকে দিনাজপুর কোতোয়ালি থানার পুলিশ গ্রেফতার করে ফরিদপুরে পাঠিয়ে দেয়। এদিকে এ নাটকের সাথে সংশ্লিষ্টদের ফাঁসির দাবিতে ফরিদপুর শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের পর যেলা প্রশাসক, যেলা পুলিশ সুপার ও যেলা প্রেস ক্লাবে পৃথক পৃথক তিনটি স্মারকলিপি পেশ করার প্রেক্ষিতে ফরিদপুর যেলা প্রেস ক্লাব কর্তৃপক্ষ অশোকেশ রায় ও অমরেশ রায়কে প্রেস ক্লাবের সদস্যপদ থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করেছে।

উল্লেখ্য যে, 'কথা কৃষ্ণকলি' নাটকের মূল স্ক্রীপ্টের দুই লেখক 'আজকের কাগজ'-এর ফরিদপুর প্রতিনিধি অমরেশ রায় ও 'ভোরের কাগজ'-এর প্রতিনিধি অশোকেশ রায়কে গত ২৩.৯.২০০২ইং সোমবার ফরিদপুর কোতয়ালী থানা পুলিশ গ্রেফতার করেছে। জানা যায়, স্ক্রীপ্টের (পাণ্ডুলিপির) হাতের লেখা মিলানোর উদ্দেশ্যে থানা পুলিশ তাদের ঝিলটুলিস্থ বাসা থেকে থানায় নিয়ে যায়। পরে দুই সহোদর সাংবাদিককে ফরিদপুর ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে হাজির করলে বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট জাহিদুল ইসলাম নাটকের স্ক্রীপ্টের সাথে তাদের হাতের লেখার মিল থাকায় তাদেরকে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।

হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে দেব-দেবীর পূজারী উল্লেখ করে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নোট বিতরণ

খুলনা ৫ সেপ্টেম্বরঃ মংলায় এক খ্রীষ্টান মিশনারী পরিচালিত সেন্ট পল্‌স উচ্চ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের সমাজ বিজ্ঞান বইয়ের জন্য তৈরী করা প্রশ্নের উত্তরপত্রের (হ্যাণ্ড নোট) ৮০, ৮১ ও ৮২ নং উত্তরে বলা হয়েছে, 'হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)

আরবের মক্কা নগরীতে ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধিক দেব-দেবী, গ্রহ, নক্ষত্র, গাছ, পাথর ইত্যাদির পূজা করতেন। পবিত্র কা'বা ঘরেই তখন ৩৬০টি মূর্তি ছিল'। উক্ত প্রশ্নপত্র সেন্ট পল্‌স উচ্চ বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য বইয়ের সহায়িকা হিসাবে তৈরী করে বিতরণ করে বলে অভিযোগ রয়েছে।

এ উত্তরপত্রের দেওয়া তথ্য ছাত্র-ছাত্রীদের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। যা স্থানীয় মুসলমানদের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং তারা এ ঘটনার সাথে সম্পৃক্তদের শাস্তি দাবী করে।

মুহাম্মাদ (ছাঃ) টাকার লোভে বিবি খাদীজাকে বিবাহ করেন (!) ঈদুল ফিৎর বদর যুদ্ধের বিজয়োৎসব (!)

সরকারী বাংলাপিডিয়ার অদ্ভুত আবিষ্কার!

ঢাকা ১১ই সেপ্টেম্বরঃ সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় বিশ্বকোষ 'বাংলাপিডিয়া' আগামী বছরের শুরুতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের পর সারা দেশে যে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি করবে তা আঁচ করতে পেরেই এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা প্রচুর লোকসান দিয়ে অত্যন্ত তড়িঘড়িভাবে এটি অগ্রিম বিক্রয়ের ব্যবস্থা নিয়েছে বলে জানা গেছে। এ জন্যই ২০ হাযার টাকা মূল্যের বাংলাপিডিয়ার ইংরেজী সংস্করণ এখন মাত্র ৬ হাযার টাকায় এবং ১৫ হাযার টাক মূল্যের বাংলাপিডিয়ার বাংলা সংস্করণ মাত্র ৫ হাযার টাকার আগাম বিক্রি করা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় এশিয়াটিক সোসাইটি ১৬ কোটি টাকা লোকসান দিয়ে আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই বাংলাপিডিয়ার সমুদয় কপি বিক্রি করে ফেলার কৌশল গ্রহণ করেছে। বিষয়টি বাংলাপিডিয়ার প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক প্রফেসর সিরাজু ইসলাম স্বীকার করেছেন বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশ।

উক্ত খবর প্রকাশিত হবার পর দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঢেউ' ওঠার ফলে 'বাংলাপিডিয়া' সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে খবরে প্রকাশ।

[উপরের সবগুলি চক্রান্ত একই উৎস থেকে সুপরিকল্পিত ভাবে পরিচালিত হচ্ছে। দেশের স্বাধীনতা ও ইসলাম বিরোধী চক্র বর্তমান জোট সরকারকে ইসলামী সরকার হিসাবে ধরে নিয়েছে। আর সেকারণেই সরকারকে বেকায়দায় ফেলার সকল সুযোগ তারা কাজে লাগাচ্ছে। আমরা বিষয়গুলির প্রতি জোট সরকারকে কঠোর ভূমিকা কামনা করছি এবং সরকারের অভ্যন্তরে ও আমলা চক্রের মধ্যে যে দুষ্ট চক্রটি রাষ্ট্রঘাতি চক্রের দোসর হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে, তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করার আহবান জানাচ্ছি (স. স.)।

দেশে বাসক পাতা থেকে চা

বাসক পাতা থেকে চা, জাপানী পুদিনা পাতা থেকে জাপানিজ মিন্ট তেল এবং এ তেল থেকে মেন্থল তৈরী করেছে 'বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ' (বিসিএসআইআর)। 'বিসিএসআইআর'-এর চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহাম্মাদ আমজাদ হোসাইন একথা জানান।

বাসক পাতার চা সম্পর্কে তিনি জানান, এটা নতুন ধরনের চা। সবাই এ চা পান করতে পারেন। স্বাদ-গন্ধ ও গুণাগুণে এতে চায়েরই আমেজ মিলবে।

বাসক পাতা বিশেষ প্রক্রিয়ায় চায়ে রূপান্তর করা যায়। ঠাণ্ডা এবং গরম উভয় অবস্থায়ই এ চা পানযোগ্য। এতে দুধ এবং চিনি মেশালে সাধারণ চায়ের মতই স্বাদ মিলবে। উল্লেখ, এক টন বাসক পাতার মূল্য ২ লাখ ১০ হাযার টাকা। বাণিজ্যিকভাবে বাসক পাতার চা উৎপাদন লাভজনক।

দুর্নীতিতে বাংলাদেশের শীর্ষস্থান অপরিবর্তিত

দুর্নীতিতে বাংলাদেশের শীর্ষস্থান অপরিবর্তিত রয়েছে। গত ২৮ আগষ্ট প্রকাশিত 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালে'র (টিআই) দুর্নীতির সূচকে ১০২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান এক নম্বরে রয়েছে। ২০০০ ও ২০০১ সালে পরিচালিত সমীক্ষার ভিত্তিতে উপরোক্ত সূচক তৈরী করা হয়েছে। এ সময় বাংলাদেশে তিনটি সরকার দেশ পরিচালনা করেছে।

সমীক্ষাকালের ২৪ মাসের মধ্যে ১৮ মাস ক্ষমতায় ছিল আওয়ামী লীগ এবং তিন মাস করে অবশিষ্ট ৬ মাস দেশ পরিচালনা করেছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও বর্তমান বিএনপি সরকার। 'টিআই' রিপোর্ট ২০০২ অনুযায়ী ১০টি ভয়াবহ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এর আগে ২০০১ সালের জুনে প্রকাশিত 'টিআই' রিপোর্টে বাংলাদেশ বিশ্বের ৯১টি দেশের মধ্যে শীর্ষস্থানে ছিল।

টিআই রিপোর্ট অনুযায়ী দুর্নীতির সূচকের শীর্ষে অবস্থানকারী ১০টি দেশ হচ্ছে যথাক্রমে বাংলাদেশ, নাইজেরিয়া, প্যারাগুয়ে, মাদাগাসকার, এঙ্গোলা, কেনিয়া, ইন্দোনেশিয়া, আজারবাইজান, উগাণ্ডা ও মলডোবা। টিআই রিপোর্ট অনুযায়ী সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত বা প্রায় দুর্নীতি মুক্ত দেশ হচ্ছে ফিনল্যাণ্ড।

সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত দেশের পয়েন্ট ১০ ধরে পরিচালিত জরিপে বাংলাদেশ পেয়েছে সর্বনিম্ন মাত্র ১ দশমিক ২ পয়েন্ট। রিপোর্টে বলা হয়, জরিপের আওতাধীন ১০২টি দেশের মধ্যে ৭০টি দেশের পয়েন্ট ৫-এর নীচে। টিআই রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বের দারিদ্র পীড়িত দেশগুলির দুর্নীতি ব্যাপক ও ভয়াবহ। ক্রমবর্ধমান দুর্নীতির জন্য রাজনীতিক, সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অবিবেচক স্বার্থান্ধ ব্যবসায়ীদের দায়ী করে 'টিআই' রিপোর্ট বলা হয়, রাজনীতিবিদ ও তাদের সমর্থকরা প্রাপ্ত সকল সুযোগই কাজে লাগিয়েছে। রাজনীতিকরা দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ীদের সাথে যোগসাজশে লুটপাটের মাধ্যমে প্রত্যেক জাতিকে দারিদ্রের ফাঁদে আটকে দিচ্ছে এবং টেকসই উন্নয়ন ব্যাহত করছে।

প্রফেসর ইয়াজ উদ্দীন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেশের ১৮তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

চার দলীয় জোটের প্রার্থী প্রফেসর ডঃ ইয়াজ উদ্দীন আহমাদ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেশের ১৮তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর আর কোন বৈধ প্রার্থী না থাকায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম,এ সাঈদ তাঁকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত ঘোষণা করেন। অপর দু'জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্রে প্রস্তাবক ও সমর্থক সংসদ সদস্য না হওয়ায় তাদের মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়।

প্রফেসর ইয়াজ উদ্দীন আহমাদ দেশের ১৮তম প্রেসিডেন্ট হিসাবে গত ৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বঙ্গভবনের দরবার হলে শপথ গ্রহণ করেন। প্রধান বিচারপতি মাঈনুর রেযা চৌধুরী ঐ দিন সন্ধ্যায় বঙ্গভবনের দরবার হলে তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান।

অনুষ্ঠানে বিদায়ী অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ব্যারিষ্টার মুহাম্মাদ জমির উদ্দীন সরকার ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, সাবেক প্রেসিডেন্ট প্রফেসর এ,কিউ,এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। শপথ অনুষ্ঠানে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের কেউ উপস্থিত ছিলেন না। চার দলীয় জোটের নেতৃবৃন্দের বাইরে জাতীয় পার্টির বেগম রওশন এরশাদ ছাড়া বড় দলের তেমন কেউ ছিলেন না।

উল্লেখ্য যে, বিএনপির সংসদীয় দলের অনাস্থার মুখে প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরী গত ২১ জুন প্রেসিডেন্ট পদ থেকে পদত্যাগ করেন। তখন থেকে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২ মাস ১১ দিন স্পীকার ব্যারিষ্টার জমিরউদ্দীন সরকার অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। গত ৩রা সেপ্টেম্বর বিএনপির স্ট্যাণ্ডিং কমিটির সভায় সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ ইয়াজ উদ্দীন আহমাদকে চারদলীয় জোটের পক্ষে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন চূড়ান্ত করা হয়। গত ৫ সেপ্টেম্বর প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম,এ সাঈদ অন্য কোন প্রার্থী না থাকায় তাকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত ঘোষণা করেন।

ভাষা সৈনিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ ডঃ ইয়াজ উদ্দীন আহমাদ ১৯৩১ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী মুন্সিগঞ্জের নয়াগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালে মুন্সিগঞ্জ হাই স্কুল থেকে মেট্রিক এবং ১৯৫০ সালে মুন্সিগঞ্জেরই হরগঙ্গা কলেজ থেকে আইএসসিতে প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫২ সালে বিএসসি এবং ১৯৫৪ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মৃত্তিকা বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীতে এম,এস,সি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৬২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি,এইচ-ডি ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন।

বাংলাদেশী বিজ্ঞানীর বিশ্বজয়ী কৃতিত্ব

জ্বালানি ছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদনের তত্ত্ব ও কৌশল উদ্ভাবন

দেশের বিশিষ্ট গবেষক ও বিজ্ঞানী প্রকৌশলী ফরিদপুরের কাশিয়ানীর সন্তান নজমুল হুদা সম্পূর্ণ বিনা খরচে অর্থাৎ তেল-গ্যাস ইত্যাদি যেকোন ধরনের জ্বালানি ছাড়াই কোটি কোটি মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের এক অভাবনীয় তত্ত্ব ও কৌশল উদ্ভাবন করে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছেন। তার এই তত্ত্বটি কার্যকর হ'লে এটি হবে সারা বিশ্বের বিজ্ঞান গবেষণার ইতিহাসে এ যাবতকালের শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কার। বিশ্বে সর্বপ্রথম ব্যাটারি ছাড়া রেডিও'র উদ্ভাবক বাংলাদেশী বিজ্ঞানী নজমুল হুদা গত ২৩ আগষ্ট জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'একটি বিশেষ ধরনের পাত্রে রক্ষিত পানির অনবরত ঘূর্ণন থেকে বিনা খরচে প্রাকৃতিকভাবেই আজীবন বিদ্যুৎ তৈরীর এই ব্যতিক্রমধর্মী ফর্মুলা তিনি আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছেন। গত ৩০ বছরের গবেষণায় প্রকৌশলী নজমুল হুদা এই সাফল্য লাভ করেন। তাঁর এই নতুন উদ্ভাবনের নাম দেওয়া হয়েছে *'পারপেচ্যুয়াল মোশন থ্রু ভারচ্যুয়াল এণ্ড সিক্যুয়েন্সিয়াল ট্রান্সফার অব ম্যাস বাই মাচ রিডিউসড নেট ফোর্স এণ্ড অ্যাপলিকেশন অব নিউ কনসেপ্টস ইন সায়েন্স'*। আগামী ৬ মাসের মধ্যে তিনি এই যুগান্তকারী নতুন উদ্ভাবনী প্রক্রিয়াটির মডেল উপস্থাপন করবেন বলে জানান। এটি সফল হ'লে বাংলাদেশে পিডিবি, ডেসা কিংবা আরইবি'র মত কোন সংস্থার এবং বিশাল বিশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও বিদ্যুৎ লাইনেরও আর প্রয়োজন হবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন। অন্যান্য দেশেও একই অবস্থা হবে। এই বিদ্যুৎ এক স্থান থেকে আরেক স্থানে সঞ্চালনের জন্য কোন সরবরাহ লাইনেরও প্রয়োজন পড়বে না। কারণ যেকোন শিল্প-কারখানায়, প্রতিষ্ঠানে বা ঘরে ঘরেই এ পদ্ধতিতে জেনারেটরের মত যে কোন স্থানে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহার সম্ভব হবে।

ঢাকায় প্রতিবছর ১০ সহস্রাধিক শিশু পানিবাহিত রোগে মারা যায়

-বন প্রতিমন্ত্রী

জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্র ও ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে গত ২রা সেপ্টেম্বর সোমবার থেকে দু'দিনব্যাপী 'বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন' শীর্ষক সম্মেলন ও মেলা'০২ আগারগাঁওস্থ এলজিইডি ভবনে শুরু হয়। মেলা উপলক্ষে এলজিইডি ভবন মিলনায়তনে দু'দিনব্যাপী এক সেমিনারেরও আয়োজন করা হয়। সেমিনারের মূল বিষয়বস্তু ছিল 'বাংলাদেশের পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা'।

পরিবেশ ও বন প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরী মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেন, ঢাকা শহরে বসবাসকারী ২৫ লাখ মানুষ বিশুদ্ধ পানি থেকে বঞ্চিত এবং প্রায় ৭০ ভাগ মানুষের জন্য সুষ্ঠু পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেই। এর ফলশ্রুতিতে ঢাকা শহরে প্রতিবছর ১০ সহস্রাধিক শিশু পানিবাহিত রোগে অকাল মৃত্যুবরণ করে।

এ বছর ৫০ হাযার লোক হজ্জ পালন করবেন

দেশে ব্যালটী ও নন-ব্যালটীসহ প্রায় ৫০ হাযার হজ্জযাত্রী এ বছর পবিত্র হজ্জ পালন করবেন। বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব এম শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে গত ৪ সেপ্টেম্বর আন্তঃমন্ত্রণালয়ের বৈঠকে একথা জানানো হয়। বৈঠকে হজ্জযাত্রীদের পরিবহন সুবিধা ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। বৈঠকে মক্কা ও মদীনায় হজ্জযাত্রীদের সুষ্ঠু আবাসনের উপর দৃষ্টি রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জানিয়ে দেওয়া হয়।

বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রণালয়, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ বিমানের প্রতিনিধিরা এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

মালিবাগে মসজিদ নিয়ে সংঘর্ষে ৪ জন নিহত

গত ১৫ আগষ্ট বিকেলে মালিবাগ বাজারস্থ বাস স্ট্যাণ্ড সংলগ্ন বায়তুল আযীম জামে মসজিদের সামনে নিরপরাধ মুছল্লী ও মাদরাসা ছাত্রদের উপর বিনা উস্কানিতে উপর্যুপরি হামলা, গুলী ও বোমাবর্ষণের ঘটনায় ৩ জন মাদরাসা ছাত্র ও একজন পথচারী নিহত হয়েছে। আহত হয়েছেন আরো কমপক্ষে ৭০/৮০ জন মুছল্লী, ছাত্র ও পথচারী।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, মালিবাগ এলাকায় মুছল্লীদের ছালাত আদায়ের সুবিধার্থে এলাকার কতিপয় ব্যবসায়ী উদ্যোগী হয়ে রামপুরা সড়ক সংলগ্ন টেলিফোন বোর্ডের পরিত্যক্ত জমিতে ১৯৯৫ সালে একটি কাঁচা মসজিদ নির্মাণ করে ছালাত আদায় শুরু করেন। ১৯৯৫ সালেই এলাকার এমপি এবং তৎকালীন বেসামরিক বিমান চলাচল প্রতিমন্ত্রী মেজর (অবঃ) আব্দুল মান্নানের সুপারিশ সম্বলিত একটি দরখাস্ত মসজিদ কমিটি কর্তৃক ৫ কাঠা জমি বরাদ্দ চেয়ে টিএণ্ডটি বোর্ডের চেয়ারম্যানের

বরাবরে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে সরকার পরিবর্তন হ'লে এলাকার এমপি ডাঃ এইচ,বি,এম ইকবাল মসজিদের জন্য জমি বরাদ্দ দিতে টিএণ্ডটি বোর্ডকে সুপারিশ করেন। ইত্যবসরে এলাকার মুছল্লীদের সহায়তায় মসজিদটি ধীরে ধীরে পাকা মসজিদে রূপান্তরের কাজ চলতে থাকে। ১৯৯৮ সালের ২৫ মার্চ তারিখে সাবেক ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মুহাম্মাদ নাসিম উক্ত মসজিদের জন্য ৫ কাঠা জমি বরাদ্দের জন্য টিএণ্ডটি বোর্ডকে নির্দেশ দেন।

মন্ত্রী এ নির্দেশ দেয়ার পরপরই টিএণ্ডটি কলোনীর অফিসার্স কোয়ার্টারে বসবাসরত টিএণ্ডটি বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার জনাব তৌফীক মসজিদ নির্মাণের বিরুদ্ধে টিএণ্ডটি বোর্ডের কোনপ্রকার অনুমতি ছাড়াই ৪র্থ সাব-জজ আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। কিছুদিন মামলা চলার পর ৪র্থ সাব-জজ আদালত থেকে মসজিদের পক্ষে রায় প্রদান করে। পরবর্তীতে উল্লেখিত টিএণ্ডটির ইঞ্জিনিয়ার তৌফীক মামলার রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপীল করেন। আপীলের শুনানী শেষ হ'তে না হ'তেই জনাব তৌফীক উদ্যোগী হয়ে তার দলবল ও সন্ত্রাসীদের নিয়ে গত ১২ আগষ্ট সোমবার রামপুরা সড়ক সংলগ্ন মসজিদের পূর্ব পাশের গেটে ১৫ ইঞ্চি চওড়া ২০ ফুটের অধিক দীর্ঘ দেয়াল তুলে দিয়ে পূর্বদিক থেকে মসজিদের যাতায়াতের একমাত্র রাস্তা বন্ধ করে দেয়। এমতাবস্থায় মসজিদে পাঞ্জেগানা ছালাত বন্ধ হয়ে যায়। গত ১৪ আগষ্ট থেকে মসজিদে আযানও বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ পরিস্থিতিতে এলাকার মুছল্লীরা ক্ষিপ্ত হয়ে গত ১৫ আগষ্ট মসজিদের বন্ধ করে দেওয়া গেটের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দেয়। গোটা মালিবাগ, রামপুরা ও খিলগাঁও এলাকার সকল মসজিদ-মাদরাসার সহস্রাধিক মুছল্লী ও ছাত্র রামপুরা রোডে প্রতিবাদ সমাবেশে মিলিত হন। বাদ আছর বিক্ষোভ সমাবেশে মসজিদ কমিটির কোষাধ্যক্ষ আলহাজ্জ আব্দুস সাত্তার বক্তৃতা শুরু করার সাথে সাথে উক্ত তৌফীকের নির্দেশে সন্ত্রাসী ইমরান তার বাহিনীর লোকদেরকে দিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশরত মুছল্লীদের উপর ব্যাপক ইট-পাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। এ সময় উপস্থিত পার্শ্ববর্তী মাদরাসা সমূহের বেশ কিছু ছাত্র আহত হয়। এতে বিক্ষুব্ধ কিছু মুছল্লী ক্ষিপ্ত হয়ে পাল্টা ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করলে মসজিদের পশ্চিম পাশ থেকে মুছল্লীদের লক্ষ্য করে সন্ত্রাসীরা গুলী ও বোমা বর্ষণ শুরু করে। ফলে ৪ জন নিহত হয়? নিহতরা হ'ল- মালিবাগ চৌধুরীপাড়া জামিয়া মাদারাসার ছাত্র আবুল (২০), ইয়াহইয়া (২০), রেযাউল করীম ঢালী (২০)। অপর জন অজ্ঞাত (৪৫) মুছল্লী।

দাখিল ও বৃত্তি পরীক্ষায় মারকায ছাত্রদের কৃতিত্ব

(ক) দাখিলঃ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ছাত্ররা ২০০২ইং সালে অনুষ্ঠিত দাখিল ও বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে বিরল কৃতিত্ব অর্জন করেছে।

দাখিলঃ মোট ১২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৬ জন 'এ' গ্রেডে এবং ৬ জন 'বি' গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে। 'এ' গ্রেড প্রাপ্তরা হ'লঃ আব্দুর রশীদ (সাতক্ষীরা, ৪.৩৩), শরীফুল ইসলাম (রাজশাহী, ৪.০০), আবূ সাঈদ (বগুড়া, ৪.০০), আবদুল্লাহিল কাফী (চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ৪.০০), শফীকুল ইসলা (রাজশাহী, ৪.০০) ও জাহাঙ্গীর আলম (রাজশাহী, ৪.০০)।

'বি' গ্রেড প্রাপ্তরা হ'লঃ যিয়াউর রহমান (সাতক্ষীরা, ৩.৮৩), রুস্তম আলী (রাজশাহী, ৩.৮৩), আবূ নো'মান (গাইবান্ধা, ৩.৬৭), সেলিমুদ্দীন (রাজশাহী, ৩.৬৭), হাশমতুল্লাহ (রাজশাহী, ৩.৫০) ও বেলালুদ্দীন (রাজশাহী, ৩.০০)।

(খ) বৃত্তিঃ ৮ম শ্রেণীতে ১ জন 'এ' গ্রেড এবং ৫ম শ্রেণীতে ৭ জন 'এ' গ্রেডে, ৮ জন 'বি' গ্রেডে এবং ২ জন 'সি' গ্রেডে বৃত্তি লাভ করেছে।

৮ম শ্রেণীঃ হাবীবুল্লাহ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)।

৫ম শ্রেণীঃ 'এ' গ্রেড প্রাপ্তরা হ'লঃ যিয়াউর রহমান (রাজশাহী), হুমায়ুন কবীর (রাজশাহী), আমীদুর রহমান (রাজশাহী), মুয্যাম্মেল হক (সিরাজগঞ্জ), মুযাফ্ফর হোসাইন (রাজশাহী), আনোয়ার হোসাই (রাজশাহী) ও আবূ বকর ইমরান (নওগাঁ)। 'বি' গ্রেড প্রাপ্তরা হ'ল- রুহুল আমীন (নওগাঁ), মনীরুয্যামান (গাইবান্ধা), আবূ বকর ছিদ্দীক (রাজশাহী), আবদুর রহমান (রাজশাহী), আহসান হাবীব (জয়পুরহাট), রাশেদুল ইসলাম (জয়পুরহাট) ও শাহাদৎ হোসাই (রাজশাহী)। 'সি' গ্রেড প্রাপ্তরা হ'ল- এনামুল হক্ব (গাইবান্ধা) ও ইয়াহইয়া খালিদ (রাজশাহী)।

জিহাদ আন্দোলনের শেষ দেউটি নিভে গেল

১. মাওলানা আবদুল মাজেদ সালাফী (১৯৩৪-২০০২) আর নেইঃ

পাবনাঃ ২৮শে আগষ্ট বুধবারঃ বৃটিশ বিরোধী জিহাদ আন্দোলনের অন্যতম নেতা পাবনা হেমায়েতপুরের মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সালাফী (১৯০৪-১৯৭২)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র মাওলানা আব্দুল মাজেদ সালাফী গত ২৮শে আগষ্ট বুধবার দিবাগত রাত্রি সাড়ে ১১-টায় ঢাকা সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ৬৮ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। রাতেই মরহুমের লাশ বাড়ীতে আনা হয় এবং পরদিন বাদ যোহর বেলা ২-টার সময় পাবনা কুঠিপাড়া ঈদগাহ ময়দানে তাঁর ছালাতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় ও স্থানীয় ছাতিয়ানী গোরস্থানে দাফন করা হয়। মরহুমের জ্যেষ্ঠ জামাতা ঢাকা যেলার ধামরাই উপযেলাধীন শরীফবাগ আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল মতীন জানাযায় ইমামতি করেন। জানাযা-পূর্ব সংক্ষিপ্ত ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান ডঃ **মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন ও তাঁর পরিবার বর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

ছাত্র জীবনে তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী মাওলানা আব্দুল মাজেদ সালাফী এম,এম,এম,এ কর্মজীবনে দিনাজপুর যেলার নান্দেড়াই দারুল হুদা আলিয়া মাদরাসা, ঢাকা যেলার শরীফবাগ আলিয়া মাদরাসা, সিরাজগঞ্জ যেলার কামারখন্দ আলিয়া মাদরাসা ও সবশেষে গাইবান্ধা যেলার মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদরাসায় অবসর পূর্বকাল পর্যন্ত অধ্যক্ষের পদে আসীন ছিলেন। অতঃপর ১৯৯৯ সালে পাবনায় ফিরে তিনি স্থানীয় বাঁশবাজার সালাফিইয়াহ মাদরাসায় শিক্ষক হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

জিহাদ আন্দোলনের উত্তরসুরী হিসাবে পরিচিত পাবনা চর এলাকার ১০টি আহলেহাদীছ জামা'আত, যাদেরকে 'কাবুলীপাড়া' বলা হয়, তিনি তাদের 'আমীর' ছিলেন। মাওলানা আব্দুল মাজেদ সালাফী মৃত্যুকালে বৃদ্ধা মা (১১০), স্ত্রী, পাঁচ পুত্র, দুই কন্যা, দুই ভাই, বহু ছাত্র ও গুণগ্রাহী রেখে যান।

[আমরা মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি- সম্পাদক]

২. জামিরার পীর ইয়াহইয়া (১৯২৯-২০০২) আর নেইঃ

রাজশাহীঃ ৭ই সেপ্টেম্বর শনিবারঃ অদ্য দুপুর আড়াইটায় 'জামিরার পীর' বলে খ্যাত জনাব মুহাম্মাদ ইয়াইয়া দীর্ঘদিন যাবৎ বার্ধক্যজনিত রোগে শয্যাশায়ী থাকার পর পুঠিয়া উপযেলাধীন জামিরাস্থ নিজ বাসভবনে ৭৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। *ইন্না লিল্লা-হে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন।*

পীর ইয়াহ্ইয়া রাজশাহী সরকারী মাদরাসা থেকে ১৯৪৫ সালে নিউস্কীম ১০ম শ্রেণী পাস করেন। অতঃপর পশ্চিম বঙ্গের হুগলী ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে কিছুদিন লেখাপড়া করেন। এরপর তিনি হাওড়াতে পোষ্টাল ক্লার্ক হিসাবে কর্ম জীবন শুরু করেন। অতঃপর হুগলীর চন্দন নগরে সরকারী খাদ্য বিভাগে রেশমিং ক্লার্ক হন। দেশ বিভাগের পর তিনি রংপুর জজকোর্টে ক্লার্ক হিসাবে যোগদান করেন। সেখান থেকে ১৯৪৯ সালে পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে 'টেকনিশিয়ান' হিসাবে যোগদান করেন ও একই পদে ১২ বছর চাকুরী করেন। ১৯৬১ সালে তিনি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতে আসেন এবং ১৯৬২ সালে পিতা মাওলানা মুহাম্মাদ-এর মৃত্যুর পর জামা'আতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আমৃত্যু তিনি উক্ত দায়িত্বে রত ছিলেন।

প্রচলিত অর্থে তিনি 'পীর' ছিলেন না। বরং জিহাদ আন্দোলনের ঐতিহ্য অনুযায়ী জামিরা জিহাদ কেন্দ্রের পরিচালক মাওলানা যাকারিয়া বিন মুহাম্মাদ বিন কারামাতুল্লাহ্র উত্তরসুরী হিসাবে তিনি তাঁর প্রভাবিত আহলেহাদীছ এলাকার 'উপর সরদার' ছিলেন। মাওলানা মুহাম্মাদ মুর্শিদাবাদের 'বিলবাড়ি' জিহাদ কেন্দ্রের নেতা মাওলানা আব্দুল্লাহ ঝাউ-এর 'খলীফা' বা প্রতিনিধি ছিলেন। অন্যান্য এলাকার ন্যায় জামিরার প্রভাবাধীন এলাকা থেকেও বৃটিশ বিরোধী জিহাদের জন্য লোক ও রসদ সংগ্রহ করা হ'ত। শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে কঠোর এবং সুন্নাতের পাবন্দ হিসাবে একসময় জামিরা আহলেহাদীছ জামা'আতের সুনাম সর্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল।

উল্লেখ্য যে, মাওলানা মুহাম্মাদ ছিলেন মিয়াঁ নাযীর হোসায়েন দেহলভী (১২২০-১৩২০ হিঃ)-এর ছাত্র এবং ১৩০৫ হিজরীতে অনুষ্ঠিত মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ মাডডার বাহাছে আহলেহাদীছ পক্ষের স্বনামধন্য মুনাযির।

পীর ইয়াহ্ইয়ার কনিষ্ঠপুত্র মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে সদ্য ফারেগ ছাত্র মাওলানা ইশতিয়াক আহমাদ পরদিন সকাল ১০-টায় স্থানীয় জামে মসজিদে জানাযার ইমামতি করেন। জানাযায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**, নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদী সালাফী, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীসের সহ-সভাপতি প্রফেসর এ,কে,এম, শামসুল আলম, প্রফেসর মোঃ আবদুস সালাম, প্রফেসর যিল্লুর রহমান, ডঃ ওমর ফারূক ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ বহু লোকের সমাগম হয়।

[আমরা মরহূমের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি- সম্পাদক]

আব্দুল মতীন সালাফীর পিতা আর নেই

'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ'-এর অন্যতম নেতা মাওলানা আব্দুল মতীন সালাফীর শতায়ু পিতা পশ্চিমবঙ্গের বর্ষিয়ান আলেম মাওলানা আব্দুর রহমান গত ২৪.৯.০২ইং তারিখে সকাল ৯-টায় বোম্বাইয়ের এক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন।* (পুরো খবর আগামী সংখ্যায় দ্রষ্টব্য)।

[আমরা মরহূমের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি- সম্পাদক]

বিদেশ

নর্থ ক্যারোলিনার চ্যাপেলহিল বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীষ্মকালীন কোর্সে ইসলাম শিক্ষা বাধ্যতামূলক

গত বছরের ১১ সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কের টুইনটাওয়ারের ধ্বংসযজ্ঞের পর যুক্তরাষ্ট্রে একমাত্র হট ইস্যুই হচ্ছে ইসলাম। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস-আদালতে প্রতিদিনই এর উপর চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ ও তুমুল তর্ক-বিতর্কের ঝড়। আমেরিকানদের ঘরে ঘরে বুকসেলফে শোভা পাচ্ছে ইংরেজিতে অনুদিত কুরআন শরীফ, ইসলামী বই ও ম্যাগাজিন। দেদারসে বিক্রি হচ্ছে ইসলামী বই। বুকস্টলে নতুন ইসলামী বই আসা মাত্রই মুহূর্তের মধ্যে খালি হয়ে যাচ্ছে সেল্ফ। প্রকাশকরা রীতিমত হিমশিম খাচ্ছে রিপ্রিন্ট করতে গিয়ে। যে মুহূর্তে আমেরিকায় ইসলামকে নিয়ে নতুন মেরুকরণ শুরু হয়েছে ঠিক সে মুহূর্তে আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয় ইসলাম শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে নতুন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। গত ৭ আগষ্ট আমেরিকার বহুল প্রচারিত ওয়াশিংটন পোষ্ট পত্রিকায় 'এটাইমলি সাবজেক্ট এ্যাণ্ড এ মোর ওয়ান' শিরোনামে সংবাদটি ছাপা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনা অঙ্গরাজ্যের চ্যাপেলহিল ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ তাদের গ্রীষ্মকালীন কোর্স হিসাবে নবাগত সাড়ে তিন হাযার স্টুডেন্টের জন্য ইসলাম শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে। 'এ্যপ্রোচিং দ্যা কুরআন' শিরোনামে মুদ্রিত কুরআনের ৩৫ টি সূরার তাফসীর সম্বলিত বইটি ছাত্র-ছাত্রীদের ২০ থেকে ২৫ জনের গ্রুপ করে দীর্ঘ ২ ঘন্টার একটি সেমিনার রিপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমেরিকার ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা এটাই প্রথম।

দুই হিন্দু দেবীকে সন্তুষ্ট করতে ভারতে ১০৬ শিশুর 'জীবন্ত সমাধি'

ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যে গত ২১ আগষ্ট বুধবার দুই হিন্দু দেবীকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে শতাধিক শিশুকে 'জীবন্ত সমাধিস্ত' করে ৪০০ বছরের পুরনো এক ধর্মীয় আচার পালন করা হয়। এই ধর্মীয় রীতি অনুসারে শিশুদের মাটি খুঁড়ে সমাধিস্ত করে প্রায় এক মিনিট রাখার পর বের করে আনা হয়। বিগত ৪০০ বছর ধরে প্রতি ৫ বছরে একবার এই উৎসব পালন করা হচ্ছে। যেসব শিশু প্রায়শই রোগাক্রান্ত থাকে বা যারা জটিল রোগে ভুগছে তাদেরকেই এতে অংশ নিতে দেওয়া হয়। এ বছর ১০৬টি শিশু এতে অংশ নেয়। রাজ্যের রাজধানী চেন্নাই থেকে ৫৫০ কি.মি. দক্ষিণে পেরাইয়ুর গ্রামে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তামিল ভাষায় একে 'কুঝিমাক্র থিরুভিজা' বা সমাধি উৎসব বলা হয়।

ব্রিটেনের অধিকাংশ লোক দেশ ছেড়ে চলে যেতে চায়

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, অর্ধেকেরও বেশী ব্রিটিশ নাগরিক মাতৃভূমি ত্যাগ করে অন্য দেশে চলে যেতে চায়। তাদের এই ইচ্ছার প্রধান কারণ জীবন যাত্রার অতিরিক্ত ব্যয় ও খারাপ আবহাওয়া। ডেইলি টেলিগ্রাফে প্রকাশিত এক জনমত জরিপে দেখা যায়, সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৫৪ ভাগ লোক বলেছেন, সুযোগ থাকলে তারা দেশের বাইরে অন্য কোথাও বসতি গড়ে তুলত। অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার অল্প কিছু দিন পর

১৯৪৮ এবং পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালে একই ধরনের সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল যথাক্রমে ৪২ ও ৪০ ভাগ মানুষ দেশ থেকে অন্যত্র বসবাসের কথা বলে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, তাদের প্রথম পসন্দের জায়গা হ'ল যুক্তরাষ্ট্র এবং পরবর্তী পসন্দ অস্ট্রেলিয়া। তবে ভাষা যদি প্রতিবন্ধক হিসাবে না দেখা দিত, তাহ'লে তাদের প্রথম পসন্দের দেশ হ'ত স্পেন এবং তারপর ফ্রান্স। তখন যুক্তরাষ্ট্র হ'ত তৃতীয় দেশ।

প্রতিবছর বিশ্বে ১২ লাখ শিশু পাচারের শিকার হচ্ছে

মানুষ পাচারের (বিশেষ করে নারী ও শিশু পাচার) ঘটনা নতুন কিছু নয়। বরং মানুষ পাচার ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা 'আইএলও'-এর এক হিসাবে বলা হয়েছে, প্রতি বছর গোটা বিশ্বে ১৮ বছরের নীচের ১২ লাখ শিশু পাচারের শিকার হচ্ছে। 'হৃদয়ে অসহনীয় বেদনা' শীর্ষক 'আইএলও'-এর শিশু পাচারের এক নতুন রিপোর্টে বলা হয়েছে, অধিকাংশ পাচারকৃত শিশুকে যৌন কাজে ব্যবহার করা হয়। সম্প্রতি এশিয়া, মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকায় এক সমীক্ষায় বলা হয়, পাচারকৃত শিশুদেরকে এখন প্রায়ই গৃহস্থালীর কাজে, সশস্ত্র লড়াইয়ে, শিল্প, রেস্তোরাঁয়, কৃষি, নির্মাণ, মাছধরা ও ভিক্ষাবৃত্তির কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

পরে এদেরকে একাধিকবার পতিতালয়ে বিক্রি করা হয়। ইউনিসেফের আঞ্চলিক পরিচালক রিমা সামাহ বলেন, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, শিক্ষার সুবিধা রক্ষণাবেক্ষণে অপর্যাপ্ততা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা, সশস্ত্র সংঘর্ষ, পরিবারের জ্ঞানের অভাব শিশু পাচারের জন্য দায়ী।

যুক্তরাষ্ট্রের ৫৭ ভাগ মুসলমান বিমাতাসুলভ আচরণের শিকার

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত মুসলমানদের শতকরা ৫৭ জনই বলেছেন যে, ১১ সেপ্টেম্বরের পর তারা বিমাতাসুলভ আচরণের শিকার হচ্ছেন। ৮৭% বলেছেন যে, তাদের পরিচিত সকল মুসলমানই কোন না কোনভাবে বিমাতাসুলভ আচরণের শিকার হয়েছেন। 'ন্যাসনাল ইসলামিক সিভিক রাইটস' নামক একটি সংগঠনের পরিচালিত এক জরিপে উদ্বেগজনক এই তথ্যটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। জরিপ প্রতিবেদনটি আমেরিকা নিউজ এজেন্সির দফতরে প্রেরণ করা হয়।

এই জরিপটি চালানো হয় আমেরিকার নাগরিক হয়েছেন এমন মুসলমানদের উপর। জরিপের ফলাফলের উপর মন্তব্য করতে যেয়ে ক্যায়ারের নির্বাহী পরিচালক নিহাদ আওয়াদ বলেন, আমরা ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে যখন সকল আমেরিকানই একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি, তখন মুসলমানদের প্রতি সহমর্তিতা জ্ঞাপনকারীরা প্রকৃত অর্থেই মানবতাকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে এক অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৪৮% বলেছেন যে, ১১ সেপ্টেম্বরের কারণে তাদের জীবন-যাপন বদলে গেছে। ৬৭% বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়া ইসলাম এবং মুসলমানদের ব্যাপারে সব সময় সঠিক তথ্য পরিবেশন করেনি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, যুক্তরাষ্ট্রে ৭০ লাখেরও বেশী মুসলমান বসবাস করেন বলে বিভিন্ন সূত্রে দাবী করা হয়ে থাকে। আরো উল্লেখ্য যে, ইসলাম ধর্ম হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে দ্রুত বর্ধনশীল ধর্মগুলোর অন্যতম।

মুসলিম জাহান

পাকিস্তানে একতরফাভাবে সংবিধান সংশোধন

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফ গত ২১ আগষ্ট একতরফাভাবেই দেশের সংবিধানে সংশোধনী এনেছেন এবং নির্বাচিত সরকারকে বরখাস্ত ও পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেয়ার ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছেন। এছাড়া তিনি পরবর্তী ৫ বছর পর্যন্ত দেশের প্রেসিডেন্ট ও সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদে থাকবেন। জেনারেল পারভেজ মোশাররফ আগামী অক্টোবরে দেশে নির্বাচনের প্রাক্কালে সংবিধানে আরো একদফা পরিবর্তন আনলেন। প্রেসিডেন্টের হাতে দেশের সংসদকে বরখাস্ত করার যে ক্ষমতা আগে ছিল সেটাও তিনি আবার নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। বিগত প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ সরকার আমলে প্রেসিডেন্টের বিশেষ এই ক্ষমতা রদ্দ করা হয়েছিল।

জেনারেল পারভেজ মোশাররফ বলেন, সেনা ও নৌবাহিনীর প্রধানকে বেছে নেওয়ার ক্ষমতাও তার হাতেই থাকবে। নতুন এই সংশোধনীতে দেশের সামরিক বাহিনীকে কার্যতঃ দেশ শাসনে আনুষ্ঠানিক অংশীদারিত্ব প্রদান করা হয়েছে। তিনি ইসলামাবাদে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আমি এই সংশোধনী এনেছি। আমি পাকিস্তানে টেকসই গণতন্ত্র দেখতে চাই।

১১ সেপ্টেম্বরের হামলার মামলা

আসামীদের তালিকায় সঊদী রাজ পরিবারের ৩ সদস্য

যুক্তরাষ্ট্রে ১১ সেপ্টেম্বরের হামলায় নিহতদের পক্ষ থেকে গত ১৪ আগষ্ট দায়ের করা মামলায় যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে, তাদের মধ্যে সঊদী রাজ পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ ৩ সদস্যের নাম রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ এবং আল-কায়েদাকে অর্থ সাহায্য দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। ১১ সেপ্টেম্বরের হামলায় নিহত ও আহতদের ৬ শতের বেশী আত্মীয়-স্বজন কয়েকশ' গ্রুপ ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। এই মামলায় সঊদী রাজ পরিবারের প্রতিরক্ষা ও বিমান চলাচল মন্ত্রী সুলতান বিন আব্দুল আযীয আলে সঊদ, গোয়েন্দা বিভাগের সাবেক প্রধান তুর্কী আল-ফয়ছাল আলে সঊদ এবং ব্যবসায়ী মুহাম্মাদ আল-ফয়ছাল আলে সঊদ-এর নাম রয়েছে।

মামলায় বলা হয়, প্রিন্স তুর্কী ১৯৯৮ সালে রাযী হয়েছিলেন যে, সঊদী আরবে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির জন্য আল-কায়েদা যদি আফগানিস্তানকে ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার না করে, তাহ'লে তিনি বিন লাদেনের প্রাণপণ চাইবেন না এবং তালিবানকে ব্যাপক সহায়তা দিবেন। সঊদী বাদশাহ ফাহদ ২০০১ সালে সঊদী গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান থেকে প্রিন্স তুর্কীকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। কান্দাহারে বিন লাদেনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকের সময় এ ব্যাপারে সমঝোতা হয়েছিল। এর পর ৪শ' গাড়ী তালিবানদের জন্য পাঠানো হয়। যে গাড়ীতে এখনও সঊদী আরবের লাইসেন্স প্লেট রয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন পণ্য বয়কট আন্দোলন ক্রমেই জোরদার হচ্ছে

সঊদী আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে মার্কিন পণ্য বয়কট ক্রমেই জোরদার হয়ে উঠছে। এ অঞ্চলের জনগণের জোরালো বিশ্বাস, যুক্তরাষ্ট্রের ইসরাঈল নীতি পরিবর্তনে বাধ্য করাতে এটা বেশ কার্যকর অস্ত্র। সঊদী আরবের এক শূরা সদস্য ও অর্থনীতিবিদ ইহসান বুহালেগা বলেন, মার্কিন পণ্য বয়কটের আহ্বান উপেক্ষা করা আমাদের উচিৎ হবে না। এটা কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি শক্তিশালী হ'লেও এক সময় এই বয়কট আন্দোলন দেশটিকে তার ইসরাঈল নীতি বদলাতে বাধ্য করবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, স্বল্প মেয়াদে এটা হয়ত কার্যকর হবে না। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে তা ফলপ্রসূ হবে। ইতিমধ্যে এই বয়কট আন্দোলন যুক্তরাষ্ট্রে অনেক ভোগ্য পণ্য যেমন, ফাস্টফুড, কোমল পানীয় ইত্যাদি ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রে তৈরী যানবাহনও এর মধ্যে রয়েছে। রিয়াদে একটি ফাস্টফুড চেইন কাপের ম্যানেজার বলেন, বিক্রি ৪০ শতাংশ পড়ে যাওয়ায় টিকে থাকা কঠিন হয়ে উঠেছে। ক্ষতি এড়াতে অনেক ব্যবসায়ী এখন ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে পণ্য আমদানী করছে বলে তিনি জানান।

দুর্নীতির দায়ে ইন্দোনেশীয় পার্লামেন্ট স্পীকারের ৩ বছরের কারাদণ্ড

জাকার্তার একটি আদালত ইন্দোনেশিয়ার পার্লামেন্টের স্পীকার আকবর তানজুংকে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করে তিন বছরের কারাদণ্ড প্রদান করেছে। জনাব তানজুং বর্তমানে গোলকার পার্টির প্রধান। উল্লেখ্য, সাবেক প্রেসিডেন্ট সুহার্তোর নেতৃত্বে গোলকার পার্টি এর আগে ৩২ বছর ইন্দোনেশিয়া শাসন করেছে। আকবর তানজুং ১৯৯৯ সালে কেবিনেট সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে রাষ্ট্রীয় তহবিলের ৪৫ লাখ ডলার অপব্যবহার করেন বলে আদালতে প্রমাণিত হয়েছে।

মুক্তি ক্লিনিক প্রাঃ লিঃ

লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী

এতদ অঞ্চলের প্রথম বেসরকারী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান

সুবিধাদিঃ

❑ রোগ নির্ণয়ের পূর্ণ ব্যবস্থা
❑ চিকিৎসা ❑ অপারিশন

ডাঃ এস,এম,এ মান্নান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ফোনঃ ৭৭৪৩৩৭, ৭৭৫৪৪৭

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ক্যান্সার নিরাময়ে শামুক

ক্যান্সার নিরাময়ে শামুক কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। শামুকের লালা ক্যান্সারের মালটিপোল বিভাজন বৃদ্ধি প্রতিরোধ করে। এ লালা বিভাজন বৃদ্ধিরোধে খুবই কার্যকর। ধারণা করা হচ্ছে, শামুক থেকে ক্যান্সারের অব্যর্থ ওষুধ পাওয়া যেতে পারে।

যে গাছ বৃষ্টি ঝরায়

দক্ষিণ আমেরিকার পেরু প্রদেশে 'রেইন ট্রি' নামে এক আজব স্বভাবের গাছ রয়েছে। দুপুরের প্রখর রোদের তাপে যখন চারদিকে খাঁ খাঁ করে, তখনই গাছ বাতাস থেকে প্রচুর জলীয়বাষ্প গ্রহণ করে। এই জলীয়বাষ্প হ'তে ঝরঝর করে বৃষ্টির মত পানি ঝরতে থাকে। মাঝে মাঝে এই গাছ হ'তে এত পানি পড়ে যে, গাছের নীচে ছোটখাটো একটা পুকুরের মত হয়ে যায়। সেদেশের লোকেরা এই পানি পানও করে থাকে। এ পানি দেখতে অবিকল নদী-নালা আর কুয়োর পানির মতই। গাছগুলি দেখতে অনেকটা আমাদের দেশের আম গাছের মত।

সবচেয়ে আবেগময় ও অনুভূতিশীল রোবট

যুক্তরাষ্ট্রের 'ম্যাসাচুয়েটস ইনষ্টিটিউটস অব টেকনোলজি' (এমআইটি) 'কিসমেট' নামে এই রোবট তৈরী করে। ১৫টি নেটওয়ার্ককৃত কম্পিউটার এবং ২১টি মোটর এর মস্তিষ্কে শক্তি সরবরাহ করে। এটিকে এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যে, এটি মানুষের সঙ্গে কথোপকথনের সময় বিভিন্ন ধরনের আবেগ বুঝতে পারে এবং সে অনুযায়ী সাড়া দেয়। ১৫টি কম্পিউটারের মাধ্যমে নয়টিই কিসমেটের দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করে।

সবচেয়ে ছোট্ট পাখি

'হার্মিং বার্ড' পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট পাখি। এরা লম্বায় হয় প্রায় দুই ইঞ্চি। ওযনে দু'গ্রামের মত। দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ আলাস্কা, উত্তর আমেরিকায় এদের বসবাস। হার্মিং বার্ডের রং উজ্জ্বল, উড়ার দক্ষতা দেখার মত। এরা মেক্সিকো উপসাগর পাড়ি দিয়েছে বলে জানা যায়।

শিশুর পেটে শিশুর শরীর

চিকিৎসা শাস্ত্রের নানান বিস্ময়ের মধ্যে আরো একটি চমক। ৬ মাসের একটি শিশুর অস্ত্রোপচার করে চিকিৎসকরা তার দেহে আর একটি শিশুর দেহের অংশ পান। গত ২৬ আগষ্ট সোমবার সকালে কলিকাতার নীলরতন সরকার হাসপাতালে ৬ মাস বয়সী রুবেল ঘোষ নামে এক শিশুর পেটে অস্ত্রোপচার করে চিকিৎসকরা এক কেজি ওযনের একটি টিউমার বের করেন। সেই টিউমারটি কেটে তার মধ্যে আর একটি শিশুর দেড়খানা পা, একটি হাত এবং মাথার চুল মিলে। রুবেলের ওযন ৬ কেজি। আর তার পেট থেকে বের করা টিউমারটির ওযন এক কেজি। অস্ত্রোপচারের পর রুবেলের পেটটি স্বাভাবিক হয়ে যায় এবং সে সুস্থ হয়ে যায়।

এ ধরনের ঘটনা খুবই কম ঘটে। চিকিৎসা শাস্ত্রের ভাষায় একে বলে 'ফিটাস ইন ফিটো'। মায়ের গর্ভে থাকাকালীনই শিশুটির দেহে কিছু স্বয়ম্ভু কোষ জন্ম নেয় যারা নিজেরাই আর একটি শিশুর জন্ম দিতে পারে। রুবেলের ক্ষেত্রেও তাই হয়।

জনমত কলাম

ইরাকের উপর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের সামরিক উদ্যোগ গ্রহণের মনোভাবের প্রেক্ষিতে

বিশ্বের শান্তিকামী জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা যদি নিরপেক্ষভাবে বিশ্বে অশান্তির মূল হোতা কোন্ রাষ্ট্র এই মূল্যায়ন করেন, তাহ'লে আমি মনে করি, সকলেই একবাক্যে বলবেন, যুক্তরাষ্ট্রই বিশ্ব অশান্তির মূল হোতা। যুক্তরাষ্ট্রের কার্য-কলাপে এ যাবৎ কোন রাষ্ট্র প্রতিবাদ করেনি বলেই সে অবাধে তার অশুভ কার্যক্রম চালিয়ে গেছে। কিন্তু ইদানিং সে ইরাকের উপর তার অশুভ কার্যক্রম চালানোর মনোভাব ব্যক্ত করায় বিভিন্ন দেশ প্রতিবাদ করছে। তাই সে তড়িৎ সামরিক পদক্ষেপ নিতে পারছে না। কিন্তু সে যেন আক্রোশে স্থির থাকতে পারছে না। সে অভিযান চালানোর অজুহাত খুঁজছে। অজুহাত না মিললে তার যেন বড় রকমের ক্ষতি হবে এবং ফলে তার শান্তি বিঘ্নিত হবে। এরূপই তার কথাবার্তায় প্রকাশ পাচ্ছে।

১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ এ তাদের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগন ধ্বংসের পিছনে সত্যিকার কার হাত ছিল, আজও তা প্রমাণিত হয়নি। অথচ বুশ প্রশাসন এককভাবে ওসামা বিন লাদেনকে দায়ী করে তার আশ্রয়দাতা তৎকালীন আফগানিস্তানের ক্ষমতাসীন তালেবান সরকারের উপর ওসামাকে তাদের হাতে সমর্পণের জোর দাবী জানাল। জবাবে তালেবানরা বললেন, প্রমাণ সাপেক্ষে তারা ওসামাকে সরাসরি তাদের হাতে সোপর্দ না করে কোন এক মুসলিম দেশের হাতে তুলে দিবেন। বিচারে ওসামার যা হবার হবে। তালেবানদের বক্তব্য যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত ছিল। কিন্তু এতে যেন প্রেসিডেন্ট বুশের আত্মসম্মানে ঘা লাগল। তাই সে ওসামা ও মোল্লা ওমরকে টার্গেট করে আফগানিস্তানে দীর্ঘদিন ধরে অজস্র বোমা বর্ষণের মাধ্যমে দেশটিকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে দিল। কিন্তু তার টার্গেট অর্জিত হয়নি। শুনা যাচ্ছে, ওসামা ও মোল্লা ওমর উভয়েই জীবিত আছেন। কিন্তু এদিকে তার বিপুল আর্থিক ক্ষতি ও সামরিক শক্তি কিছুটা বিনষ্ট হয়েছে। একথা সে স্বীকার না করলেও বিশ্বের জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা তা অনুভব করেছেন।

আফগানিস্তান ধ্বংসের পর মার্কিন প্রশাসন ইরাকী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসাইনকে উৎখাতের জোর তৎপরতা চালাচ্ছে। এবার কিন্তু বিশ্ব বিবেক নীরব নেই। বিভিন্ন দেশ ইরাকের উপরে সামরিক হামলার প্রতিবাদ জানাচ্ছে। যে দু'টি কারণে বুশ সাদ্দামকে উৎখাত করতে চাচ্ছে, সে দোষে তারাই অনেক আগে থেকে দোষী। দোষগুলি হচ্ছেঃ (১) সাদ্দাম মারণাস্ত্র তৈরী করছে (২) তিনি দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতা দখল করে আছেন। অথচ বিশ্বের কোন দেশের হাতেই যুক্তরাষ্ট্রের মত এত শক্তিশালী ও সংখ্যায় বেশি অস্ত্র নেই। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান এড়িয়ে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট পরপর নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। এই ভাল মানুষটি সবচেয়ে মারাত্মক অশুভ কাজ করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে তার নির্দেশে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে এ্যাটমবোমা নিক্ষেপের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল।

তাদের হাতে অজস্র শক্তিশালী মারণাস্ত্র থাকবে, আর বিশ্বের অন্য কোন দেশের হাতে থাকা চলবে না কিংবা তৈরী করতে পারবে না, এটা কেমন ধরণের গণতান্ত্রিক মনোভাব, বুঝা মুশকিল। সম্ভবতঃ ইসরাঈলের হাতেও এ্যাটম বোমা রয়েছে। অথচ সেদিকে তাদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই।

তাদের দেশে সামরিক তৎপরতা চালানোর বিরাট অন্তরায় হিসাবে পূর্বে এবং পশ্চিমে সুবিশাল আটলান্টিক মহাসাগর ও সর্ববৃহৎ প্রশান্ত মহাসাগরের অবস্থান। তা সত্ত্বেও তাদের নিরাপত্তার মূলে চরম কুঠারাঘাত করে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়েছে। এটা খুব সম্ভব সংঘটিত করানো হয়েছে, তাদের বিবেককে সচেতন করার জন্যে। কিন্তু ফল হয়েছে উল্টো। তারা অহেতুক ওসামাকে অভিযুক্ত করে আফগানিস্তানকে ধ্বংস করেছে।

❐ মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সাং- সন্ন্যাস বাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

এম, এস মানি চেঞ্জার
বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত
বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউণ্ড, স্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, দীনার, রিয়াল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। ডলারের ড্রাফ কায় ক্রয় করা হয় ও পাসপোর্ট ভ করা হয়।
এম, এস মানি
সাহেব বাজার, জিরো প
(সিনথিয়া কম্পিউটা

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

তাবলীগী সভা

মেহেরপুর, ১৫ আগষ্ট বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে স্থানীয় গাড়াবাড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাসিক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। তিনি 'আন্দোলন'-এর চার দফা কর্মসূচী ও সংস্কার সমূহের উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ, কর্মপরিষদ সদস্য মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘে'র সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ২৯ আগষ্ট বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ পৌর এলাকার উদ্যোগে এলাকা সভাপতি জনাব শহীদুল হক-এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আনওয়ারুল ইসলাম-এর পরিচালনায় পিটিআই মাষ্টারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাসিক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক জনাব মাওলানা রুস্তম আলী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ ইমামুদ্দীন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ এবং সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আবুল হোসাইন। অনুষ্ঠানে ইসলামী জাগরণী পেশ করেন মুহাম্মাদ ফাইযুযযোহা।

কদমতলা, সাতক্ষীরা ৭ই সেপ্টেম্বর শনিবারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা সদর এলাকার উদ্যোগে কদমতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাসিক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল খালেক-এর সভাপতিত্বে বাদ মাগরিব সভার কার্যক্রম শুরু হয়। উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

প্রধান অতিথি স্বীয় বক্তব্যে উপস্থিত জনগণকে সকল প্রকার ধর্মীয় গোঁড়ামী ও কুসংস্কার পরিহার করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন পরিচালনার আহ্বান জানান।

মসজিদ উদ্বোধন

গাংনী, মেহেরপুর ১৬ আগষ্ট শুক্রবারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সহযোগিতায় ও 'রিভাইভ্যাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি' কুয়েত-এর অর্থায়নে মেহেরপুর যেলার গাংনী উপযেলা শহরে নবনির্মিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদ গত ১৬ আগষ্ট শুক্রবার জুম'আর খুৎবা প্রদানের মাধ্যমে উদ্বোধন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসাবে প্রথম জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নূরুল ইসলাম। তিনি স্বীয় ভাষণে সকলকে শিরক ও বিদ'আতমুক্ত ইসলামী জীবন যাপনের আহ্বান জানান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণ পেশ করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল গণি। তিনি মানুষকে পরকালমুখী হওয়ার আহ্বান জানান। 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'-এর থানা সেক্রেটারী মুহাম্মাদ রবী'উল ইসলাম তার ভাষণে মসজিদ প্রতিষ্ঠার ছওয়াবের বর্ণনা প্রদান করেন। উক্ত বৈঠকে স্বাগত ও শুকরিয়া বক্তব্য রাখেন থানা প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ শাহাবুদ্দীন, কাযীপুর ইউপি চেয়ারম্যান (প্রাক্তন) জনাব মুহাম্মাদ রাহাতুল্লাহ ও পলাশীপাড়া সমাজকল্যাণ সমিতির ডাইরেক্টর জনাব মুহাম্মাদ মোশাররফ হোসাইন। বহুদিনের প্রত্যাশিত শহরের একমাত্র আহলেহাদীছ জামে মসজিদে প্রথম জুম'আর ছালাত আদায়ের জন্য সর্বস্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হন। শহরের বিভিন্ন মহল্লা থেকে মুছল্লীদের বিরাট সমাবেশ ঘটে।

দেশব্যাপী যেলা দায়িত্বশীল ও অগ্রসর সদস্যদের প্রশিক্ষণ

১. ১৫ ও ১৬ আগষ্ট বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ

(ক) পাবনাঃ যেলা সভাপতি মাওলানা বেলাল হোসাইন-এর সভাপতিত্বে শহরের সার্কিট হাউজ সংলগ্ন চাঁদমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দু'দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মজলিসে শূরা সদস্য ও রাজশাহী যেলা আন্দোলন-এর সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা ফারূক আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুল কাদের।

(খ) ময়মনসিংহঃ ময়মনসিংহ উত্তর ও দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ময়মনসিংহ দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার যুগ্ম আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক-এর সভাপতিত্বে ফুলবাড়িয়া থানার কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দু'দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। এদের উপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রবল প্রতাপশালী, প্রজ্ঞাময়' *(তওবা ৭১)*।

নারী-পুরুষ একে অপরের সম্পূরক। যে যতটুকু ভাল কাজ করবে, সে ততটুকুই প্রতিদান পাবে। এ ব্যাপারে কোন হেরফের করা হবে না। এরশাদ হচ্ছে, 'আমি তোমাদের কোন ভাল কর্মই বিফল করি না। তা পুরুষের কিংবা মহিলার যারই হোক না কেন। তোমরা পরস্পর সমান'। *(আলে ইমরান ১৯৫)*।

নারী-পুরুষের সাম্য ও মর্যাদার অভিন্নতা সম্পর্কে প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলেন, আরবের উপর অনারবের, সাদার উপর কালো, পুরুষের উপর নারীর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কেবল মুত্তাক্বী লোকদের জন্য আল্লাহ্র নিকট অধিক মর্যাদা রয়েছে'।[৫৯]

নারী-পুরুষের সাম্য এবং কর্মের প্রতিফল ঘোষণা করে আল্লাহ পাক বলেন, 'যে নেক কাজ করে সে মুমিন, হৌক সে পুরুষ কিংবা নারী, আমি তাকে অবশ্যই দান করব এক পবিত্র শান্তিময় জীবন এবং তারা যা করত তার বিনিময়ে তাদেরকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব' *(নাহল ৯৭)*।

এটাও অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, ইসলামের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই সাম্য বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আরববাসী দীর্ঘকাল ধরে সমতার এই নীতি অস্বীকার করে আসছিল বলে তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করত 'আপনি কিরূপে বলতে পারেন যে, আমাদের নারী ও দাস-দাসীগণ আমাদের মর্যাদাসম্পন্ন?'।[৬০]

পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতায় নারী কোনকিছু উপার্জন করলে সে তার অধিকারী হ'তে পারত না, স্বামী কিংবা আত্মীয়ের অধিকারে চলে যেত। এ ব্যাপারে প্রতিবাদ ঘোষণা করে আল্লাহ বলেন,

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ،

'পুরুষ যা অর্জন করে, তা তার প্রাপ্যাংশ এবং নারী যা উপার্জন করে, তা তার প্রাপ্যাংশ' *(নিসা ৩২)*।

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীছের আলোকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, সমতা, অধিকার ও মর্যাদার দিক দিয়ে পুরুষকে একচ্ছত্রভাবে মর্যাদা দেয়া হয়নি; বরং নারী-পুরুষ উভয়কে সমান মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে।

উম্মে সালমা (রাঃ) একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট প্রশ্ন করেন, পবিত্র কুরআনে কেন শুধু পুরুষকে সম্বোধন করা হয়েছে? অথচ মহিলাকে সম্বোধন করা হয়নি? এর প্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ সমতা, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক গুণাবলীর পুরুষ-মহিলাকে সম্বোধন করে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগতা নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদিনী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীলা নারী, বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, ছিয়াম পালনকারী পুরুষ ও ছিয়াম পালনকারিণী নারী, স্বীয় লজ্জাস্থান হেফাযতকারী পুরুষ ও স্বীয় লজ্জাস্থান হেফাযতকারিণী নারী এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণকানী পুরুষ ও আল্লাহ্কে অধিক স্মরণকারী নারী-এদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরুষ্কার' *(আহযাব ৩৫)*।

এই আয়াতের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা লায়লা আহমাদ বলেন,

"Balancing virtues and ethical qualities, as well as concomitant rewards, in one sex with the precisely identical virtues and qualities in the other, the passage makes a clear statement about the absolute identy of the human moral condition and the common and identical spiritual and moral obligations placed on all individuals regardless of sex."[৬১]

অন্যায়ভাবে কাউকে অত্যাচার করা, হত্যা করে জীবন নাশ করার ক্ষেত্রেও নারীর সম-অধিকার রয়েছে। কেউ নারীকে হত্যা করলে বিনিময়ে সেও পুরুষকে হত্যা করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের জন্য নিহতদের ব্যাপারে কিছাছের বিধান দেয়া হ'ল, স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং নারীর বদলে নারী' *(বাক্বারাহ ১৭৮)*।

মা হিসাবে নারীঃ

ইসলাম মা হিসাবে নারীকে যে সুমহান মর্যাদা দিয়েছে, পৃথিবীর কোন ধর্ম বা সমাজের সাথে তার তুলনাই চলে না। মা-কে মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রে সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব হিসাবে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে। কারণ তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে বড় কষ্টের সাথে এবং তাকে প্রসব করেছে অতি কষ্টের সাথে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে এবং প্রসবান্তে দুধ ছাড়াতে ত্রিশ মাস লেগেছে' *(আহক্বাফ ১৫)*।

আল্লাহ অন্যত্র এরশাদ করেন,

---

৫৯. মুসনাদে আহমাদ (কায়রো ১৯৩০), ৬/৪১১ পৃঃ।

৬০. Alfred Guillaume, The Life of Muhammad (Oxford University Press, 1955) P. 199.

৬১. Ahmed, Leik, Women and Gender in Islam, P. 64-65; গৃহীতঃ প্রবন্ধঃ ইসলামে নারী, সাপ্তাহিক আরাফাত, নভেম্বর, ৯৯ই, পৃঃ ৩৭।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্নঃ (১/১)ঃ জীবিত ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ পাপ স্বেচ্ছায় নিজের উপর নিতে চাইলে আল্লাহ তা'আলা তা গ্রহণ করবেন কি?

-আমীনুল ইসলাম
প্রভাষক, আত্রাই অগ্রণী কলেজ
নওগাঁ।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা কারো পাপ নিজের উপর দেওয়া-দেওয়ার অধিকার কাউকে দেননি। কারণ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى 'কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না' *(আন'আম ১৬৪)*।

পাপ-পূণ্য নিজস্ব বিষয়। এর কোন লেন-দেন হয় না। এ ধরনের কথা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্নঃ (২/২)ঃ খুৎবায় জনৈক খত্বীব বললেন, 'শারঈ কারণ ব্যতীত কোন মুসলমান যদি অপর কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী সময় সম্পর্ক ছিন্ন রেখে মারা যায়, তাহ'লে সে জাহান্নামে যাবে'। এ কথার সত্যতা জানতে চাই।

-শামসুয যোহা
নাযিরা বাজার, ঢাকা।

উত্তরঃ উল্লিখিত বক্তব্যটি সঠিক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কোন মুসলমানের জন্য তার অপর মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখা হালাল নয়। যে ব্যক্তি তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে এবং এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৫০৩৫ 'আদব' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩/৩)ঃ 'মালাকুল মাউত' (জান কবযকারী ফেরেশতা) একাই জান কবয করবেন, না সাথে সহযোগী ফেরেশতা থাকেন?

-এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ হাদীছের আলোচনা হ'তে প্রতীয়মান হয় যে, জান কবযকারী ফেরেশতা মাত্র একজন। তবে তিনি একাই কিভাবে সর্বত্র এত প্রাণীর জান কবয করেন, এ প্রশ্নের জবাবে কেবল এটুকুই বলা যায় যে, লৌকিক জগতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অলৌকিক জগতের বিষয়গুলি কল্পনা করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্‌র ক্ষমতা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। আমরা অহি-র খবরে বিশ্বাস করব মাত্র।

উল্লেখ্য যে, জান কবয করার সময় কিছু সহযোগী ফেরেশতা তার সাথে থাকেন এবং উক্ত রূহকে নিয়ে সপ্ত আসমানে উঠে যান।

বারা ইবনে আযেব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মুমিন বান্দা দুনিয়া ত্যাগ করে পরকালে পাড়ি জমানোর প্রাক্কালে সূর্যের ন্যায় আলোকিত চেহারাবিশিষ্ট একদল ফেরেশতা আসমান থেকে নাযিল হন। যাদের হাতে জান্নাতী কাফন ও জান্নাতী সুগন্ধি থাকে। অতঃপর তারা এসে ঐ ব্যক্তির দৃষ্টিসীমার মধ্যে উপবিষ্ট হন। এমতাবস্থায় মালাকুল মাউত আসে এবং বলে যে, এসো হে পবিত্র আত্মা! আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে বেরিয়ে এসো। অতঃপর রূহ এমনভাবে বেরিয়ে আসে যেমন কলসী থেকে আলকাতরা সহজে বেরিয়ে আসে। অতঃপর অপেক্ষমান ফেরেশতাগণ তা পলকের মধ্যে উক্ত জান্নাতী কাফনে জড়িয়ে নেন। যা পৃথিবীর সেরা সুগন্ধির চাইতে উত্তম সুগন্ধিযুক্ত। ফেরেশতাগণ উক্ত রূহকে নিয়ে সপ্ত আসমানের দিকে উঠে যেতে থাকেন। ...

কিন্তু মৃত ব্যক্তি যদি কাফির বা মুনাফিক হয়, তাহ'লে তার রূহ কবয করার পূর্বক্ষণে কালো চেহারাবিশিষ্ট ফেরেশতার আগমন ঘটে। যাদের হাতে পশমের কাপড় থাকে। তারা এসে ঐ ব্যক্তির দৃষ্টি সীমার মধ্যে উপবিষ্ট হন। এরপর মালাকুল মাউত এসে তার মাথার কাছে বসে বলে, হে অপবিত্র আত্মা! তোমার প্রভুর অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের দিকে বেরিয়ে এসো। অতঃপর তিনি তার রূহ এমনভাবে টেনে বের করেন যেমন বাঁকা ধারালো লোহার শিককাঠি পশমের মধ্য থেকে টেনে-ছিঁড়ে বের করে আনা হয়। অতঃপর সেটাকে ঐ ফেরেশতাগণ পশমের কাপড়ের মধ্যে মুড়ে নেন। যা থেকে পৃথিবীর সর্বাধিক দুর্গন্ধযুক্ত পঁচা লাশের ন্যায় গন্ধ বের হ'তে থাকে। এটা নিয়ে ফেরেশতাগণ উর্ধ্ব আসমানে উঠতে থাকে। কিন্তু এরূপ অপবিত্র আত্মার দুর্গন্ধের কারণে আসমানের দরজা খোলা হয় না... *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬২৮; আহমাদ, মিশকাত হা/১৬৩০, সনদ ছহীহ 'জানাযা' অধ্যায়; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪৭৫৩; মিশকাত হা/১৩১ 'কবরের আযাব' অনুচ্ছেদ; আব্দুল মালেক আল-কুলায়েব, আহওয়ালুল ক্বিয়ামাহ, ৯-১৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৪/৪)ঃ আমি অনেক দিন যাবৎ লক্ষ্য করছি, পেশাব শেষে যখন উঠে যাই তখন দুই থেকে তিন মিনিটের মধ্যে কাপড়ে কয়েক ফোঁটা পেশাব পড়ে। কুলুপ ব্যবহার করে কাজ হয় না। চিকিৎসা করেও ভাল ফল পাই না। এমতাবস্থায় শরীর ও কাপড়কে পবিত্র ভেবে ছালাত আদায় করে আসছি। আমার ছালাত শুদ্ধ হচ্ছে কি?

পারভেজ সাজ্জাদ
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ চিকিৎসা করার পরও যদি কাপড়ে ফোঁটা ফোঁটা পেশাব পড়ে, তাহ'লে সে কাপড়ে ছালাত আদায় করলে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহ্কে ভয় কর, কথা শোন এবং আনুগত্য কর' *(তাগাবুন ১৬)*। একদা এক ব্যক্তি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি মযী অর্থাৎ তরল পানির ভেজা অনুভব করি। আমি কি ছালাত ছেড়ে দিব? তিনি তাকে বললেন, আমার উরুর উপর দিয়ে মযী প্রবাহিত হয়। তথাপিও আমি ছালাত পরিত্যাগ করি না যতক্ষণ পর্যন্ত না তা পূর্ণ করি' *(মুওয়াত্ত্বা হা/৫৬)*।

মুস্তাহাযা মহিলা কিংবা ফোঁটা ফোঁটা পেশাব অথবা সর্বদা বায়ূ আসে এসব মহিলা ও পুরুষ প্রত্যেক ছালাতের জন্য ওযূ করলেই ছালাত হয়ে যাবে *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৫৫৮ 'মুস্তাহাযা' অনুচ্ছেদ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৬৮, 'ইস্তিহাযা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৫/৫)ঃ আমি ইসলামী ব্যাংকে একটি ডি,পি,এস খুলেছি। প্রতি মাসে পাঁচশত টাকা হিসাবে প্রতি বছর ৬০০০/= টাকা এবং দশ বছরে ৬০,০০০/= জমা দিয়ে দশ বছর পর ১,২০,০০০/= টাকা পাব। অন্যান্যরাও আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকে আই,টি,ডি খুলেছে প্রায় একই নিয়মে। এই ডি,পি,এস বা আই,টি,ডি করা কি জায়েয?

-শহীদুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক
জয়েন্তীবাড়ী
দারুল হুদা বালিকা দাখিল মাদ্রাসা
বগুড়া।

উত্তরঃ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলি লাভ-লোকসান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে চলে এবং সেই লভ্যাংশ সঞ্চয়ীদের মধ্যে বন্টন করে বলে জানা যায়, যা শরী'আত সম্মত। 'আলা ইবনে আব্দুর রহমান তার পিতার মধ্যস্থতায় তার দাদা হ'তে বর্ণনা করেন, ওছমান (রাঃ) তাকে (মুযারাবা'র উপর) মাল দিয়েছেন এই শর্তে যে, সে পরিশ্রম করবে এবং উভয়ে মুনাফা ভাগ করে নিবে *(মুওয়াত্ত্বা, মালেক ২৮৫ পৃঃ, বুলূগুল মারাম ২৬৭ পৃঃ, হা/৮৫২, 'ক্বিরায' অনুচ্ছেদ, হাদীছটি মওকূফ ছহীহ, সুবুলুস সালাম, তাহক্বীকঃ আলবাণী, হা/৮৫২)*।

প্রশ্নঃ (৬/৬)ঃ যারা হিজড়া তারা মহিলাদের পোষাক পরিধান করে মহিলাদের সাথে চলাফেরা-উঠাবসা করতে পারে কি?

-সুলতানুল ইসলাম
গ্রামঃ বৈদ্যপুর, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ কোন হিজড়া মাহ্রাম মহিলা ব্যতীত অন্যান্য মহিলার সাথে বা মহিলাদের বৈঠকে বসতে পারবে না। তাদের সাথে মহিলাদের পর্দা করা ওয়াজিব। আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন জনৈক হিজড়া 'গায়লান' নামক এক ব্যক্তির কন্যা সম্পর্কে কিছু বলল এবং নারীদের ব্যাপারে সে কিছু বুঝল, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের থেকে পর্দা করার নির্দেশ দিলেন *(মুসলিম, ইরওয়া ৬/২০৫ পৃঃ 'বিবাহ' অধ্যায় হা/১৭৯৭)*। উম্মে সালামা (রাঃ) থেকেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১২১ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৭/৭)ঃ 'তাবলীগ জামাতে'র লোকেরা বলে থাকেন, শহীদের মর্যাদা অপেক্ষা দ্বীনের পথে দা'ওয়াত দাতার মর্যাদা অনেক বেশী। কারণ শহীদ হয়ে গেলে আমল বন্ধ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে দাঈ যতদিন বেঁচে থাকেন, ততদিন দা'ওয়াতের মাধ্যমে নেকী অর্জন করতে থাকেন। একথার সত্যতা জানতে চাই।

-মাশুকুর রহমান
সাধুর মোড়, রাজশাহী।

উত্তরঃ তাবলীগ জামাতের লোকদের উপরোক্ত কথা ঠিক নয়। কারণ শহীদের উচ্চমর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) যেভাবে বর্ণনা করেছেন, অন্য কোন আমলকারীর মর্যাদা সেভাবে বর্ণনা করেননি। নবী করীম (ছাঃ) শ্রেষ্ঠ নবী হওয়ার পরেও বারবার শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৯০ 'জিহাদ' অধ্যায়)*। আর একমাত্র শহীদগণই পুনরায় শহীদ হওয়ার আশায় দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮০৩ 'জিহাদ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৮/৮)ঃ সন্তান প্রসবের সময় মাহ্রাম মহিলা ব্যতীত অন্য কোন মহিলা সেখানে যেতে পারে কি?

-শহীদা খাতুন
মেরীগাছা, বড়াইগ্রাম
নাটোর।

উত্তরঃ সন্তান প্রসবের সময় ধাত্রী এবং উক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ সহযোগী মহিলা ব্যতীত অন্য কোন মহিলার সেখানে থাকা আদৌ ঠিক নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন মহিলা কোন মহিলার ঢেকে রাখা অঙ্গগুলি দেখতে পারে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১০০ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। কেবল বাধ্যগত প্রয়োজনে হ'তে পারে। হাত্বিব ইবনে আবী বালতা'আহ নামক ছাহাবীর পত্র বাহক এক মহিলা তার পত্র বের করে দিতে অস্বীকার করলে ছাহাবীগণ তাকে বিবস্ত্র করে পত্র বের করতে চান' *(বুখারী ২/৫৬৭ পৃঃ, 'যুদ্ধসমূহ' অধ্যায়, হা/২৪৭৪)*।

প্রশ্নঃ (৯/৯)ঃ ছালাতের সালাম ফিরানোর সময় السلام عليكم ورحمة الله وبركاته বলতে হবে, না শুধু ورحمة الله পর্যন্ত বলতে হবে?

-মা'রূফুর রহমান
সাধুর মোড়, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সালাম ফিরানোর সময় ডানে ও বামে বলতেন, السلام عليكم ورحمة الله *(নাসাঈ, তিরমিযী, আবুদাউদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৯৫০)*। তবে কখনো কখনো ডানে বৃদ্ধি করে বলতেন, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৯৯৭; ইবনু খুযায়মা, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৯৫০-এর ৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৩০০; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৭৫)*।

প্রশ্নঃ (১০/১০)ঃ আল্লাহ্‌র পথে দা'ওয়াত দিতে গিয়ে দ্বারে দ্বারে অপেক্ষা করার মূল্য, শবেক্বদরে হাজরে আসওয়াদকে সামনে রেখে দো'আ করলে যে নেকী হয় তার চেয়েও হাযার হাযার গুণ বেশী। একথা কি ঠিক?

-মহিবুল ইসলাম
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ উপরোক্ত বক্তব্যটি বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। বরং যে কোন সময়ে যে কোন পদ্ধতিতে আল্লাহ্‌র পথে দা'ওয়াত দেওয়া যেতে পারে *(নূহ ৫-৯)*। আর দা'ওয়াত গ্রহণ করে যত লোক আমল করবে সবার সমপরিমাণ নেকী দাঈ পাবে। তাতে আমলকারীর নেকী এতটুকুও কমবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৮ 'ইল্‌ম' অধ্যায়)*। তবে দা'ওয়াত দেওয়ার সময় শ্রোতার মন-মানসিকতা ও আগ্রহের প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ) প্রতি বৃহস্পতিবার মানুষকে দ্বীনের দা'ওয়াত দিতেন। একদা জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বললেন, হে আবু আবদুর রহমান। আমি চাই যে, আপনি প্রতিদিন আমাদেরকে দা'ওয়াত দিবেন। জবাবে তিনি বলেন, মনে রেখ! আমি তোমাদেরকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলতে অপসন্দ করি। আমি তোমাদেরকে দা'ওয়াত দেওয়ার সময় তোমাদের বিরক্তির বিষয়টির দিকে খেয়াল রাখব, যেমনভাবে আমাদেরকে দা'ওয়াত দেওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খেয়াল রাখতেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৭ 'ইল্‌ম' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১১/১১)ঃ মসজিদে একবার জামা'আত হওয়ার পর ইক্বামত দিয়ে সরবে ক্বিরা'আত করে পুনরায় জামা'আত করা যাবে না, কথাটি কি ঠিক?

-ফারূক আহমাদ
সোহাগদল, স্বরূপকাটি
পিরোজপুর।

উত্তরঃ একথা সঠিক নয়। বরং পরেও ইক্বামত ও সরবে ক্বিরা'আত সহ জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা যাবে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একজন লোক জামা'আত হওয়ার পর মসজিদে প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদের এক ব্যক্তিকে তার সাথে ছালাত আদায় করতে বললেন *(নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১১৪৬ 'ছালাত' অধ্যায়, 'মুক্তাদী ও মাসবূকের হুকুম' অনুচ্ছেদ)*। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ) একদা মসজিদে প্রবেশ করলেন, যখন জামা'আত শেষ হয়ে গেছে, তখন তিনি আলক্বামা, মাসরূক্ব ও আসওয়াদকে নিয়ে জামা'আত করেন *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, সনদ ছহীহ, মির'আত হা/১১৫৩-এর ব্যাখ্যা, ১/১০৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১২/১২)ঃ তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ের জন্য ঘুম থেকে উঠে কোন দো'আ পড়তে হবে কি?

-আবুল কালাম আযাদ
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করার জন্য ঘুম থেকে উঠে আসমানের দিকে তাকিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা আলে ইমরানের শেষ রুকূ অথবা শেষ রুকূর প্রথম ৫ আয়াত পড়তেন' *(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, মিশকাত হা/১১৯৫, ১২০৯; সনদ ছহীহ 'রাতের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৩/১৩)ঃ ঋতু অবস্থায় কোন মেয়ের বিবাহ বৈধ হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবু মূসা
বড় তারা, ক্ষেতলাল
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ বিবাহের জন্য ঋতু প্রতিবন্ধক নয়। তবে ঋতু অবস্থায় কারো বিবাহ সংঘটিত হ'লে ঋতু হ'তে পবিত্রতা অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত সহবাস হ'তে বিরত থাকতে হবে *(বাক্বারাহ ২২২)*।

প্রশ্নঃ (১৪/১৪)ঃ 'প্রতিটি দাড়িতে একজন করে ফেরেশতা থাকেন' এর সত্যতা জানতে চাই। দাড়ি আঁচড়ানোর সময় দু'একটি উঠে গেলে গোনাহ হবে কি?

-আব্দুছ ছামাদ
খলসী, হেলাতলা
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। যার কোন ছহীহ প্রমাণ নেই। ওছমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাওহাব (রাঃ) বলেন, আমি একদা উম্মে সালামার নিকট গেলাম। তখন তিনি আমাদের সম্মুখে নবী করীম (ছাঃ)-এর কয়েক গাছি চুল বের করে আনলেন, (চিরুনি করার কারণে উঠে গিয়েছিল) যা (মেহেদী দ্বারা) খেযাব দেওয়া ছিল *(ছহীহ বুখারী, মিশকাত হা/৪৪৮০ 'চুল আঁচড়ানো' অধ্যায়)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, চিরুনী দ্বারা চুল-দাড়ি আঁচড়ানোর ফলে দু'একটি উঠে গেলে কোন গোনাহ নেই এবং চুল-দাড়ির পৃথক কোন মর্যাদাও নেই।

প্রশ্নঃ (১৫/১৫)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কত বছর জীবিত ছিলেন? তিনি মক্কা ও মদীনায় কত বছর করে অবস্থান করেছেন। আত-তাহরীক জুলাই '০২ সংখ্যায় মক্কা ও মদীনায় ১০ বছর করে অবস্থানের কথা বলা হয়েছে। ছহীহ দলীলের আলোকে জানতে চাই।

-আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া
নওগাঁ।
ও
আব্দুল ওয়াহহাব
তুলাগাঁও (নোয়াপাড়া)
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এককভাবে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াত প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি মক্কায় ১৩ বছর অবস্থান করেন। এ সময় তাঁর প্রতি 'অহি' নাযিল হচ্ছিল। তারপর তাঁর প্রতি হিজরতের নির্দেশ হ'লে তিনি মদীনায় হিজরত করেন এবং সেখানে ১০ বছর অবস্থান করেন। অবশেষে তিনি ৬৩ বছর বয়সে মদীনায় পরলোকগমন করেন' *(ছহীহ বুখারী হা/৩৯০৩, 'নবী করীম (ছাঃ) ও তার ছাহাবীগণের মদীনায় হিজরত' অনুচ্ছেদ)*।

অন্যত্র আয়েশা ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) যৌথভাবে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) মক্কায় অবস্থান করেন ১০ বছর। এ সময় তাঁর প্রতি কুরআন নাযিল হ'তে থাকে। অতঃপর তিনি মদীনায় অবস্থান করেন ১০ বছর' *(বুখারী হা/৪৪৬৪-৬৫ 'রাসূল (ছাঃ)-এর ইন্তেকাল' অনুচ্ছেদ; 'মাগাযী' অধ্যায় ফাৎহুল বারী ৮/১৯০ পৃঃ)*।

উল্লেখ্য যে, পরের বর্ণনায় মক্কায় ১৩ বছর নুবওয়াতী জীবনের 'অহি' বন্ধের ৩ বছর সময়কে বাদ দিয়ে ১০ বছর গণনা করা হয়েছে *(ফাৎহুলবারী ৮/১৯০ পৃঃ)*। সুতরাং নবওয়াতের সূচনা থেকে গণনা করলে রাসূল (ছাঃ)-এর মক্কায় নুবওয়াতী জীবন ১৩ বছরই সাব্যস্ত হয়। তাছাড়া ১৩ বছরের বর্ণনাই অধিক' *(দেখুনঃ ছহীহ মুসলিম হা/২৩৪৮-২৩৫২, 'ফাযায়েল' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩২ ও ৩৩)*।

প্রশ্নঃ (১৬/১৬)ঃ যে সমস্ত বাড়ী নির্মাণ করে ভাড়া দিয়ে রাখা হয়, সে সমস্ত বাড়ীর যাকাত দিতে হবে কি?

-মুহাম্মাদ ছাদেক হুসাইন
বংশাল (মালিবাগ), ঢাকা।

উত্তরঃ ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় বাড়ী ব্যতিরেকে যে সমস্ত বাড়ী, গাড়ী, লঞ্চ, বাস, ট্যাক্সি, হোটেল, বিমান, দোকান ইত্যাদি ব্যবসার জন্য তৈরি বা ক্রয় করা হয়েছে তার মূল্য ও ব্যবসার লভ্যাংশ মিলে নেছাব পরিমাণ হ'লে এবং এক বছর পূর্ণ হ'লে শারঈ বিধানানুযায়ী তার যাকাত দিতে হবে।

উল্লেখ্য যে, পরবর্তীতে উক্ত গাড়ী-বাড়ীর দোকানের মূল্য কমবেশী হ'লে সে বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের হিসাব অনুযায়ী যে পরিমাণ মূল্য দাঁড়াবে, সে অনুযায়ী হিসাব করে যাকাত দিতে হবে *(ইউসুফ ক্বারযাভী, ফিক্বহুয যাকাত (বৈরুতঃ ১৪১৭/১৯৯৬, ২৩শ' সংস্করণ), ১/৪৬৬-৬৮ পৃঃ, 'কিভাবে ইমারত ও কারখানা সমূহের যাকাত দিতে হয়' অনুচ্ছেদ)*।

জানা আবশ্যক যে, ইসলাম পুঁজিবাদী অর্থনীতির ঘোর বিরোধী। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘর-বাড়ী নিজ ব্যবহারের জন্য তৈরি করা বিলাসিতা ও অপচয় বৈ কিছুই নয়। আর অপচয়কারী শয়তানের ভাই *(ইসরা ২৭)*।

প্রশ্নঃ (১৭/১৭)ঃ একটি বইয়ে লেখা আছে, জুম'আর দিন আছর ছালাতান্তে উক্ত স্থানে বসে 'আল্লাহুম্মা ছাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন নাবিয়্যিল উম্মী ওয়া 'আলা আলিহী ওয়া সাল্লিম তাসলীমা' এ দরূদটি ৮০ বার পাঠ করলে মহান আল্লাহ ৮০ বছরের ছগীরা গোনাহ মাফ করে দেন এবং তার আমলনামায় ৮০ বছরের নফল ইবাদতের ছওয়াব দান করেন। এর সত্যতা জানতে চাই।

-হুসনেআরা আফরোজ
বোহাইল, বগুড়া।

উত্তরঃ সরাসরি উক্ত মর্মে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে শাব্দিকভাবে উহার কাছাকাছি মর্মে দু'একটি হাদীছ পাওয়া যায়। যার মধ্যে ৮০ বার দরূদ পাঠ করলে ৮০ বছরের গোনাহ মাফের কথা এসেছে। কিন্তু হাদীছগুলি 'জাল' *(দেখুনঃ আলবানী, সিলসিলা যঈফা হা/২১৫)*।

প্রশ্নঃ (১৮/১৮)ঃ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ঝিলি-মিলি বাতি দিয়ে আলোকসজ্জা করা কি জায়েয? যেমন বিবাহ, দোকানপাট, মার্কেট, জন্মদিন ইত্যাদি অনুষ্ঠান।

-মুহাম্মাদ ইউনুস চৌধুরী
ঠিকানা বিহীন।

উত্তরঃ এ ধরনের আলোকসজ্জা শরী'আত সম্মত নয়। এগুলি অপচয়ের শামিল। কারণ এসব বাতি দ্বারা উক্ত অনুষ্ঠান শুধু আলোকিতই হয় না; বরং সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অপচয় করা হয় মাত্র। তাই এসব আলোকসজ্জা পরিহার করা অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা অপচয় করে তারা শয়তানের ভাই' *(ইসরা ২৭)*।

দ্বিতীয়তঃ এসব আলোকসজ্জায় অমুসলিমদের অনুকরণের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে, যার পরিণাম অতীব ভয়াবহ। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি অন্য কোন জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৯/১৯)ঃ জনৈক ব্যক্তি অসুস্থতার কারণে প্রায় ১৮ দিন ছালাত আদায় করতে পারেনি। এখন তা আদায় করতে হবে কি? আদায় করতে হ'লে পদ্ধতি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুসাম্মাৎ মুনীরা
মৈশালা, পাংশা
রাজবাড়ী।

উত্তরঃ অসুখ অবস্থাতেও ছালাত আদায় করা যরূরী। এমনকি ইশারা করে হ'লেও তাকে ছালাত আদায় করা

আবশ্যক ছিল। কিন্তু তা না করায় সে অন্যায় করেছে। সেকারণ তাকে তওবা করতে হবে ও ক্ষমা চাইতে হবে এবং বেশী বেশী নফল ছালাত আদায়ের চেষ্টা করতে হবে। তবে তাকে উক্ত ছালাতের ক্বাযা আদায় করতে হবে না *(ফিক্বহুস সুন্নাহ, 'কাযা ছালাত' অনুচ্ছেদ ১/২০৫ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২০/২০)ঃ ওযূ করার সময় ওযূর অঙ্গে ক্ষত বা অপারেশনকৃত চোখ পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে কি? পট্টি থাকলে মাসাহ করতে হবে, না-কি শুধু তায়াম্মুম করলেই চলবে?

-বেগম বদর-উন-নিসা
নতুন বিলশিমলা
রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত অবস্থায় শুধু ক্ষত স্থানে মাসাহ করবে। তাছাড়া ওযূর অঙ্গের বাকী অংশ সম্পূর্ণই ধৌত করতে হবে। একারণে তায়াম্মুম করা ঠিক নয়। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, যে ব্যক্তির ক্ষত স্থানে পট্টি আছে সে ওযূ করবে ও পট্টির উপরে মাসাহ করবে এবং পট্টির আশেপাশের স্থান ধৌত করবে *(বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, মির'আত হা/৫৩৩-এর ব্যাখ্যা 'পট্টির উপর মাসাহ করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২১/২১)ঃ 'ছালাতুল আউওয়াবীন' নামে কোন ছালাত আছে কি? তা আদায় করার পদ্ধতি জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ শাহাদাত হুসাইন
হামিরকুৎসা, বাগমারা
রাজশাহী।

উত্তরঃ চাশ্‌তের শেষ সময়ে যে ছালাত আদায় করা হয় তাকে 'ছালাতুল আউওয়াবীন' বলে। যায়েদ ইবনে আরক্বাম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা ছালাতুল আউওয়াবীন তখনই পড়বে যখন উটের বাচ্চা রৌদ্রের তাপে অস্থির হয়ে পড়ে' *(মুসলিম, বাংলা-মিশকাত হা/১২৩৭ 'চাশতের ছালাত' অনুচ্ছেদ; আলবানী, মিশকাত হা/১৩১২)*।

উল্লেখ্য যে, মাগরিবের পরে ৬ বা ২০ রাক'আত নফল ছালাত আদায় করাকে এদেশে 'ছালাতুল আউওয়াবীন' বলা হয়, তা ঠিক নয়। তাছাড়া উক্ত মর্মের হাদীছ দু'টি মুনকার ও জাল *(যঈফ তিরমিযী, হা/৬৬; সিলসিলা যঈফা হা/৪৬৯; যঈফুল জামে' হা/৪৬৬১; মিশকাত হা/১১৭৩, ১১৭৪ 'সুন্নাত ও উহার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২২/২২)ঃ একজন নিরক্ষর মুমিন ও একজন আলেমের মধ্যে মর্যাদাগত কোন পার্থক্য আছে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আযাদ
বল্লা বাজার, টাংগাইল।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, একজন জাহিল মুমিন বান্দার চেয়ে একজন আলেম আল্লাহ্‌র নিকটে অনেকগুণ বেশী মর্যাদাশীল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান হ'তে পারে' *(যুমার ৯)*। অর্থাৎ দু'জনের মর্যাদা সমান নয়। আবুদারদা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই একজন আলেমের মর্যাদা একজন আবেদ-এর চেয়ে ঐরূপ বেশী, যেমন চন্দ্রের মর্যাদা সমস্ত তারকারাজির উপর' *(আহমাদ, তিরমিযী প্রভৃতি, সনদ হাসান, আলবানী, মিশকাত হা/২১২ 'ইল্‌ম' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৩/২৩)ঃ ওযূ করার পর শরীরের কোন অঙ্গে নাপাকী লেগে থাকলে পুনরায় ওযূ করতে হবে কি?

-মুহাম্মাদ হাশমত আলী
ও
আব্দুল হাকিম মাষ্টার
ঝাউতলা, দাউদকান্দি
কুমিল্লা।

উত্তরঃ ওযূ করার পর শরীরের কোন অঙ্গে নাপাকী বা অপবিত্র কিছু লক্ষ্য করলে পুনরায় ওযূ করার প্রয়োজন নেই। ধুয়ে পরিষ্কার করে নিলেই যথেষ্ট হবে। আব্দুল আশহাল বংশের জনৈকা মহিলা হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের মসজিদে যাওয়ার রাস্তাটি পূতিগন্ধময়। বৃষ্টির সময় আমরা সেখানে কিভাবে যাব? তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উত্তরে বললেন, ঐ রাস্তাটুকু অতিক্রম করার পর তার চেয়ে ভাল রাস্তা পাওয়া যায় না? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, ভাল রাস্তাটুকু ঐ খারাপ রাস্তার বদলা' *(আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৫১২ 'অপবিত্র হ'তে পবিত্রকরণ' অনুচ্ছেদ)*। অর্থাৎ খারাপ রাস্তাতে চলায় নাপাকী লাগলে ভাল রাস্তায় চললে তা পবিত্র হয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ (২৪/২৪)ঃ মিম্বর তৈরীর পর থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি লাঠি হাতে খুৎবা দিতেন? জনৈক আলেমের মুখে শুনেছি যে, মিম্বর তৈরীর পর হ'তে তিনি লাঠি হাতে খুৎবা দিতেন না। এর সত্যতা জানতে চাই।

-আবুল কালাম আযাদ
উপযেলা কৃষি অফিসার
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় সব সময়ই খুৎবার সময় হাতে লাঠি রাখতেন। হাকাম ইবনে হযম আল-কুলাফী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদা প্রতিনিধি দল হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট গমন করি এবং সেখানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করি। এই অবস্থানকালীন সময়ে আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এক জুম'আর ছালাতে অংশগ্রহণ করি। তখন আমরা তাঁকে লাঠি বা ধনুকের উপর ভর দিয়ে খুৎবা প্রদান করতে দেখলাম *(ছহীহ আবুদাউদ হা/১০৯৬ 'ধনুক বা লাঠির উপর ভর দিয়ে*

খুৎবা দেওয়া' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান)।

ফাতিমা বিনতে ক্বায়েস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা সাধারণ আলোচনার সময় মসজিদে মিম্বরে বসে লাঠি দিয়ে মিম্বরে আঘাত করে বললেন, ত্বাইয়েবা অর্থাৎ মদীনা শহর। ত্বাইয়েবা অর্থাৎ মদীনা শহর... *(মুসলিম মিশকাত হা/৫৪৮২ 'ফিতান' অধ্যায়; মাসিক আত-তাহরীক জুন ২০০১, ১৭/২৯৭ প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য)*। এতে বুঝা যায় যে, মিম্বর তৈরীর পরেও তিনি লাঠি হাতে নিয়ে খুৎবা দিতেন।

প্রশ্নঃ (২৫/২৫)ঃ প্রাণীর ছবিযুক্ত ঘরে ছালাত আদায় করা যায় কি? এরূপ ঘরে ছবি দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় ছালাত আদায় করার পর জানতে পারলে পুনরায় ঐ ছালাত অন্যত্র পড়তে হবে কি?

-আব্দুল করীম
উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

উত্তরঃ ছবিযুক্ত ঘরে ছালাত আদায় করা অনুচিৎ। তবে ছালাত আদায় করে থাকলে দ্বিতীয়বার উক্ত ছালাত আদায় করার প্রয়োজন নেই। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে একটি পর্দা ছিল যা দ্বারা তিনি তার ঘরের একপার্শ্ব ঢেকে রেখে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, (আয়েশা!) তোমার ঐ পর্দাটি সরিয়ে নাও। কারণ এর ছবিগুলি আমাকে ছালাত থেকে অন্যমনস্ক করে দিচ্ছে *(বুখারী ফাৎহুলবারী সহ হা/৩৭৪, যদি কেউ 'ক্রুসযুক্ত কাপড়ে কিংবা ছবি বিশিষ্ট কাপড়ে ছালাত আদায় করে, তবে তার ছালাত হবে কি-না' অনুচ্ছেদ, 'ছালাত' অধ্যায়)*।

অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, ছবিযুক্ত কাপড় বা ছবির দিকে ছালাত আদায় করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা দ্বিতীয়বার পড়েননি। সুতরাং উক্ত ছালাত দ্বিতীয়বার পড়ার প্রয়োজন নেই *(দ্রঃ মাসিক আত-তাহরীক, ডিসেম্বর' ৯৮, প্রশ্নোত্তর ৪/৩৯)*।

প্রশ্নঃ (২৬/২৬)ঃ জনৈক ব্যক্তি দু'দিন পর্যন্ত পান্তা ভাত রেখে খেতে অভ্যস্ত, যা অনভ্যস্ত কেউ খেলে মাথায় চক্কর দেয়। এরূপভাবে ভাত রেখে পাওয়া যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
ডুমুরিয়া, খুলনা।

উত্তরঃ যেহেতু মাথায় চক্কর দেয় সেহেতু ঐ পঁচা ভাতে মাদকতা আসে বলে প্রমাণিত হয়। আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মাদকতা আনয়নকারী প্রত্যেক বস্তুই মদ' আর প্রতিটি মাদকদ্রব্যই হারাম। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করল এবং তওবা না করে মারা গেল আখেরাতে (হাউয কাওছারের) পানি সে পান করতে পারবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৮ 'হুদূদ' অধ্যায়)*।

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যাতে বেশী পরিমাণে মাদকতা আসে, তার কম পরিমাণও হারাম' *(তিরমিযী, সনদ ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৭৫৪; মিশকাত হা/৩৬৪৫ 'হুদূদ' অধ্যায় 'মদ ও মদ্যপানকারীর শাস্তি' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৭/২৭)ঃ মসজিদে ঘুমানো বা খাওয়া-দাওয়া করা যায় কি? জনৈক ইমাম বলেন, মসজিদ ছালাতের স্থান। অন্যকিছু সেখানে করা যাবে না। এ কথার সত্যতা জানতে চাই।

-শামীম রেযা
জোড়বাড়িয়া, ত্রিশাল
ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ মসজিদে ইবাদত করা ছাড়া অন্য কিছু করা যাবে না কথাটি ইমাম ছাহেবের বলা ঠিক হয়নি। প্রয়োজনবোধে মসজিদে খাওয়া-দাওয়া ও ঘুমানো যায়। আব্দুল্লাহ বিন হারিছ (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় মসজিদে রুটি ও গোশত খেতাম *(ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ হা/৩৩০০ 'খাদ্য' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৪)*। আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) মসজিদে ঘুমাতেন *(বুখারী, ফাৎহসহ হা/৪৪০ 'ছালাত' অধ্যায়, 'পুরুষদের মসজিদে ঘুমানো' অনুচ্ছেদ ৫৮)*। এতদ্ব্যতীত রোগী সেবা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রয়োজনে মসজিদে নববীতে অবস্থান ও রাত্রিযাপন সম্পর্কে ছহীহ বুখারীর 'মসজিদ' অনুচ্ছেদে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

প্রশ্নঃ (২৮/২৮)ঃ ইক্বামতের দো'আ أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا সঊদী আরবের একটি ফিক্বহ বইয়ে দেখলাম। কিন্তু আহলেহাদীছ মসজিদে বলতে দেখিনা। শুনেছি আপনারা নাকি 'যঈফ' বলেছেন। প্রমাণসহ জানতে চাই।

-মেছবাহুল ইসলাম
অভয়ব্রীজ, গোদাগাড়ী
রাজশাহী।

উত্তরঃ 'ক্বাদ্ ক্বা-মাতিছ ছালাহ' বলার জবাবে মুক্তাদীগণও তাই বলবেন। 'আক্বা-মাহাল্লা-হু ওয়া আদা-মাহা' বলার যে হাদীছ মিশকাতে এসেছে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৬৭০ 'আযানের ফযীলত ও মুয়াযযিনের জবাবদান' অনুচ্ছেদ)* তা যঈফ। ছহীহ মুসলিমের ভাষ্যকার ইমাম নববী, ছহীহ বুখারীর ভাষ্যকার ইবনু হাজার আসক্বালানী, যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ শায়খ আলবাণী প্রমুখ বিদ্বানগণ সকলে একবাক্যে হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন। *(দ্রঃ আলবাণী, মিশকাত উক্ত হাদীছের টীকা-২; আলবাণী, যঈফ আবুদাঊদ হা/৫২৮; ঐ, ইরওয়াউল গালীল হা/২৪১)*।

প্রশ্নঃ (২৯/২৯)ঃ ছোট একটি বইয়ে পড়লাম, কুরবানীর গোশত যতদিন ইচ্ছা রেখে খাওয়া যায়। কিন্তু কথাটির স্বপক্ষে কোন দলীল পেশ করা হয়নি। জানতে চাই উক্ত হাদীছটি সঠিক কি-না?

-খায়রুল আনাম
আমীন বাজার, গাবতলী

ঢাকা।

উত্তরঃ উল্লেখিত বক্তব্যটি সঠিক এবং সেটি একটি ছহীহ হাদীছের অংশ বিশেষ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, كُلُوْا وَادَّخِرُوْا وَتَصَدَّقُوْا... 'তোমরা (কুরবানীর গোশত) খাও, জমা রাখো এবং ছাদাক্বাহ কর' *(মুসলিম, ছহীহ নাসাঈ হা/৪৪৪৩ 'কুরবানীর গোশত জমা রাখা' অনুচ্ছেদ; ইরওয়া হা/১১৫৬, ৪/৩৭০ পৃঃ; ছহীহ আবুদাঊদ হা/২৫০৩)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৩০)ঃ বিবাহিত ব্যভিচারীকে রজম করা হ'লে জানাযা পড়া শরী'আত সম্মত কি-না? সঊদী আরবে রজমকৃত ব্যক্তির জানাযা হয় কি-না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শরফুদ্দীন আহমাদ
ব্রহ্মপুর, দূর্গাপুর
রাজশাহী।

উত্তরঃ 'রজম' করার পরে মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়তে হবে। মা'এয ইবনু মালিক এবং জনৈকা গামেদী মহিলাকে 'রজম' করার পরে যথারীতি জানাযা পড়া হয়েছিল *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫৬০-৬২ 'হুদূদ' অধ্যায়; বুলূগুল মারাম, তাহক্বীকঃ মুবারকপুরী হা/৫৪১)*। সঊদী আরবেও 'রজম' শেষে জানাযা পড়া হয়।

প্রশ্নঃ (৩১/৩১)ঃ জনৈক ব্যক্তি প্রায় ৩০ বছর ছালাত আদায় করেনি। বরং বিভিন্ন অন্যায় কাজে লিপ্ত ছিল। তার একটি সন্তান মারা যাওয়ায় এখন সে তওবা করে ফিরে এসেছে। প্রশ্ন হ'ল, তাকে পূর্বকৃত পাপের হিসাব দিতে হবে কি?

-যমীরুদ্দীন
মিয়াঁপাড়া, সপুরা
রাজশাহী।

উত্তরঃ কোন বান্দা যখন খালেছ নিয়তে তওবা করে আল্লাহ্র পথে ফিরে আসে, তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। কারণ বান্দার শেষ আমলটাই গ্রহণযোগ্য হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কোন বান্দা জাহান্নামের কাজ করতে থাকে অথচ সে জান্নাতী। আবার কোন বান্দা জান্নাতীদের কাজ করে থাকে অথচ সে জাহান্নামী। বস্তুতঃ মানুষের শেষ আমলটিই গ্রহণীয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৩ 'তাক্বদীরের উপর ঈমান' অনুচ্ছেদ)*। ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, পূর্বকৃত আমল (অন্যায় কর্ম) গ্রহণযোগ্য নয়। শেষের আমলটাই গ্রহণযোগ্য হবে *(মির'আত হা/৮৩, ১/১৬৭ পৃঃ)*। সুতরাং তওবা কবুল হয়ে থাকলে ইনশাআল্লাহ পূর্বের অন্যায় কাজের হিসাব আল্লাহ নিবেন না। আল্লাহ বলেন, 'হে আমার ঐ বান্দারা! যারা নিজের উপর বাড়াবাড়ি করেছ, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল গোনাহ ক্ষমা করে থাকেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান *(যুমার ৫৩)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৩২)ঃ বিদেশে থাকার দরুণ আপনজনের জানাযা পড়তে না পারায় দেশে ফিরে কবরস্থানে গিয়ে দু'একজন সাথে নিয়ে জানাযা পড়া এবং 'বিস্মিল্লাহ' বলে তিন মুষ্টি মাটি দেওয়া যাবে কি?

-শাহজাহান
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ কোন ব্যক্তির জানাযা হৌক বা না হৌক কবরস্থানে গিয়ে যে কোন সময়ে তার জানাযা পড়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার রাতে দাফনের পরদিন এক মহিলার কবরকে সামনে রেখে লোকজন নিয়ে জানাযা পড়েছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৫৮, ১৬৫৯ 'জানাযা' অধ্যায়)*। অন্যত্র বর্ণিত আছে, একবার তিনি এক কবরের উপর দাফনের তিন দিন পর এবং অন্যত্র একবার এক মাস পর জানাযা পড়েছিলেন *(বায়হাক্বী; ১/৭৫ ও ৮১ পৃঃ; হা/৭০০৪ ও ৭২৩ 'জানাযা' অধ্যায়, যাদুল মা'আদ ১/৪৯৩ পৃঃ; 'জানাযা' অধ্যায়, 'কবরের উপর ছালাত আদায়' অনুচ্ছেদ, ছহীহ মুরসাল, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৮১ পৃঃ, 'কবরের উপর ছালাত' অনুচ্ছেদ; আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ মির'আত হা/১৬৭২-এর ব্যাখ্যা, ৫/৩৯০ পৃঃ)*। তবে ঐ সময় তিন মুষ্টি মাটি দেওয়ার প্রমাণে কোন হাদীছ নেই।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩৩)ঃ দাজ্জাল শব্দের আভিধানিক অর্থ কি? দাজ্জাল পৃথিবীতে কখন আসবে? দাজ্জালের ফিৎনা হ'তে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি?

-রফীকুল ইসলাম
ফুলতলা বাজার
পঞ্চগড়।

উত্তরঃ দাজ্জাল শব্দের অর্থঃ প্রতারক, ভণ্ড, মিথ্যুক, অত্যাচারী প্রভৃতি। ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে ১০টি বড় নিদর্শন রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে 'দাজ্জালের আবির্ভাব' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৬৪ 'ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্ব লক্ষণ ও 'দাজ্জালের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*। আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফের প্রথম ১০ আয়াত মুখস্থ পড়বে, তাকে দাজ্জালের ফিৎনা হ'তে বাঁচিয়ে নেওয়া হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১২৬ 'কুরআনের ফযীলত সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি দাজ্জালের সাক্ষাতে সূরা কাহ্ফের প্রথম ১০ আয়াত পড়বে তাকে দাজ্জালের ফিৎনা হ'তে রক্ষা করা হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৫)*। তাছাড়া প্রতি ছালাতের শেষ তাশহ্হুদে বসে দো'আ মা'ছূরায় পড়া যায় وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৪১)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩৪)ঃ ছালাতের মধ্যে সিজদার দো'আ শেষে يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ এবং সালামের বৈঠকে দো'আ মাছূরা শেষে اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ পড়া যাবে কি?

-শাহাদৎ হুসাইন
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাতে সিজদার সময় কুরআন মাজীদের আয়াতের দ্বারা দো'আ করা ব্যতীত অন্য যেকোন দো'আ পড়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা সিজদায় বেশী বেশী দো'আ পড়ার চেষ্টা কর' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৪ 'সিজদাহ ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমাকে রুকূ-সিজদায় কুরআন মাজীদ পড়তে নিষেধ করা হয়েছে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৭৩ 'রুকূ' অনুচ্ছেদ)*। তবে সালামের বৈঠকে অন্যান্য দো'আ সহ কুরআন মাজীদের দো'আও পড়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তাশাহ্হুদ পড়ার পর তোমরা তোমাদের ইচ্ছামত দো'আ পড়' *(বুখারী ১/১১৫ পৃঃ, হা/৮৩৫ অনুচ্ছেদ নং ১৫০)*। অতএব সিজদায় গিয়ে ১ম দো'আটি এবং শেষ বৈঠকে দ্বিতীয় দো'আটি পড়া যায়। কেননা দ্বিতীয় দো'আটি কুরআন মাজীদের আয়াত হওয়ার কারণে তা সিজদায় গিয়ে পড়া যাবে না। কিন্তু শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু ও দরূদ শেষে পড়া যায়।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩৫)ঃ বোরক্বা বিহীন কোন মহিলা কবর যিয়ারত করতে যেতে পারে কি?

-হালীমা বেগম
কাযী ভিলা
কালিগঞ্জ, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ মহিলারা সর্বাঙ্গে আবরণ ব্যতীত যেমন বাহিরে যেতে পারে না, তেমনি কবর যিয়ারত করতেও যেতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মহিলারা পোষাকাবৃত সম্পদ। যখনই তা প্রকাশ পায়, তখনই শয়তান তাকে পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট করে' *(তিরমিযী, সনদ ছহীহ- মিশকাত হা/৩১০৯ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। মহান আল্লাহ বলেন, 'মহিলারা বাড়ী থেকে বের হ'লে শরীর আবৃত করে বের হবে' *(আহযাব ৫৯)*। কবর যিয়ারতের জন্য ভিন্ন কোন পর্দার প্রয়োজন নেই।

সংশোধনী

গত সংখ্যার ৩১ পৃষ্ঠায় ২২/৩৮২ নং প্রশ্ন এবং উত্তরে 'মাতা'-এর স্থলে 'বিমাতা' পড়তে হবে। এই অনাকাংখিত 'প্রিন্ট মিসটেকে'র জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। -সম্পাদক।

রাজশাহী মেন্টাল হেল্থ ক্লিনিক

মানসিক রোগ ও মাদকাসক্তি নিরামায় কেন্দ্র

সেবা সমূহ ঃ

➤ যে কোন মানসিক রোগ চিকিৎসা
➤ মাদকাসক্তি নিরাময়
➤ সাইকোথেরাপি
➤ বিহেভিয়ার থেরাপি
➤ শিশু-কিশোর আচরণগত সমস্যা

লক্ষীপুর ভাটাপাড়া
রাজশাহী-৬০০০।
ফোনঃ ৭৭৫৮০৫।